বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ ঃ একটি সমীক্ষা

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে
এম-ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুন, ২০০৭

গবেষক

শামীমা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৫৮
সেশন ঃ ১৯৯৬-১৯৯৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

436747

Dhaka University Library
436747

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

M.

436747

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ ঃ একটি সমীক্ষা

436747

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ ঃ একটি সমীক্ষা" অভিসন্দর্ভটি এম-ফিল ডিগ্রীর জন্য পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপন করা হলো।

436747

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক

11/6/07

শামীমা আক্তার
রেজিস্ট্রেশন নং- ৫৫৮
সেশন ঃ ১৯৯৬-১৯৯৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Dil Rowshan Zinnat Ara Nazneen
Professor & Chairman
Department of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.

E-mail : duregstr@bangla.net
Fax : 880-2-8615583
Phone : 880-2-8612792 (Res)

প্রত্যয়ন পত্র

শামীমা আক্তার (রেজিঃ নং ৫৫৮, শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-১৯৯৭, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ) এম-ফিল ডিগ্রীর জন্য "বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ ঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

আমার জানা মতে লেখক এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী লাভ বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেননি। এই অভিসন্দর্ভটি ২০০৫-২০০৬ এম-ফিল ফাইনাল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হল।

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Professor
Department of Political Science
Dhaka University

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ ঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম-ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা
১লা জুন ..... ২০০৭ খ্রীঃ

শামীমা আক্তার
এম-ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা নির্যাস

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ জনগণ জাতীয় সরকারের চাইতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সাথে অধিক পরিচিত, কেননা তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কাজই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রশাসনিক স্তর হলো স্থানীয় সরকার যার নিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদ। রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে কার্যকরী করে সরকারকে জবাবদিহিমূলক করার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব কারণ জনগণ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১০, ১৯ (১) (২), ২৭, ২৮ (১) (২) (৩), ২৯ (১) (২), এতে বলা হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিক কর্মক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রে সমান সুযোগ পাবে। "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।" "রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার থাকবে।" আরো উল্লেখ রয়েছে যে, জাতির সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্র এমন কতকগুলো কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করবে যা মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অসমতা দূর করবে এবং সম্পদ সমভাবে বণ্টন করবে।" সংবিধানে সকল নারী পুরুষকে রাজনৈতিক অধিকারসহ (অনুচ্ছেদ ৩৬-৩৯) মৌলিক অধিকার সমভাবে অর্জনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। জন-প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

(অনুচ্ছেদ ৬৬, ১২২)। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন বিশেষ করে ভোটের অধিকার, সমিতি ও সংস্থার অধিকার এবং প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংবিধানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভিন্নতা করা হয়নি।

সুতরাং, ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্তকরণ সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য মূলতঃ বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ আহরণ, কর্মসূচী প্রণয়ন, অবকাঠামো, উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে স্থানীয় নারীদের সরাসরি সর্বাত্মক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে কার্যতঃ নারী কতটুকু ক্ষমতা ভোগ করছে তথা নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা নেয়া হলো আলোচ্য প্রবন্ধে।

গবেষণার বিষয়বস্তু- ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত স্বরূপ পর্যালোচনা বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৯৭-এ নির্বাচিত নারী সদস্যরা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কি ধরণের প্রভাব সৃষ্টিতে সমর্থ হচ্ছে? সচেতন নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততার মাত্রা কি প্রবৃত্তির ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা কতটুকু?

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১। ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণের বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধান।

২। ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ।

৩। ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে করণীয়।

৪। স্থানীয় সরকারের অধ্যাদেশ, আইন কানুন, বিধিমালা, প্রকাশনা নারীকে কতটুকু ক্ষমতা দিচ্ছে?

৫। সামাজিক ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতায়নে কি ধরণের ভূমিকা রাখছে?

৬। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি কি প্রকৃতির?

এই বিষয়গুলোর আলোকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হলো।

এ গবেষণায় প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার পরিচিতি, গবেষণার যৌক্তিকতা ও প্রাথমিকভাবে কিছু অনুকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশেষত বাংলাদেশের নারীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন, স্থানীয় সরকার কাঠামো, বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জরিপ এবং জরিপকৃত ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার প্রাথমিক অনুকল্পগুলির সত্যাসত্য যাচাই-এর চেষ্টা নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারী অংশগ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিওদের ভূমিকা, ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ভূমিকা এবং ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশমালা প্রদানের মাধ্যমে গবেষণা কাজের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এ গবেষণায় বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাদের রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (আদর্শিক বিশ্বাস, দলীয় স্ট্যাটাস, মনোনয়ন, রাজনৈতিক দলের সাথে মানসিক সংযুক্তি), পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণায় এবার একজন নারী প্রার্থীও পাড়ার পুরুষদের কাছে যেয়ে নিজের জন্য ভোট চেয়েছেন।

নির্বাচনী এই "চাওয়ার" সামাজিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। চিরদিন নারী দুঃখের কথা বলেছে, অভিযোগ করেছে, শুনেছে পুরুষ। এখন নারীও অভিযোগ শোনে, তার কাছেও বিচার চায় মানুষ।

বলা বাহুল্য নারীর অগ্রযাত্রায় এটি একটি অনন্য সংযোজন, তবে যে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার নারী সমাজ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন আজ তা ছেলে ভুলানো গল্পে পর্যবসিত হয়েছে। "নির্বাচক মন্ডলীর প্রত্যাশা এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত। পরিষদের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে নারী সদস্যদের। নারী সদস্যদের প্রতি পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

অবজ্ঞা ও বঞ্চনার প্রমাণ মেলে বয়স্ক ভাতা প্রদানের তালিকা প্রস্তুতের একটি ঘটনায়। সরকারী নির্দেশে পরিষদের সকল সদস্যদের সমন্বয়ে বয়স্ক ভাতা প্রদানের তালিকা তৈরী করার কথা থাকলেও পুরুষ সদস্যরা নারীদের না জানিয়ে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মাফিক তালিকা তৈরী করে এবং নারী সদস্যদের দস্তখত নকল করে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরে জমা দেয়। নারী সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে সম্মিলিতভাবে চ্যালেঞ্জ করলে সেই তালিকা বাতিল হয়ে যায় এবং পুনরায় তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এই ঘটনাটি পরিষদে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে পরিষদে নির্বাচিত নারীদের ঠিকমতো কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না।

নারী সদস্যরা একটু উচ্চ বাক্য বা প্রতিবাদ করলে তাদের চরিত্র এবং পারিবারিক জীবন নিয়ে টানা হেঁচড়া ও কটু মন্তব্য করছে পুরুষ সদস্যরা। তাই নতুন আইনে নির্বাচিত মহিলা মেম্বাররা পূর্বের মনোনীত পুতুল মেম্বারদের চেয়ে যোগ্যতা বলে অনেককে হারিয়ে মেম্বার হলেও, বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদে তারা উভয় সংকটে রয়েছে। একদিকে সরকারী সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য জনগণের প্রত্যাশা ও চাপ অপরদিকে পুরুষ সদস্যদের একতরফা প্রাধান্য বিস্তারের কারণে তারা সাধারণ জনগণের স্বার্থে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। পরিষদের পুরুষ সদস্য সৃষ্ট এ উভয় সংকটের মুখে পতিত হয়ে নারী সদস্যগণ পরিষদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করা এবং নির্বাচিত নারী সদস্যরা যাতে ইউনিয়ন পরিষদে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং বিষয়টি অবশ্যই গবেষণার একটি ক্ষেত্র হিসেবে অতীব গুরুত্ব বহন করে। এ জন্যেই আমার গবেষণা কাজের জন্যে আমি এ বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণের প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্য আমি এ গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। গবেষণার সুবিধার্থে নরসিংদী জেলার পলাশ থানার অন্তর্গত নিজ ইউনিয়ন-জিনারদী ইউনিয়নকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছি।

গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারায় পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সঠিক গবেষণাকর্ম একাকী সম্পন্ন করা খুবই কষ্টসাধ্য ও জটিল ব্যাপার। কেননা গবেষণার সঠিক তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথ তথ্য ছাড়া গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হতে পারে না এবং এসব তথ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতা, উপদেশ-নির্দেশ ও পরিচালনা ছাড়া গবেষণা কর্মে সাফল্য লাভ করা দুষ্কর।

আমার এই গবেষণায় যিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণায় প্রতিটি স্তরে গাইড হিসেবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

তাছাড়া আমার আম্মা জামিলা আক্তার এবং আব্বা মোঃ শামসুল ইসলাম ভুঞা, ভাই-বোন এবং আমার স্বামী জহিরউদ্দিন বাবর এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কর্মটিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নরসিংদী জেলাধীন পলাশ থানার অন্তর্গত জিনারদী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মহিলা সদস্য এবং পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতা না পেলে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য হতো। আমার বন্ধু খন্দকার নাঈমুল হক যার সহযোগিতার জন্য গবেষণা কর্মটি ত্বরান্বিত হয়েছে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ জিনারদী ইউনিয়নের জনগণকে তথ্য সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা দানের জন্য তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাছাড়াও পরিসংখ্যানিক দিকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেয়ার জন্য মোঃ সাহেদ মাসুদ, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা কর্মটির কম্পিউটার কম্পোজের জন্য প্যারাগন কম্পিউটার্স, নিউ ট্রাক রোড, চাঁদপুরের এম. কে. আলম মামুনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
..... ২০০৭ খ্রীঃ

শামীমা আক্তার
এম-ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-১

Dhaka University Institutional Repository

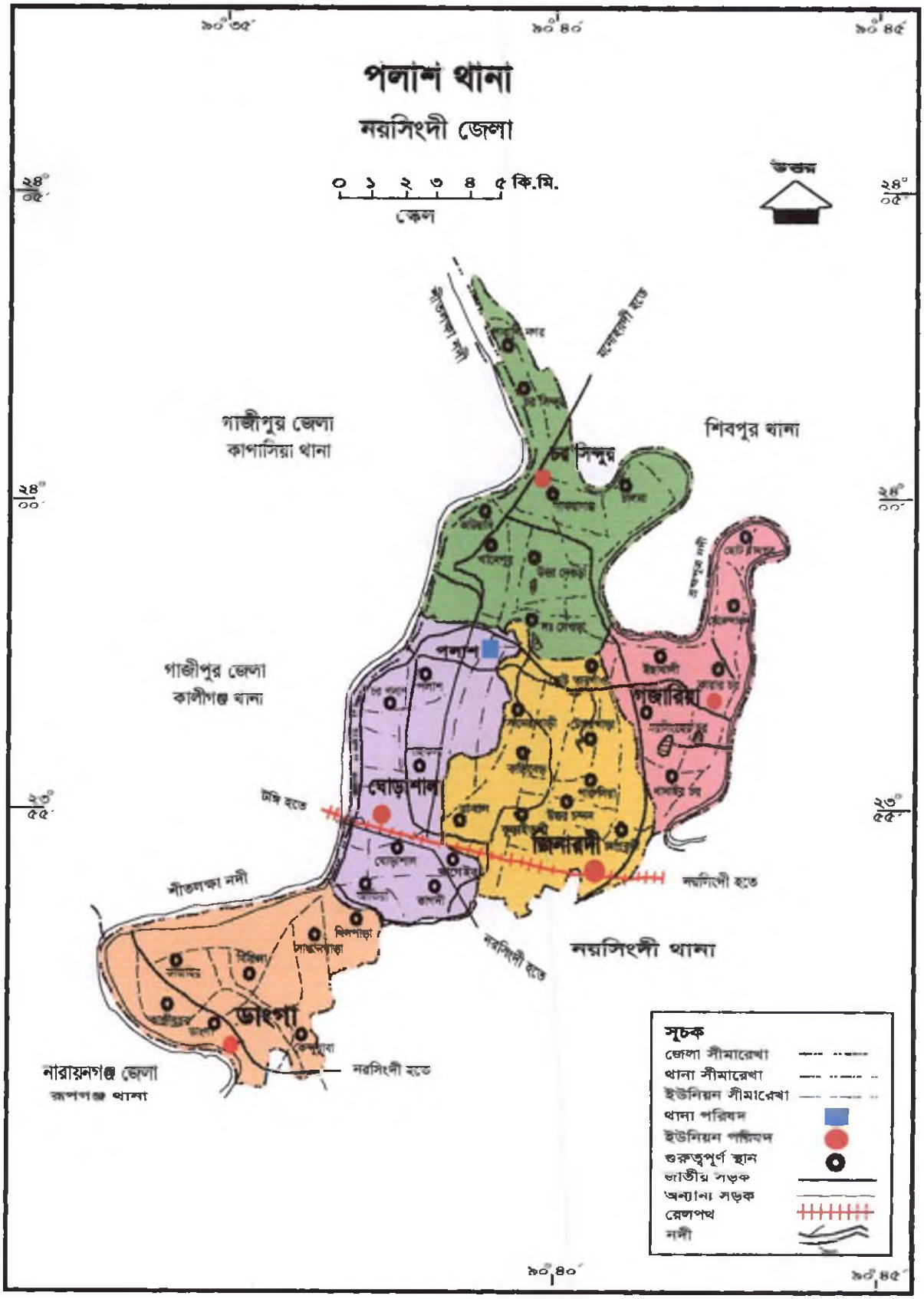

মানচিত্র-২

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকার মানচিত্র

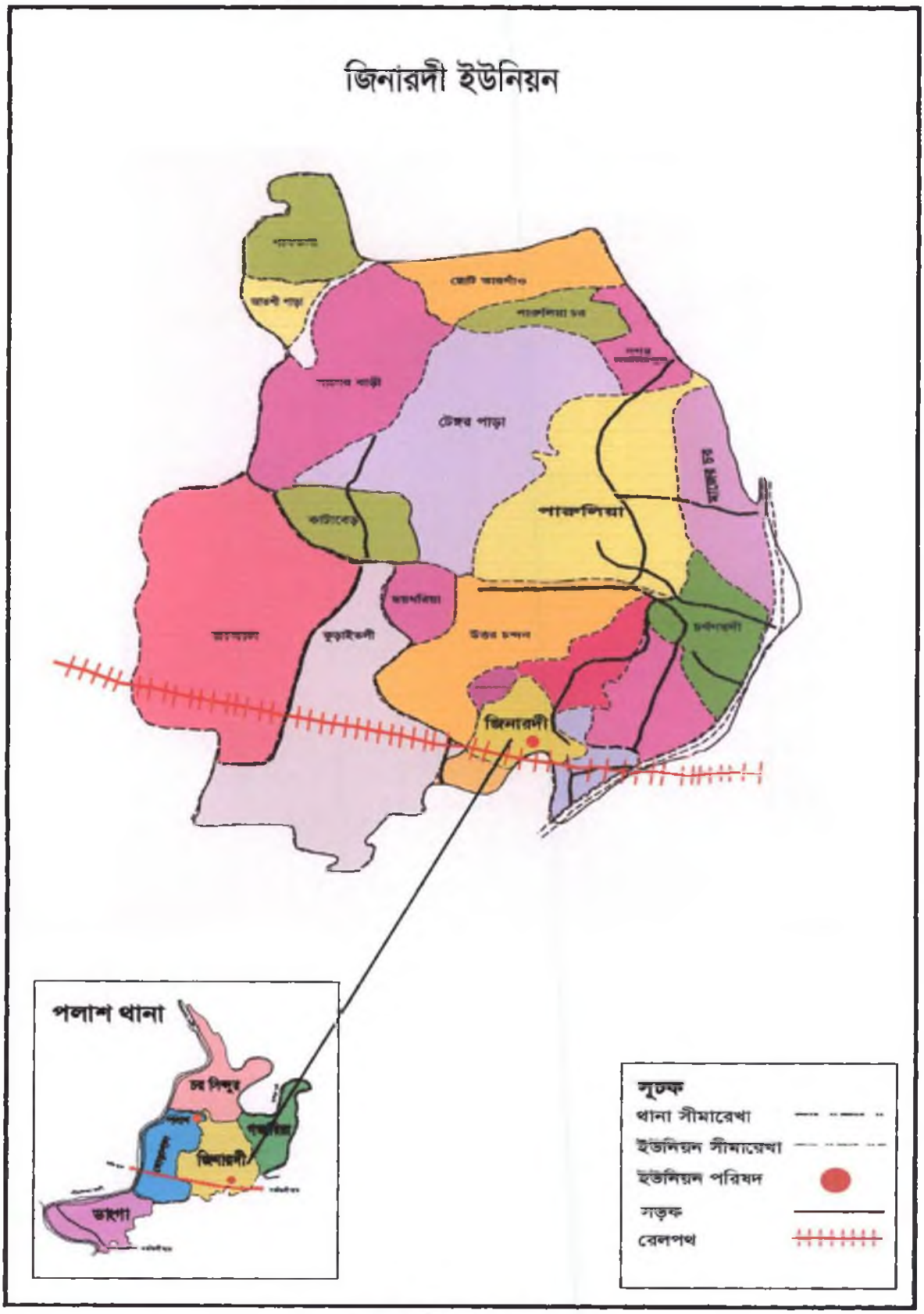

মানচিত্র-৩

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি ২-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের সার্বিক অবস্থা ২৭-৫২

তৃতীয় অধ্যায়

বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন, স্থানীয় সরকার কাঠামো ৫৪-১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (পুরুষ) ১০৯-১৫৭

এবং

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (নারী) ১৫৮-২০৬

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে কাজের জরিপকালীন অভিজ্ঞতা ২০৮-২৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ২৩৪-২৪৪

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ ২৪৬-২৫৪

পরিশিষ্ট

সংযোজনী-১ (প্রশ্নমালা) ২৫৬-২৬৪

সংযোজনী-২ (গ্রন্থপঞ্জী) ২৬৫-২৭১

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

২.১ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যার শতকরা হার ৩৬

২.২ রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ ৩৭

২.৩ সংসদে নারী ৪০

২.৪ হাইকোর্টে নারী ৪৫

২.৫ সিভিল সার্ভিসে নারী ৪৭

৩.১ বাংলার স্থানীয় সরকার প্রশাসন ৭১

৩.২ মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন ৭২

৩.৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৭৩-১৯৯৭ নারী প্রার্থী ও চেয়ারপার্সনের সংখ্যা ৯৭

৩.৪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (চেয়ারম্যান পদে মহিলা) ৯৮

৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (সাধারণ আসনের মেম্বার পদে মহিলা) ৯৯

৪.১ জনমত জরিপে সাক্ষাৎকারদানকারী উত্তরদাতার (পুরুষ) বয়সের বিবরণ ১০৯

৪.২ বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য (পুরুষ) ১১০

৪.৩ পেশাগত পরিচিতি (পুরুষ) ১১১

৪.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা (পুরুষ) ১১২

৪.৫ আয় সংক্রান্ত তথ্য (পুরুষ) ১১৩

জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (পুরুষ)

৪.২.১ থেকে ৪.২.৫০ (মাঠ জরিপ-পুরুষ) ১১৪-১৫০

৪.১ জনমত জরিপে সাক্ষাৎকারদানকারী উত্তরদাতার (নারী) বয়সের বিবরণ ১৫৮

৪.২ বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য (নারী) ১৫৯

৪.৩ পেশাগত পরিচিতি (নারী) ১৬০

৪.৪ শিক্ষাগত যোগ্যতা (নারী) ১৬১

৪.৫ আয় সংক্রান্ত তথ্য (নারী) ১৬২

জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (নারী)

৪.২.১ থেকে ৪.২.৫০ (মাঠ জরিপ-নারী) ১৬৩-১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র তালিকা

২.১	সরকারী কর্মযজ্ঞে নারী : সিন্ধুতে বিন্দু	৩৮
২.২	নির্বাচনে নারী প্রার্থী	৪৪
৩.১	স্থানীয় সরকার কাঠামো-১	৬৮
৩.২	স্থানীয় সরকার কাঠামো-২	৬৯
৩.৩	স্থানীয় শাসনের বিবর্তন কাল	৯৪
৩.৪	ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামো	৯৭
৩.৫	১৯৯৭ ও ২০০৩ সালে গড়ে প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের হার এবং ভোট প্রদানের তুলনামূলক হার	১০০

স্তম্ভলেখচিত্র তালিকা

২.১	নিম্ন আদালতে নারী	৪৬
২.২	স্থানীয় সরকারে নারী	৫০

মানচিত্র তালিকা

১.১	নরসিংদী জেলা	১৪
১.২	নরসিংদী জেলাধীন পলাশ থানা	১৭
১.৩	পলাশ থানাধীন জিনারদী ইউনিয়ন (গবেষণা এলাকা)	১৮
৫.১	এক নজরে যে সকল জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে	২১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ ভূমিকা
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য
১.৩ গবেষণা এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা
১.৪ গবেষণা এলাকার সাধারণ পরিচিতি
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি
১.৬ প্রাথমিক জরিপ
১.৭ নমুনায়ন
১.৮ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
১.৯ সম-সাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনা
১.১০ তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা
১.১১ উপসংহার
১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এদেশে প্রায় ১২ কোটি লোক বসবাস করে যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৪৮.৫ জন হল নারী (রহমান, ১৯৯২:২১) সারা বিশ্বের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই মহিলা (Human Development Report, 1995:UNDP) সারা বিশ্বে আজও নারীরা নির্যাতন, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার, বাংলাদেশের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণ জানতে হলে এদেশের নারীর অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে হবে। এই নারী সমাজ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ না হয়ে উঠা পর্যন্ত এদেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এদেশের সরকারও এ ব্যাপারে সচেতন। তাই নারী সমাজকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে সরকার বিকেন্দ্রীকরণে ও স্থানীয় সরকারের সংগঠন সমূহে "নারীদের অংশগ্রহণ" ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, নারীর নিজের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পর্কে ধারণা কী, কিংবা 'পাবলিক স্পেস'-এ ক্ষমতা চর্চা বিষয়ে নারীর প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে নতুন উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে কি না এসব বিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। আরো গভীর বিশ্লেষণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনীতি, রাষ্ট্র, সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে নারীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বিকশিত হচ্ছে কিনা আর হলে নারীর পক্ষে তাদের ধ্যান-ধারণার আলোকে প্রচলিত রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার প্রক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এসব বিষয়াদিতে আলোকপাত করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে যে গ্রামীণ সমাজ বিভক্ত যেখানে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ জরুরী। বিশেষতঃ বংশগত পরিচয় অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ রাজনীতিতে যে একচ্ছত্র পুরুষাধিপত্য দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর হয়ে আছে, সেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় বিভিন্ন গ্রুপ কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্র নতুন কোন শক্তি নারীর পক্ষে তৈরি করতে সক্ষম কি না তা জানার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে।

উন্নয়নের প্রধান এজেন্ডা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা। এই এপ্রোচের মূল উপপাদ্য এই যে, সম্পদ পাওয়ার পথে প্রবেশাধিকার নেই এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ততা কম বলে মানুষের মনে অবহেলিত হওয়ার মনোভাব তৈরি হয়। আর এর থেকে সৃষ্ট ব্যবধান রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই এপ্রোচে সমাধান হিসেবে ধারণা করা হয় যে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এবং সুশাসন কায়েম করে মানুষের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

উন্নয়নের এই নতুন এপ্রোচে নারী অবস্থান বুঝতে হলে নারী প্রশ্নে নতুন এপ্রোচ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া জরুরী-

১। সম্পদের প্রবেশাধিকার থেকে নারীরা কিভাবে বঞ্চিত হচ্ছে?
২। সম্পদের উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর অংশগ্রহণকে কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?

এসব প্রশ্নের গভীরতা তলিয়ে দেখার পূর্বে এই তাত্ত্বিক অবস্থান প্রয়োজন যে, "বাংলাদেশে নারীর সমঅধিকার হরণ ও অংশগ্রহণে প্রান্তিক উপস্থিতির মূল কারণ সমাজে নারীর অধঃস্তনতা। নারী প্রশ্নের এপ্রোচে তাই পুরুষাধিপত্য কর্তৃক সৃষ্ট হেজিমনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে নিগৃহীত ও অবহেলিত শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। যে কাঠামোতে নারী অবস্থান করে ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তা পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ ও তৎপ্রসূত এবং পরিচালিত রাষ্ট্রযন্ত্র।"

প্রশ্ন হতে পারে, কেন এ ধরণের এপ্রোচ প্রয়োজন? এ জন্য নারী প্রশ্নে উপযুক্ত এপ্রোচ প্রয়োজন, কারণ তা না হলে রাষ্ট্রকে সার্বিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না, রাষ্ট্রীয় নীতিমালার উদ্দেশ্য এবং নারীর অবস্থান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকার লিপিবদ্ধ করা কিংবা নারী উন্নয়নমূলক সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মসূচী বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নারীর জন্য বন্ধুভাবাপন্ন বলে প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলোর কারণে নারীর সত্যিকার অবস্থান দৃষ্টিগোচর করতে বাধা সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্র এবং তার সকল প্রতিষ্ঠান নানাভাবে যে লিঙ্গীয় বৈষম্য লালন করছে এবং পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে নারী-অধস্তনতা টিকিয়ে রাখছে, সেসব ইঙ্গিত প্রদান করা জেন্ডার এপ্রোচের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে নারীর প্রতি যে বৈষম্য ও সমান অধিকার থেকে বঞ্চনার নিয়ম গ্রথিত হয়ে আছে, সেসব দূরীকরণে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। পিতৃতান্ত্রিকতা নারীর জন্য যে অধস্তন অবস্থান বরাদ্দ করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তারই প্রতিফলন ঘটে।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করায় বাংলাদেশে দরিদ্রদের ও দরিদ্র নারীদের এবং পিতৃতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকায় রাষ্ট্রে সকল নারীর ন্যায্য অধিকারের সুব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটির কোনটাই নারীর প্রতি সুষম আচরণের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিকাশ লাভ করেনি। কারণ তাদের মতাদর্শ হচ্ছে এই যে, গৃহ 'প্রাইভেট পুরুষতন্ত্র' ও রাষ্ট্র 'পাবলিক পুরুষতন্ত্র'- বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের কর্মসূচী লিপিবদ্ধ থাকলেও তার অল্পই বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। এ কারণে নারী প্রশ্নে রাষ্ট্রের সৎউদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার আছে কি না তা বর্তমানে প্রশ্নের সম্মুখীন।

সিডও নীতিমালা পুরোপুরি বাস্তবায়ন না করা, ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে সংবিধানে গুরুত্ব প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বমূলক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, জৈবিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী তাঁর অধিকার চর্চা করতে অপারগ হলে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের পক্ষে কাজ করতে দেখা যায়। ফলে এমনকি নারী তাঁর নিজের শরীরের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা রক্ষা করতে অপারগ হন।

নারী তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আদর্শ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে লালন করতে অসমর্থ হন। এসবের কারণে দীর্ঘমেয়াদি ফল হিসেবে নারী মানসিক শক্তি হারিয়ে দূর্বল ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পতিত হন। আর নারীর এ অবস্থা যার জন্য তিনি নিজে দায়ী নন বরং দায়ী তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তা এড়িয়ে গিয়ে নানাভাবে নারীর অদক্ষতাকে তাঁর ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

এটি একটি দুষ্টচক্রের মতো- যে চক্রে বাংলাদেশের নারীরা আবদ্ধ হয়ে আছে। এ প্রেক্ষিতে দেখা প্রয়োজন, স্থানীয় পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি সত্যিকার অর্থে নারীকে বন্দিদশা মুক্ত করতে চায়? আরো দেখা প্রয়োজন অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ে নারী নিজের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারছে কি না?

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী রাষ্ট্র মডেলের অসুবিধা এই যে, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত আধুনিকায়নের জন্য রাষ্ট্র শ্রেণী, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্য বৃদ্ধি করে জনগণের দাবি মেটাতে অপারগ হচ্ছে।

"'৯০-এর দশক থেকে সামাজিক উন্নয়নের কৌশল হিসেবে 'সুশাসন' ধারণাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। Human Development in South Asia, 1999. The Crisis of Governance. শীর্ষক প্রতিবেদনে সুশাসনকে মানবিক শাসন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে"।[২] মারটিন মিনোগ সুশাসনকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে– সরকারকে আরও বেশী গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামুলক করার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সক্রিয় করার ব্যাপারে সুশাসন বৃহৎ অর্থে কতিপয় নির্দিষ্ট উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল"।[৩]

বিশ্ব ব্যাংক শাসনকে চিহ্নিত করেছে, "কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্পর্কিত ক্ষমতা চর্চা হিসেবে"।[৪] অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং সামাজিক কর্তৃত্বের চর্চা ও প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণাকে সুশাসন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। সাধারণ অর্থে তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পাদনে যথাযথ পরিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের কর্তৃত্ব ও এর সুফল ভোগ করার পাশাপাশি শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ করে থাকে। প্রশাসনের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা ইত্যাদির পাশাপাশি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, সকলের জন্য সুবিচার ও নারী পুরুষের সম অংশগ্রহণ সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত"।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের প্রয়োজন স্বীকার করে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে তৈরী হচ্ছে নতুন 'প্যারাডাইস', কিন্তু মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন না করায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন 'প্যারাডক্স'। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের দাবি যত বেশি উচ্চারিত হচ্ছে সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা তত বেশি সমাদৃত হচ্ছে। সুশাসন রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকাকে কেবল আইন, শাসন ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সুশাসন ব্যবস্থায় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে নারী-পুরুষ বৈষম্য দুরীকরণে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশে সুশাসনের ধারণা অনুসৃত নারী অংশগ্রহণমূলক নানা পদক্ষেপের মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অন্যতম। কিন্তু পুরুষাধিপত্য দ্বারা সৃষ্ট নারীর অধস্তন অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে প্রচলিত লিঙ্গীয় সম্পর্কের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতি মূলত আন্তর্জাতিক প্রভাবে নেয়া হলেও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগণের ক্রমবর্ধমান দাবি দাওয়ার মুখে 'নারী উন্নয়ন', নারীর 'ক্ষমতায়ন', নারীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের 'পপুলিস্ট' অভিপ্রায়কেই পরিস্কার করে।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের নারী সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার পরও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক কাঠামোর অংশগ্রহণের সুযোগ পায়নি। অবদমিত নারী সমাজ বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও সমিতি গঠন, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন, ভোটাধিকার সংগ্রাম, পাকিস্তান শাসনামলে গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের সংযুক্ত করেছে।

নারী আন্দোলনের সূচনালগ্নে সীমাহীন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অধ্যাপক রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে একদল পুরুষ কর্তৃক ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "ভাগলপুর মহিলা সমিতি"। সামাজিক নিগড় থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এটিই ছিল বাংলার নারীদের প্রথম সমিতি। সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্ট রাধারানী লাহিড়ী, কামিনী সেন, কৈলাস কামিনী দত্ত প্রমুখ নারী "বঙ্গীয় মহিলা সমাজ' বা 'বেঙ্গল লেডিস এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠন ইউরোপ আমেরিকার খবর পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে নারীদের দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটাতে যথেষ্ট অবদান রাখে।[৬]

সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরী হয়। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ১৮৮৯ সালে ৬ জন নারী যোগ দেয়। প্রথমদিকে কংগ্রেসের আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং এই পর্যায়ে যাঁরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছিল তাঁদের অধিকাংশই এসেছিল স্বামী কিংবা পিতার সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে। সংগঠিত হয়ে নারীদের বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনসহ বিভিন্ন নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী সমাজ নারীর ভোটাধিকারের সপক্ষে আইন সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে। ১৯২৩ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, বেগম সুলতানা মুয়াজেদো এবং কবি কামিনী রায়ের নেতৃত্বে একটি নারী প্রতিনিধি দল নারী ভোটাধিকারের প্রশ্নে লর্ড লিটনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ভোটাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক সমর্থন যোগায় পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামসহ অন্যান্য জেলার ছোট-বড় মহিলা সংগঠনগুলো। ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে নারীদের ভোটার তালিকাভূক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার বিল-এর মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৩৫ সালে সারা ভারতের নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন পাস হয় এবং রাজ্য পরিষদে ১৫০ আসনে ৬ জন এবং কেন্দ্রীয় সংসদে নারীর জন্য ৯টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।[৮] ভোটাধিকার লাভের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে নারীর সফল উত্থান ঘটে।

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলে নারী প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্মেলনে যুগ্ম সম্পাদক পদে নারী নির্বাচনের প্রস্তাব বাতিল হবার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের স্ত্রী রানা লিয়াকতের নেতৃত্বে সকল সদস্যা হল থেকে বেরিয়ে যান এবং পরবর্তী সময়ে রানা লিয়াকতের নেতৃত্বে গড়ে উঠা 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি' সরকার, পার্লামেন্ট, কর্মস্থল, শিক্ষা সবক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকারের দাবি তুলে। এই সংগঠন নারী বিষয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি ও চাপ সৃষ্টির জন্য নারীদের সংগঠিত করতে থাকে। নারী ইস্যু ছাড়া জাতীয় ইস্যুতেও পাকিস্তানের নারীদের অগ্রণী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র-জনতার উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ২৮ ফেব্রুয়ারী পল্টন ময়দানে নারী সমাবেশ হয়েছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত নারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে নারী সমাজ অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সংগঠিত আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ সালে স্থানীয় সরকার পরিষদে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয় এবং ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণীত হয় যা নারী সমাজের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্দোলনকে জোরদার করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমঅধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করে (১০নং, ২৮নং, ২৯নং অনুচ্ছেদ) মুক্তিযুদ্ধে নারীদের মহৎ ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে নারীর ক্ষমতায়ন ও শাসন কাঠামোয় নারীকে সম্পৃক্ত করতে নারী সংগঠনগুলো দাবি তুলে ধরে এবং নারীদের সচেতনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে শাসন কাঠামোয় নারীদের সম্পৃক্তকরণে সরকারকে প্রভাবিত করে। এর পাশাপাশি বিদেশী দাতা সংস্থা সমূহের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারীবর্ষ, ১৯৭৬-৮৫ দশককে নারী দশক ঘোষণা এবং বিদেশী সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে এরই ফলাফল হিসেবে ১৯৭৮ সালে নারী বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।[১০] ১৯৭৯ সালে ২য় জাতীয় সংসদে নারী আসন সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদে ২টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩টি করা হয়। ১৯৭৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নিজস্ব ইচ্ছা বা যোগ্যতার পরিবর্তে চেয়ারম্যান ও পরিবারে পুরুষ কর্তাদের মাধ্যমে পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেতেন, যার ফলে পরিষদে তাঁদের কর্মকাণ্ডে নিজস্ব ইচ্ছার পরিবর্তে যাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করায় সুযোগ পেতেন, তাঁদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটতো। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীদের কার্যকর ভূমিকার প্রশ্নে নারী সংগঠন ও এনজিও সমূহের সক্রিয় ভূমিকার প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং উক্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে ৩ জন নারী সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় সারা দেশে ১২,৮২৮ জন নারী সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তাই আমি সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সঠিক অবস্থা জানার জন্য "বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ"- এই বিষয়টিকে গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছি।

আমার গবেষণা এলাকা নরসিংদী জেলার পলাশ থানার জিনারদী ইউনিয়ন। জিনারদী ইউনিয়নের নারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন এবং তার আলোকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করাই আমার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। এর প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে অধস্তনতা ও নির্যাতন যা স্তরবিন্যস্ত কাঠামোজনিত কারণেই শক্তিশালী হয়েছে। আর আমাদের পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে এভাবে। বলা যায় নারীরা তিনভাবে শোষিত–

১। নারী হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত
২। গৃহবধূ হিসেবে পরিবারে শোষিত এবং
৩। বেতনভূক্ত মজুর হিসেবেও শোষিত।

আর এ শোষণের একটি উপাদান হচ্ছে পিতৃতন্ত্র এবং অন্য উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্র কাঠামো।

প্রায় তিন দশকের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারীদের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বরং সমাজ সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রের ব্যবধান এক ধরণের শ্রমবিভাজনকেই বুঝায় যা নারীর কাজের ক্ষেত্রে পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। এমনকি, পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যেয়ে উপার্জনক্ষম কোন কাজ করলেও বিক্রয়জাত করার সময় নারী অদৃশ্য বিধায় সামাজিকভাবে তাদের মূল্যায়ন করা হয় না। শ্রমের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের নিয়ন্ত্রণও চলে যায় পুরুষের হাতে।

এই যখন বাংলাদেশের নারীদের অবস্থা তখন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে সেটি উদঘাটন করাই হচ্ছে আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া আরও যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো,–

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণের বর্তমান চালচিত্র অনুসন্ধান।

২। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ।

৩। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে করণীয়।

৪। উপরোক্ত বিষয় সমূহের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৩ গবেষণা এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

গবেষণা এলাকা হিসেবে নরসিংদী জেলার পলাশ থানার জিনারদী ইউনিয়নকে বেছে নেয়া হয়েছে। পলাশ থানা থেকে গবেষণা এলাকাটি ৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। তবে স্কুল, হাসপাতাল, বাজার ইত্যাদি গবেষণা এলাকার ২ কি.মি. এর মধ্যে হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। এ এলাকায় জনগণ কম-বেশী শিক্ষিত সচেতন। গবেষণা এলাকাটিতে একদিকে যেমন কৃষক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদি পেশার লোক বাস করে তেমনি ব্যবসা, চাকরী, শিক্ষকতা, স্ব-নিয়োজিত (Self Employed) ইত্যাদি পেশার লোকও বাস করে।

গবেষণা এলাকাটিতে বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার সকল বৈশিষ্ট্যই রয়েছে- যা থেকে এলাকাটিকে গ্রাম বাংলার একটি সাধারণ প্রতীক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তাছাড়া ঐ এলাকায় জন্মগ্রহণ করায় এবং গবেষণার সময় ও অর্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধার্থে গবেষণার জন্য জিনারদী ইউনিয়নকে বেছে নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

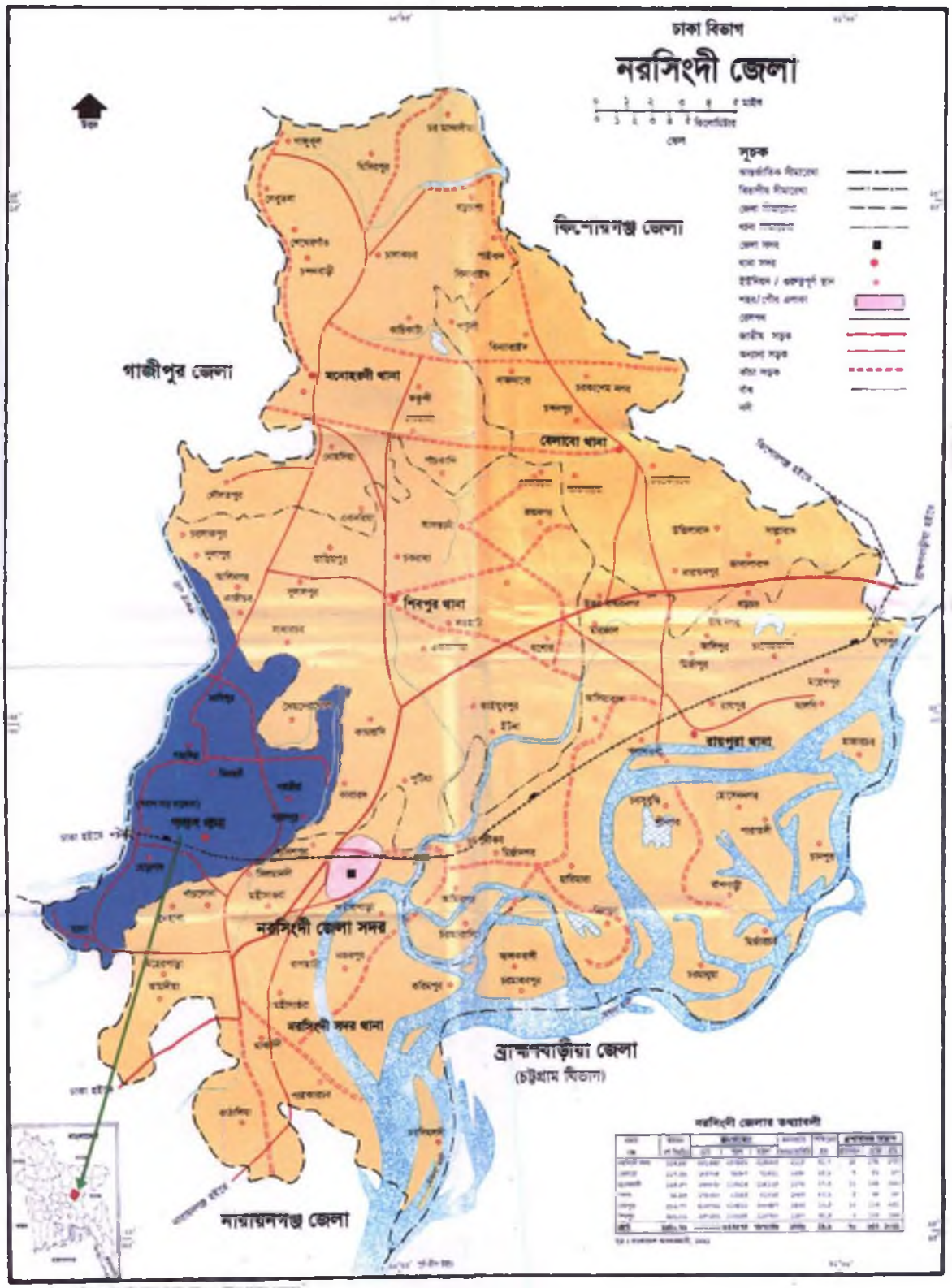

মানচিত্র-১.১

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণা এলাকার সাধারণ পরিচিতি

গবেষণার সুবিধার্থে আমি আমার নিজ ইউনিয়ন জিনারদী ইউনিয়নকে বেছে নিয়েছি। নরসিংদী জেলার অন্তর্গত পলাশ উপজেলায় জিনারদী ইউনিয়ন অবস্থিত। জিনারদী ইউনিয়নের উত্তরে চরসিন্দুর, দক্ষিণে পাঁচদোনা, পূর্বে গজারিয়া ও চিনিশপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে ঘোড়াশাল ও পলাশ উপজেলা সদর।

ইউনিয়নের বিবরণ

ইউনিয়নের আয়তন	ঃ	$৮\frac{৩}{৪}$ বর্গ মাইল বা ৫,২৫০ একর।
মৌজার সংখ্যা	ঃ	২১টি।
গ্রামের সংখ্যা	ঃ	৩৭টি।
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	১০টি।
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঃ	৫টি।
হাফিজিয়া মাদ্রাসা	ঃ	৩টি।
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	ঃ	১টি।
উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্প	ঃ	১টি।
রেল ষ্টেশন	ঃ	১টি।
বাজারের সংখ্যা	ঃ	২টি।
তহশীল অফিস	ঃ	১টি।
ব্যাংক	ঃ	১টি।
মসজিদ	ঃ	৩৯টি।
মন্দির	ঃ	৪টি।
পাকা রাস্তা	ঃ	১৬ কিলোমিটার।
কাচা রাস্তা	ঃ	৮৮ কিলোমিটার।
২০০১ সালের আদমশুমারী		
অনুসারে মোট জনসংখ্যা	ঃ	২৩,৮৯০ জন।
পুরুষ	ঃ	১২,২০১ জন।
মহিলা	ঃ	১১,৬৮৯ জন।

Dhaka University Institutional Repository

মোট ভোটার সংখ্যা	ঃ	১৪,২০৪ জন (১০ জুলাই' ২০০০)।
পুরুষ ভোটার	ঃ	৭,০১১ জন।
মহিলা ভোটার	ঃ	৭,১৯৩ জন।
শিক্ষার হার	ঃ	পুরুষ- ৫৯.০%
		মহিলা- ৪৫.৬%
কৃষিজীবীর সংখ্যা	ঃ	১০,৫০৫ জন।
কারখানার শ্রমিক সংখ্যা	ঃ	৭৩,০০০ জন।
তাঁত কাজে নিয়োজিত লোকসংখ্যা	ঃ	১১,২২৮ জন।
জেলে	ঃ	২৫০ জন।
কামার	ঃ	১৬৮ জন।
হস্তশিল্পী	ঃ	৩৭৭ জন।
দিনমজুর	ঃ	৩,০০০ জন।
ব্যবসায়ীর সংখ্যা	ঃ	১,১৭২ জন।

উৎস ঃ ইউনিয়ন পরিষদ (জিনারদী ইউনিয়ন অফিস)।

Dhaka University Institutional Repository

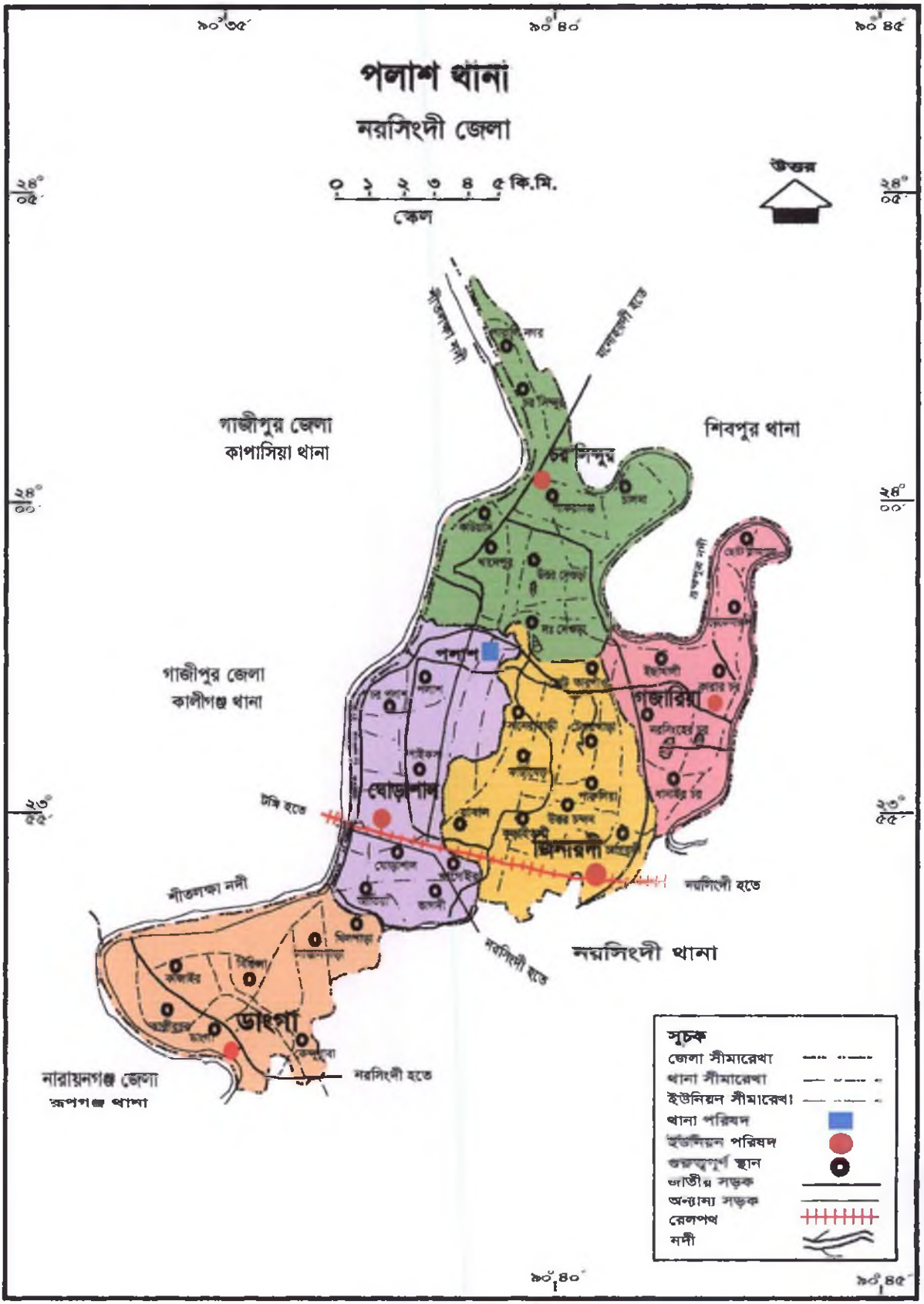

মানচিত্র-১.২

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকার মানচিত্র

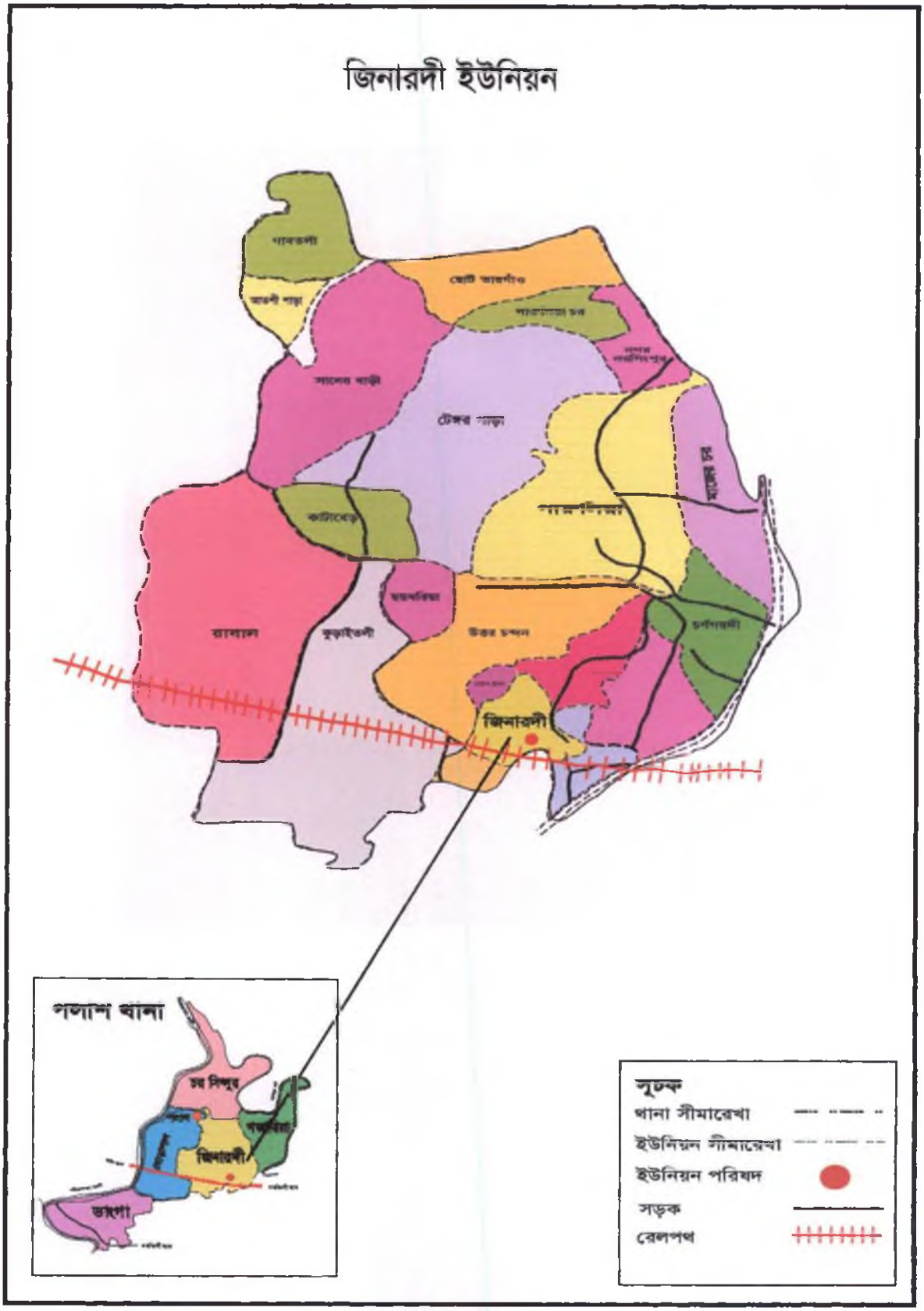

মানচিত্র-১.৩

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক তথ্য নির্ভর হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রধানতঃ সার্ভে পদ্ধতি (Survey Method) ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা এলাকা ছিল নরসিংদী জেলার পলাশ থানার জিনারদী ইউনিয়ন। গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার জন্য জিনারদী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইউনিয়নের পরিবারগুলোর একটি তালিকা নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন অর্থাৎ তাদের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। আর এজন্য একটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে পৃথকভাবে নারী ও পুরুষদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৬ প্রাথমিক জরিপ

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক জরিপের মাধ্যমে লিপিবদ্ধকৃত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাথমিকভাবে ৫০ জন গ্রামীণ পুরুষ এবং ৫০ জন গ্রামীণ মহিলাদের সাথে আলাচনা করা হয়। প্রাথমিক জরিপকৃত এসব বিষয় পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে পুনঃপুন পরীক্ষণ ও যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়। (দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট)

১.৭ নমুনায়ন

গবেষণা কর্মটিতে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরির পর এলাকাটির মোট ঘর জরিপ করি। গবেষণা এলাকাটিতে মৌজার সংখ্যা ২টি এবং ঘরের সংখ্যা ৫,৫০৪টি। পরিবার বা ঘরের তালিকা হতে সরল দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে লটারীর মাধ্যমে ৫০টি ঘর নির্বাচন করি। এক্ষেত্রে প্রতিটি ঘর থেকে মহিলা ও পুরুষ লোকদের আলাদাভাবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে মোট ১০০ জন নারী ও পুরুষের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মে দু'ধরণের পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

যেমন--

(ক) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এক্ষেত্রে প্রশ্নমালার ভিত্তিতে গবেষণা এলাকার ৫০ জন মহিলা এবং ৫০ জন পুরুষের নিকট থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

গবেষণা কর্মের কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ব্যবহৃত, যেমন- বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ, জার্নাল, বাৎসরিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, সমাজ নিরীক্ষণ, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এলজিইডি ও খান ফাউন্ডেশন যৌথ আয়োজনে প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকাশিত অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৯ সম-সাময়িক সাহিত্য পর্যালোচনা

আমি আমার গবেষণা বাস্তবধর্মী করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শুধুমাত্র নারী অংশগ্রহণ নিয়েই আলোচনা করবো। এখানে বলা প্রয়োজন যে, জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতি বিষয়ে কোন গবেষণা হয়নি বললেই চলে।

কয়েকজন গবেষক ও লেখকের লেখা প্রবন্ধ ও বই আমি পড়েছি। এগুলোর অধিকাংশই স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বই ও প্রবন্ধ। এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদে নারী

পরিবর্তনশীল ধারা গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মোজাম্মেল হক ও কে, এম, মহিউদ্দিন। তাঁদের বই প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে ঢাকা থেকে।

এই বইয়ের লেখকদ্বয় তাদের গবেষণা এলাকা নেত্রকোনা ও সন্দ্বীপের মোট ১২টি ইউনিয়নের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণায় নারী সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারী অংশগ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ভূমিকা, নারী সদস্যদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১। **এম মোফাজ্জল হক তাঁর স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য** ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য দ্বারা বাংলাদেশের নারী সমাজের ক্ষমতায়নের আলোকপাত করতে যেয়ে নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাব্যতা এবং প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠার জন্য কিছু সুপারিশ করেছেন।

২। **সৈয়দা রওশন কাদির তাঁর** "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলী" নিবন্ধে সংবিধানে নারীর অধিকার, ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামো ও গঠন প্রকৃতি, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী, মহিলা সদস্যদের রাজনীতি যা নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৩। **আবেদা সুলতানা তাঁর** "ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান"[১১] নামীয় প্রতিবেদনে ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য চিত্র উপস্থাপক নারী উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের সচেতন নারী ক্ষমতা ও কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ততার মাত্রা নিরূপণ বাংলাদেশের নারী সমাজ ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিরূপ ভূমিকা রাখছে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তথা উন্নয়নের জন্য এটা কতটা জরুরী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। (The Journal of Local Government, July-December, 1998; The Journal of Local Government, Jan-June, 1999)

৪। আবেদা সুলতানা তাঁর "ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন ঃ একটি পর্যালোচনা"[১২] নামীয় প্রতিবেদনে ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণের বর্তমান অবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১.১০ তথ্য সংগ্রহে সীমাবদ্ধতা

এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১। বেশীরভাগ উত্তরদাতাই যেহেতু অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত তাই প্রশ্নগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝাতে হয়েছে।

২। অনেক প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বিভিন্ন অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে। এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। এ ধরনের গবেষণা সম্পর্কিত বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি সীমিত হওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সমূহ পেতে বিভিন্ন জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, সেমিনারের কপি সংগ্রহ করতে হয়েছে।

১.১১ উপসংহার

রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রকৃত গুণগত মান অর্জন করবে।

সুতরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্ত করণের মূল হাতিয়ার হল ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুতরাং এ সকল আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival women with dighty and to project and promote basic human rights of women (UP:2000 June:69)

স্থানীয় রাজনীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে জেন্ডার উপাদান সম্বলিত কার্যকরী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। সুতরাং জেন্ডার উপাদান সম্বলিত কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম অংশদারিত্বের মাধ্যমেই নারীর স্বার্থ ও সমস্যা, জাতীয় স্বার্থ ও সমস্যার অখণ্ড অংশ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলিত হবে ও নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গৃহীত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সরকার ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। আমার গবেষণায় আলোচ্য বিষয় হবে নির্বাচিত নারী সদস্যরা নারীদের জন্য কতটুকু কাজ করতে পেরেছে এবং এর মাধ্যমে কতটুকু নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে তা উদঘাটন করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh (As modified upto 10th October, 1991).

২। Human Developement in South Asia 1999 The Crisis of Governance, University Press Ltd. Dhaka, 1999.

৩। Syedur Rahman. "Governance and Local Government System" in Hasnat Abdul Hye (ed), Governance South Asian Perspectives, University Press Ltd. Dhaka, 2000, P.233

৪। Human Developement in South Asia 1999 The Crisis of Governance, University Press Ltd. Dhaka, 1999.

৫। Ibid.

৬। Barbara Southard, The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal 1921-1936, University Press Ltd. Dhaka, 1996, P.61

৭। Ibid.

৮। অদিতি ফাল্গুনী, বাংলায় নারী সংগ্রাম ঃ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃঃ নং ৪৩।

৯। আনু মুহাম্মদ, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃঃ নং ৭৬।

১০। আনু মুহাম্মদ, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা ১৯৯৭, পৃঃ নং ৮০।

১১। ক্ষমতায়ন ২০০০, সংখ্যা- ৩, ১২, ১৬

১২। The Journal of Local Government (July-December, 1998 P. 5-79)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের সার্বিক অবস্থা

২.১ নারীর সংজ্ঞা

২.২ নারীর ক্ষমতাহীনতায় কারণ

২.৩ ক্ষমতায়ন

২.৪ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গভর্ণেন্স কাঠামোতে নারী উপস্থিতির হার

২.৫ সরকারী কর্মযজ্ঞে নারী

২.৬ জাতীয় সংসদে নারী

২.৭ মন্ত্রীসভায় নারী

২.৮ সংসদীয় কমিটিতে নারী

২.৯ রাজনৈতিক দলে নারী

২.১০ নির্বাচনে নারী প্রার্থী

২.১১ আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী

২.১২ সিভিল সার্ভিসে নারী

২.১৩ গভর্ণেন্স এর স্থানীয় পর্যায়ে নারী

২.১৪ উপসংহার

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের সার্বিক অবস্থা

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতাহীনতার কারণ জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে নারী কাকে বলে?

২.১ নারীর সংজ্ঞা

'নারী' বলতে মানব জাতির মধ্যে বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রাপ্ত ১৮ বছর ও তদূর্ধ্বের যে সকল স্ত্রীবাচক সদস্য স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোটদান ও নির্বাচিত হতে পারেন তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং তারা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে।[১]

২.২ নারীর ক্ষমতাহীনতার কারণ

"মানব জাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বল প্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা"- (নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন এর উদ্ধৃতি)

সম্ভবতঃ মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয় বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হল নারীর উপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরী করে তার মাঝেই রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বল প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়,–

"সততঃ আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদাই পুরুষ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি-বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে"– (পলাঁ দ্যা লা বার)[২], নারী ঃ ধরিত্রীর আদলে, সুলতানা মোস্তফা খানম, লোকপত্র, সংখ্যা– ৯ম, পৃষ্ঠা– ১২-১৮, ২০০০ হতে উদ্ধৃত।

'পুরুষতন্ত্র' এবং লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের' ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের' ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক শ্রম-বিভাজন' বা উল্টোভাবে এই 'লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণাই' হয়তোবা সৃষ্টি করেছে 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের' আওতাধীন 'বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা'। যেভাবেই দেখা হোক এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হল নারীর ক্ষমতাচ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেন,–

"মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়।"

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপটি হল নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিস্কৃত করে তাকে গৃহস্থালী কাজে আবদ্ধ করে ফেলা, ফলে এঙ্গেলস "ঘরোয়া ঝি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই "ঘরোয়া ঝি" রা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালাগুলো ছিল বৈষম্যমূলক, নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ, যে দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসেবে পালিত হয়। ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সম অধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নেমে

Dhaka University Institutional Repository

আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ই জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও এর পিছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা 'নারীবাদ' তার উদ্ভব ঘটে মূলতঃ ১৯৭২ সনে ম্যারি ওলষ্টেন ক্র্যাফটের রচিত গ্রন্থ "ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এমিলির আত্মাহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগষ্ট মার্কিন কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল পাস হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণেও সক্ষম হতে থাকে।[৩]

চিরায়ত গণ্ডির বাইরে যখন নারীর পদচারণা শুরু হল তখনই উদ্ভব ঘটল "উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ"– এর প্রত্যয়টি, যা 'Women in Development' বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে "উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে, ৫টি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন ঃ

১। **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach) ঃ** ১৯৫০-৬০ এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভাল "স্ত্রী" বা ভাল "মা" রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে মা উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২। **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach) ঃ** ১৯৭৫-৮৫ সময়কাল অর্থাৎ জাতিসংঘ নারী দশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সম অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এবং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সনের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়নের সনদ 'সিডও' (CEDAW)। CEDAW শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে "Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women" অর্থাৎ "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ"। ইতিমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩। **দক্ষতা বৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach) ঃ** ১৯৮০-৯০ এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলতঃ নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকুরী, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪। **দারিদ্র বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach) ঃ** এটিও '৮০-এর দশক হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫। **ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach) ঃ** নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে উঠে। এই অ্যাপ্রোচের সারকথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন, যাকে এক কথায় বলা চলে ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)–এ।[৪]

এবার দেখা যাক ক্ষমতায়ন বলতে আমরা কি বুঝি?

২.৩ ক্ষমতায়ন

ক্ষমতা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। তা বস্তুগতই হোক বা অবস্তুগত হোক। এছাড়া মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকেও ক্ষমতা বলে। ক্ষমতায়ন শব্দটি ক্ষমতার সাথে, বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। সেজন্য ক্ষমতায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যেখানে সমাজের ক্ষমতাহীনেরা বা কম ক্ষমতাবানরা বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং বৈষম্য ও অধঃস্তনতার মতাদর্শ যা এই অসম বণ্টনকে গ্রহণীয় করে তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, (Mondol, 1990) এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে– সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্ম শাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা (Khanum, 1999, 6-15)। এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা অর্জনের ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগণিত হয় (Khanum, 2000, 87-90)

Dhaka University Institutional Repository

Chen (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রাকে চিহ্নিত করে যেমন– সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

১। **সম্পদ ঃ** সম্পদ বলতে বুঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ, তা অর্জনের সুযোগ বা তার মালিকানা। এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কারণ তা সম্পদ সৃষ্টির বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

২। **শক্তি ঃ** শক্তি বলতে এ ক্ষেত্রে বুঝায় নিজের পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৩। **সম্পর্ক ঃ** ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার বা প্রতিবেশীর সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪। **আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন ঃ** এই উপলব্ধি দুটো প্রেক্ষাপটে হতে দেখা যেতে পারে–

(ক) নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি

(খ) নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।[৫]

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সমাজের প্রতিটি স্তরে এমন একটি সুস্থ পরিবেশকে বুঝায় যেখানে থাকবে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা এবং তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পাবে ব্যক্তিগত, মানবিক জ্ঞান ও সম্পদের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের সাথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় জড়িয়ে আছে। এই উপাদানগুলো নারীর কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা ধারণ করে রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষেত্র সমূহ নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কেননা, নারীর প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা নারী তার জীবন ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণ করে থাকে।[৬]

এই শতাব্দীর শুরু থেকে সমাজে নারীর যথার্থ অবস্থান সম্পর্কে ব্যক্তি ভিত্তিক চিন্তা ভাবনার সূচনা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকারের কথা স্বীকৃত হতে থাকে।

১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯২৮ সালে ব্রিটেনে, ১৯৪৭ সালে ফ্রান্সে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। পরে তা বিস্তৃত হয় বিশ্বের অন্যান্য স্থানে।

বর্তমানে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো, যদিও ইসলাম ধর্মেই নর-নারীর সাম্যের কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা শুরু হয়। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নারীদের ভোটাধিকার এখনও স্বীকৃত হয়নি। যদিও কুয়েত ও বাহরাইনে মুসলিম নারীরা এ দাবীতে আন্দোলনরত।

যে গ্রীক নগর রাষ্ট্র গণতন্ত্রের বীজ বপন করেছিল এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চর্চা হয়েছিল প্রায় পাঁচশ' বছর পূর্বেই, সেখানেও নারীর অধিকার সম্পর্কে কোন গ্রীক পণ্ডিতের মুখে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ মধ্যযুগও এ সম্পর্কে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। নারীর অধিকার সম্পর্কে মধ্যযুগে একমাত্র ইসলামই ছিল উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত সনদের (১৯৭৯) দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সরকার রাজনৈতিক ও জনজীবনে বৈষম্য, দূর করার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে যেমন–

১। নারীদের সকল প্রকার নির্বাচন, ভোট প্রদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে।
২। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সকল স্তরের সরকারী অফিসে কাজ করার সুযোগ থাকবে।
৩। দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অধিকার নিশ্চিত করবে।[৭]

সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই না। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের গুণগত বা পরিমাণগত কোন ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমঅংশগ্রহণ, সমঅধিকার, সমদায়িত্ব ও সমান সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বের সকল নারীর কাছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।[৮]

তার জন্য প্রয়োজন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন। সংবিধানে নারীর অধিকারের কথা স্বীকৃত হলেও তা পালন হচ্ছে না সঠিকভাবে, এর জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের বিস্ময়কর উত্থান ঘটলেও গভর্ণেন্স বা শাসন প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরে নারীদের অতি নগণ্য উপস্থিতি রাষ্ট্র প্রধানের মতো শীর্ষ পদে নারীদের আসীন হবার গৌরবকে তা ম্লান করে দেয়।

এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী নিরক্ষর এবং রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। জাতীয় হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থার কাছে তারা মূলত অদৃশ্য। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বঞ্চনার শিকার।

ড. নাজমুন্নেসা মাহতাব তার "Women in Politics" (Bangladesh Perspective) রচনায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "The vast majority of South Asian women are illiterate, in poor health, invisible in the system of national accounts and suffer, legal, political, economic and social discrimination in all walks of life, women in South Asia also have the lowest rates of politization in their governance structures."[৯]

নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্বেও গভর্ণেন্স শাসন প্রক্রিয়ার সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীরা প্রায় অদৃশ্য। নারীরা এই অঞ্চলের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বে অবস্থান করলেও তাদের সেই শক্তিশালী অবস্থান অধিকাংশ নারীর জীবনে কোন সুফল বয়ে আনেনি। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই তাদের নারী সদস্যদের সম্বন্ধে কোনো তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করে না। নির্বাচনে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রেও নারীদের উপেক্ষা করা হয়।

অবশ্য সাম্প্রতিককালে ভারত ও বাংলাদেশে অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর চাইতে স্থানীয় সরকারে বিপুল সংখ্যক নারীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি নজর কাড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গভর্ণেন্স কাঠামোতে নারী উপস্থিতির হার

- সংসদীয় আসনের মাত্র ৭ শতাংশ আসন নারীদের দখলে।
- মন্ত্রীসভায় নারীদের অংশগ্রহণের হার মাত্র ৭ শতাংশ।
- বিচার বিভাগের পদগুলির মাত্র ৬ শতাংশ পদে নারীরা আসীন।
- সরকারী চাকরীর মাত্র ৯ শতাংশ হচ্ছে নারী।
- স্থানীয় সরকারের মাত্র ২০ শতাংশ সদস্য নারী।[১০]

সারণী ২.১ ঃ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যার শতকরা হার

দলীয় সরকার	সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার
আওয়ামীলীগ সরকার	১৯৭২-৭৫	৫০	২	৪%
বি,এন,পি সরকার	১৯৭৬-৮২	১০১	৬	৫.৯৪%
জাতীয় পার্টির সরকার	১৯৮২-৯০	১৩৩	৪	৩%
বি,এন,পি সরকার	১৯৯১-৯৬	৩৯	৩	৭.৬৯%
আওয়ামীলীগ সরকার	১৯৯৬-০১	৩৮	৪	১০.৫২%
বি,এন,পি সরকার	২০০১-০৬	৬০	৩	৫%

উৎস ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য পত্রিকার মাধ্যমে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২.২ ঃ রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	৩৬	৫
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৪	৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৪	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই-শুরা	–	০
	মজলিশ-ই-আমলা	–	০

উৎস ঃ রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত (৩ জুন, ১৯৯৯)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ সরকারী কর্মযজ্ঞে নারী

রেখাচিত্র ২.১ ঃ সরকারী কর্মযজ্ঞে নারী : সিন্ধুতে বিন্দু

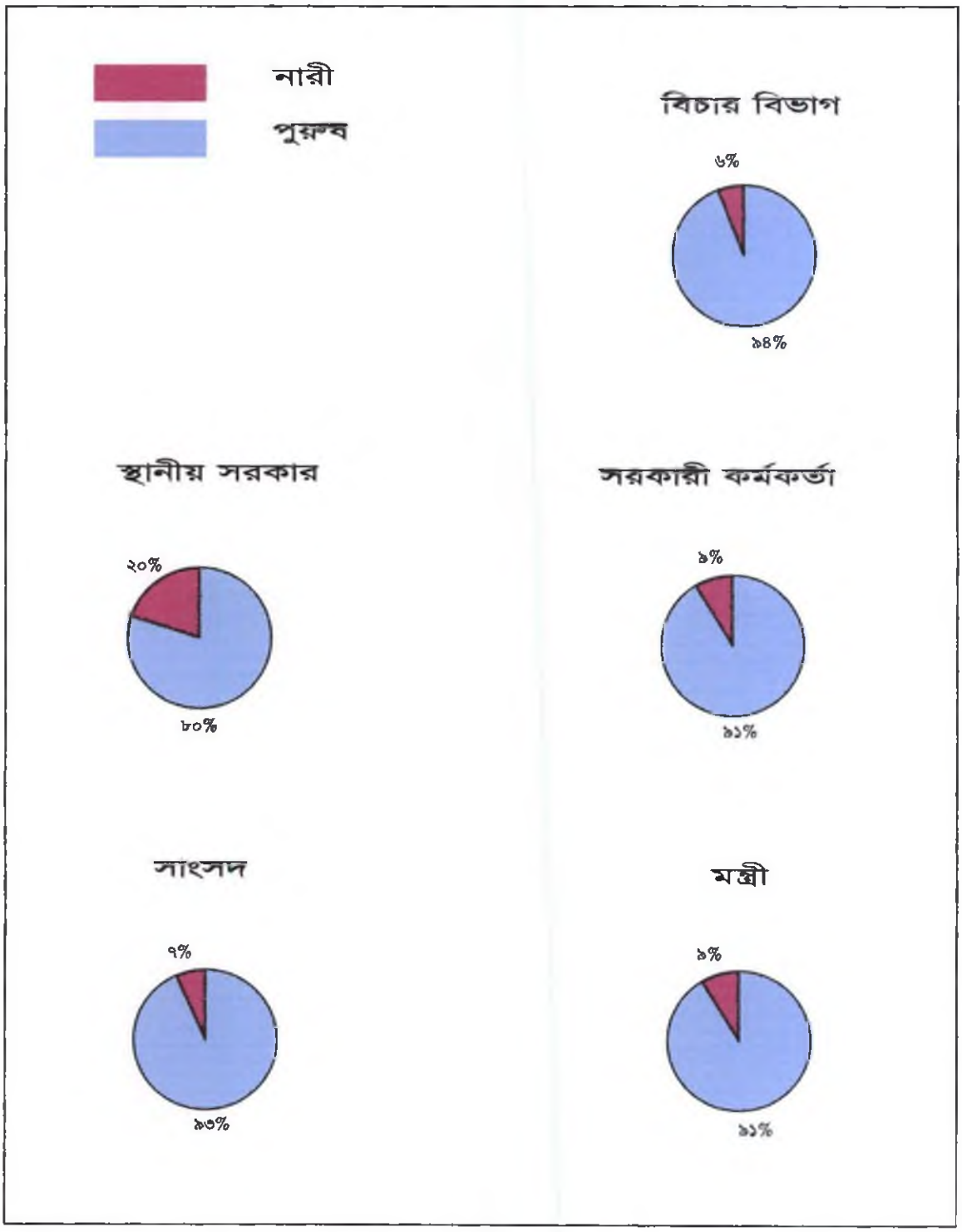

উৎস ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০১, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ জাতীয় সংসদে নারী

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের দৈন্যতা খুবই প্রকট। এ অঞ্চলের ৭টি দেশের মধ্যে ৪টিতে বর্তমানে কিংবা কোন না কোন সময়ে নারীরা রাষ্ট্র প্রধান রূপে নির্বাচিত হলেও এসব দেশে সংসদে নারীর অংশগ্রহণের হার এখনও অনেক নিম্ন মাত্রায়।

বাংলাদেশে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১০ ভাগ আসন বা ৩০টি সিট সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং নারী আসন সংরক্ষণের বিলটি সংসদে এখনো পাশ না হওয়ায় বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি (অন্ততপক্ষে ৬৪ করা) এবং সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিটি উত্থাপিত হয়েছে।

ভারতে কখনও সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। সাম্প্রতিককালে নারী আসন সংরক্ষণ বিলটি নিয়ে বেশ হৈ চৈ হলেও তা এখনো সংসদে পাশ হয়নি।

শ্রীলংকাতে গভর্ণেন্স এর প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীর প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন নির্দিষ্ট সাংগঠনিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি। সংবিধানে অবশ্য লিঙ্গীয় ভিত্তিতে কোন বৈষম্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংসদে বা স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়নি।

তবে ১৯৬০ সালে শ্রীমাভো বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় শ্রীলংকা বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর দেশ হবার গৌরব অর্জন করে। কিন্তু তবুও শ্রীলংকায় সংসদে নারীদের অনুপাত বিশ্বের গড় হারের বেশ নিচে মাত্র ৪.৯ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ২.৩ ঃ সংসদে নারী

দেশ/অঞ্চল	সাংসদ	উচ্চস্তর বা সিনেট	মোট
বাংলাদেশ	১২.৪%		১২.৪%
ভারত	৮.৮%	৮.৫%	৮.৭%
নেপাল	৫.৪%	১৫%	৭.৫%
মালদ্বীপ	৬.৩%		৬.৩%
ভুটান	২.০%		২.০%
পাকিস্তান	২.৮%	২.৩%	২.৬%
শ্রীলংকা	৪.৯%		৪.৯%

Source : Human Development in South Asian. The Gender Question Mahbubul Hoq, Human Development Centre, UPL.

পাকিস্তানে সংসদে নারীদের আসন সংখ্যা সংরক্ষণের বিধির আওতায় ১৯৭৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০ শতাংশ উন্নীত হলেও এর পর থেকে সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯৭ সনে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে ৬ জন নারী সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়। পরে ২ জন নারী সাংসদ সিনেট কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করে।

নেপালে কিন্তু নিম্নস্তরের সংসদের চাইতে উচ্চস্তরের সংসদে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী। নেপালের উচ্চস্তরের সংসদে ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হলেও অন্যত্র নারী আসন এখনও সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হয়নি।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির আইনসভায় নারীদের সীমিত প্রতিনিধিত্ব তাদের নগণ্য অংশগ্রহণকেই চিহ্নিত করে। নারী সংসদ সদস্যরা নির্দিষ্ট নারী ইস্যুর বদলে দলীয় আদর্শ দ্বারা চালিত হওয়ায় জাতীয় বা দলীয় ইস্যুই তখন নারী ইস্যুর চাইতে প্রাধান্য লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ মন্ত্রীসভায় নারী

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মন্ত্রীসভা গুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্বের হার এখন খুবই নগণ্য।

১৯৯৯ সালে নেপালের মন্ত্রীসভায় একজন মন্ত্রী নারী কেবল প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনকি তার কোন স্বাধীন দপ্তর নেই এবং তিনি পূর্ণ মন্ত্রী সভার সভায় অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করেননি।

ভারতে ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম নারীমন্ত্রী হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেও দুঃখজনকভাবে তার মন্ত্রীসভায় আর কোন নারীমন্ত্রী ছিল না।

বিগত ৫৩ বছরে পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় মাত্র ৬ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। এদের মধ্যে দু'জন ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পরে নারী উন্নয়ন ও যুব মন্ত্রণালয় এবং জনসংখ্যা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। আরেকজন নারী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য পাকিস্তানে একজন নারী শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল অবধি শ্রীলংকায় ২০ জনেরও অধিক সদস্যের মন্ত্রীসভায় একজন মাত্র নারী ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করেছেন।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে দু'জন নারীকে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এসব নারী মন্ত্রীদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃষি, খাদ্য কিংবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিম্ন পর্যায়ের দপ্তরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী হবার সুবাদে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই তাদের শাসনামলে প্রতিরক্ষা, তথ্য ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কিন্তু বিস্ময়কর হলো, এখনও পর্যন্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কোন নারীই পররাষ্ট্র বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হননি। নারী মন্ত্রীদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করার দরুণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা খুবই সামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এছাড়াও নারী সাংসদ বা নারী মন্ত্রীদের এমনকি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের নারীমন্ত্রীদের আরেকটি ট্র্যাজেডি হল তাদেরকে নারী সংক্রান্ত ইস্যুর বদলে জাতীয় ইস্যুতে নজর দিতে হয়।[১১]

২.৮ সংসদীয় কমিটিতে নারী

জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও কদাচিৎ এখানে নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ভারতের লোকসভায় ৩০-এর বেশী সংসদীয় কমিটির অধিকাংশ কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকলেও মাত্র একটি সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন নারীকে করা হয়েছে।

পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ের আগে জাতীয় অর্থনৈতিক বা অর্থনৈতিক সমন্বয় কমিটির মতো স্থায়ী পরিষদ ও কমিটিতে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন নারী সদস্য ছিল না।
বিংশ শতাব্দীর শেষেও নেপাল ও শ্রীলংকার সংসদীয় কমিটিগুলোতে নারী অনুপস্থিত। এসব কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে পালাক্রমে নারীদের যুক্ত করা হয়ে থাকে। তবে এখানেও বৈষম্য রয়েছে, বিশেষত সংরক্ষিত আসনে মনোনীত নারী সংসদদের প্রতি।

আর এই অবস্থায় এই নারী সদস্যরা নারী উন্নয়নকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারবে তা বলাই বাহুল্য।[১২]

২.৯ রাজনৈতিক দলে নারী

বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির নারী শাখা থাকলেও দলের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সামান্য। দেখা গেছে বিভিন্ন দলের এসব নারী শাখার কাজ হল ভোটের সময় নারী ভোটারদের ভোট সংগ্রহ করা। তাই তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, কিংবা ন্যূনতম মাত্রায় থাকলেও তা পার্টির দ্বারা প্রভাবিত।

ভারতে মূল রাজনৈতিক দলগুলির সকল নির্বাহী কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৯.১ শতাংশ। অতি সম্প্রতি কংগ্রেস তাদের উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেপালের মূল রাজনৈতিক দলগুলির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১৯৯৪-১৯৯৮ সালের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫.৬ শতাংশ থেকে ৭.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এসব নারীদের অধিকাংশকেই আবার দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের ২৩ শতাংশ ও নির্বাহী কমিটির ৯.২ শতাংশ হচ্ছে নারী। বিএনপির নির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা ১৪.৭ শতাংশ। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে কোন নারী নেই। কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামে রয়েছে একজন নারী।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

২.১০ নির্বাচনে নারী প্রার্থী

রেখাচিত্র ২.২ ঃ নির্বাচনে নারী প্রার্থী

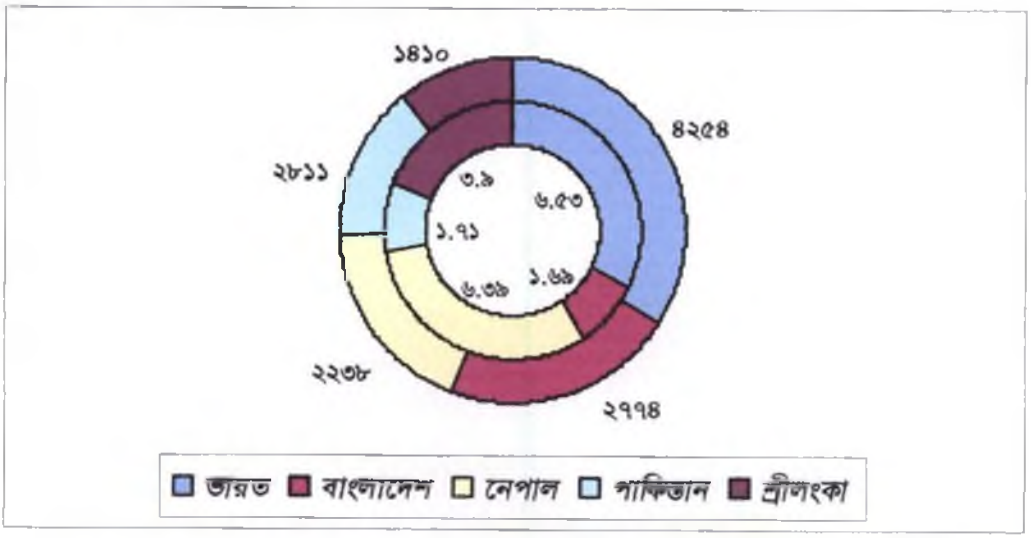

বাইরের চক্রটি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মোট প্রার্থী এবং ভেতরের চক্রটি মোট প্রার্থীর মধ্যে নারী অনুপাত দেখাচ্ছে।

উৎস ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিচার বিভাগে নারীদের সংখ্যা খুবই অল্প। বিস্তারিত তথ্য না পেলেও দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থায় নারীর উপস্থিতির হার ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশী নয়।

সারণী ২.৪ ঃ হাইকোর্টে নারী

দেশ	পুরুষ	নারী	নারী (পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত)
শ্রীলংকা	২৬	২	৭.৬৯%
ভারত	৪৮৮	১৫	৩.০৭%
বাংলাদেশ	৪৫	১	২.২২%
পাকিস্তান	৯৪	২	২.১৩%
নেপাল	১০১	২	১.৯৮%
মোট	৭৫৪	২২	২.৯২%

উৎস ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০১, পৃঃ নং ১৮

Dhaka University Institutional Repository

স্তম্ভলেখচিত্র ২.১ ঃ নিম্ন আদালতে নারী

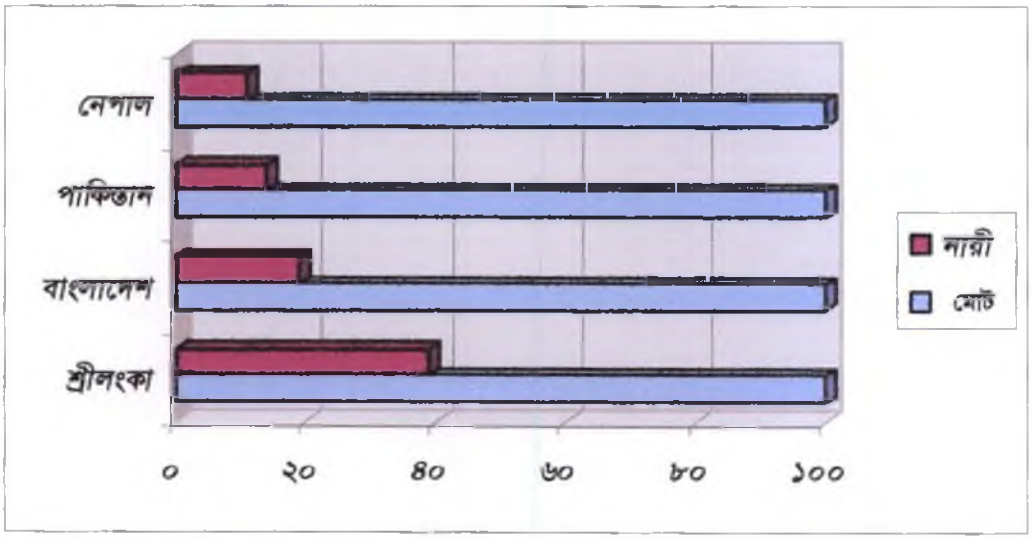

উৎস ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০১, পৃঃ নং ১৯।

২.১২ সিভিল সার্ভিসে নারী

সাধারণত সরকারী কর্মকর্তা পদে বা সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একই ধরনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতির বেলায় বৈষম্য বিদ্যমান।

ভারতে প্রথমদিকে সরকারী চাকুরিতে বিবাহিত নারী নিয়োগে বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল, বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরিতে। ফলে খুব কম মেয়েই সরকারী চাকুরিতে যেত। পরবর্তীকালে এই বাধা দূর হলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নারীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ভারতের মোট সরকারী কর্মকর্তার ৮.৪ শতাংশ হচ্ছে নারী।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে জেন্ডার বৈষম্য খুব প্রকট। ১৯৯৩ সালে যেখানে ৮০০ জন পুরুষ যুগ্ম সচিব, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে মাত্র ১৯ জন নারী যুগ্ম সচিব হবার গৌরব

Dhaka University Institutional Repository

অর্জন করেছে। অবশ্য বর্তমানে একজন নারী মন্ত্রী পরিষদ সচিব এবং আর একজন নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত।

নেপালে শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার জন্য অধিকাংশ নারীরা সরকারী কর্মকর্তা পদের চাকুরিতে যাবার পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবুও নেপালে সরকারী কর্মকর্তা পদের চাকুরিতে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের উচ্চপদে অতি সামান্য কিছু নারীর পদচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদের মধ্যে মাত্র একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্ম সচিব পদে এবং ৪ জন নারী জেলা প্রশাসক, একজন কর কমিশনার ও একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন একজন নারী। যদিও পরিকল্পনা কমিশনে এ যাবৎ কোন নারী সদস্য নেই।

সারণী ২.৫ ঃ সিভিল সার্ভিসে নারী

দেশ	সিভিল সার্ভিসে নারী মোট সংখ্যার %	নীতি নির্ধারণী পদে নারী মোট সংখ্যার %
ভারত	৬.৮০	০.৪৬৩
নেপাল	৭.৬৬	০.০১২
বাংলাদেশ	৭.৮৮	১০.২৩
শ্রীলংকা	২১.১	০.২৬৬
পাকিস্তান	৫.৩৫	

উৎস ঃ Ibid পৃঃ নং ২১

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ গভর্ণেন্স এর স্থানীয় পর্যায়ে নারী

সাধারণত তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন জনগণকে তাদের সমাজের গভর্ণেন্স এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পথ উন্মুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন দেশের তৃণমূলের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নারীরা গভর্ণেন্স এর স্থানীয় কাঠামোতে যুক্ত হবার পর নতুন ধরণের সুফল বয়ে এনেছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অবশ্য স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণের হারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে।

এ অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া সর্বত্রই স্থানীয় কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা এখনও নগণ্য। এমনকি বাংলাদেশ এবং ভারতেও স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধিদের হার ২০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশী।

১৯৯২ সালে ভারতে সংবিধানের ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধন আনয়নের মাধ্যমে সকল পঞ্চায়েত (গ্রাম সরকার) ৩৩ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করে স্থানীয় সরকারে নারীর প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হয়। অধিকাংশ রাজ্যেই স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য সংরক্ষিত এই আসন সফলতার সঙ্গে পূরণ হয় এবং নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়।

নেপালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ হলেও এখানে নারীদের অংশগ্রহণ করা বেশ সীমিত। সম্প্রতি এখানে জেলা উন্নয়ন কমিটি (DDC) ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (VDC) উভয় পর্যায় মিলে নারীর সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কমে উন্নীত হয়েছে। কোন নারীই এখন পর্যন্ত জেলা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারপার্সন কিংবা কোন পৌরসভার মেয়র হতে পারেনি। অবশ্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটির একটি আসন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের ৫টি আসনের মধ্যে একটি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে শ্রীলংকার স্থানীয় সরকার কাঠামো তিন স্তরে বিভক্ত। যেমন–

(ক) পৌরসভা পরিষদ

(খ) নগর পরিষদ এবং

(গ) প্রাদেশিয়া সভা[১৪]

এসব পরিষদের মোট ৩ হাজারের বেশী সদস্যের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জাফনা প্রদেশের একটি পৌরসভা পরিষদের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন একজন নারী।

নগর পরিষদের ৩৬ জন চেয়ারপার্সনের মধ্যে একজনও নারী নেই। তবে সম্প্রতি দু'জন নারী ভাইস-চেয়ারপার্সন হতে পেরেছেন। এখানে এখন প্রাদেশিক সভায় ৩ জন নারী চেয়ারপার্সন, দু'জন ভাইস-চেয়ারপার্সন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিয়া সভার মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১.৭২ শতাংশ হচ্ছে নারী।

অবশ্য অতি সম্প্রতি স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য শ্রীলংকা সুপারিশ করেছে।

পাকিস্তানে এখনও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। এখানকার বর্তমান সরকার ২০০০ সালের ডিসেম্বর থেকে নতুন করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, তেহসীল পরিষদ, ডিস্ট্রিক্ট এ্যাসেম্বলী– স্থানীয় সরকারের এই তিন পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তেহশীল ও জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ৫টি ও ১০টি আসন নারীদের সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা মোট আসনের ১৫ শতাংশ।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে– যেমন গ্রাম সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ। ১৯৯৭ সনের স্থানীয় সরকার আইন ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসন রাখে যে আসনে শুধুমাত্র মহিলারা জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসবেন। তাছাড়া অবশিষ্ট আসন থেকেও মহিলা নির্বাচিত হয়ে আসারও কোন বিধি নিষেধ নেই। নারীর ক্ষমতায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইহা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

তন্তলেখচিত্র ২.২ ঃ স্থানীয় সরকারে নারী (শতকরা হার)

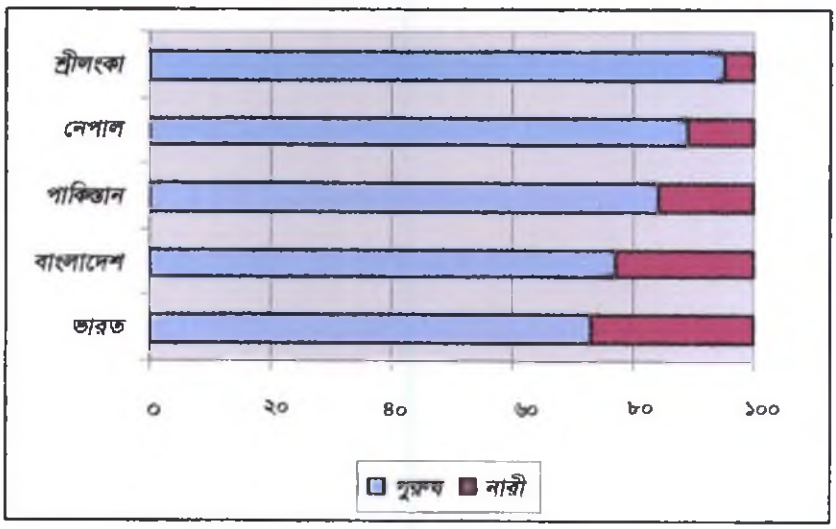

উৎস ঃ উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০১, পৃঃ নং ১৩

Dhaka University Institutional Repository

২.১৪ উপসংহার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিশেষতঃ বাংলাদেশের নারীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দেখা গেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ক্ষমতার বিভিন্ন সেক্টরে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণের দৈন্যতা খুবই প্রকট।

তবে পেছনে পড়ে থাকার হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান খুবই করুণ। বস্তুত এই পেছনে পড়ে থাকাটি যতনা বেশী অর্থনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক।
বাংলাদেশের সমাজে কুসংস্কার এবং ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত দৃঢ়। আর তাই ধর্মে এবং সংস্কারে নারীদের যেভাবে দেখা হয় সমাজেও সেইভাবেই দেখা হয়।

তাই যোগ্যতাসম্পন্ন নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ পরিকল্পনায় পুরুষই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এটি পুরুষ মানসিকতা এবং পুরুষ নির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য। এরই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই জাতীয় পরিকল্পনায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। কোন পরিকল্পনাতেই নারী ভাগ্য উন্নয়নের জন্য মোট বরাদ্দের শতকরা এক ভাগ অর্থও জোটেনি।

রাজনীতিতে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হলেও সমাজিক পর্যায়ে তা সানন্দে গৃহীত হয়নি। তাই বিভিন্ন নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের হার কম। যদিও বা কিছু নারী বিভিন্ন পর্ষদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কিন্তু নির্বাচনে জেতার হার খুবই নগণ্য। সামাজিক বৈষম্যের কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে প্রার্থী হিসেবে নয় নারী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

এই অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ ও নীতির পরিবর্তন সর্বোপরি পুরুষ মানসিকতায় পরিবর্তন করে মানুষ মানসিকতার জন্ম দেওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৬, ২০০৪, পৃঃ নং ৫৫।

২। নারী ঃ ধরিত্রীর আদলে, সুলতানা মোস্তফা খানম, লোকপত্র, সংখ্যা-৯ম, ২০০০ হতে উদ্ধৃত, পৃঃ নং ১২-১৮।

৩। সুলতানা মোস্তফা খানম "বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : মীথ এবং বাস্তবতা" ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৪, ২০০২, পৃঃ নং ৪।

৪। Ibid পৃঃ নং ৪-৫।

৫। Ibid পৃঃ নং ৫।

৬। সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, নারী ক্ষমতায়ন, রাজনীতি ও আন্দোলন, পৃঃ নং ২১-২২।

৭। মালেকা বেগম অনুদিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ১৯৯৭, পৃঃ নং ১৫২।

৮। ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মশালা প্রতিবেদন। উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা- ১৯৯৫ পৃঃ নং ৭।

৯। ড. নাজমুন্নেছা মাহতাব : BPSA 9th Annual Convention, Women in Politics (Bangladesh Perspective) P. 34

১০। উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০১, পৃঃ নং ৯।

১১। Ibid পৃঃ নং ১২-১৩।

১২। Ibid পৃঃ নং ৯-১৩।

১৩। Ibid পৃঃ নং ১৫।

১৪। Ibid পৃঃ নং ১৪।

১৫। Ibid পৃঃ নং ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন, স্থানীয় সরকার কাঠামো

৩.১ বিকেন্দ্রীকরণ কি?

৩.২ বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা

৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণের রূপ

৩.৪ স্থানীয় সরকার কি?

৩.৫ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা

৩.৬ সংবিধানে স্থানীয় সরকারের অবস্থান

৩.৭ স্থানীয় সরকারের রূপ

৩.৮ সুপারিশকৃত স্থানীয় সরকার কাঠামোর গঠন প্রকৃতি

৩.৯ স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

৩.১০ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন

৩.১১ স্থানীয় সরকারের বিকাশ ধারা

৩.১২ স্থানীয় শাসনের বিবর্তন কাল

৩.১৩ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কি?

৩.১৪ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ

৩.১৫ ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামো

৩.১৬ ১৯৯৭ সালের ৭ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

৩.১৭ ২০০৩ সালের ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

৩.১৮ উপসংহার

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন, স্থানীয় সরকার কাঠামো

৩.১ বিকেন্দ্রীকরণ কি?

বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন, স্থানীয় সরকার কাঠামো জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কিনা?

আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। তাই আধুনিক সরকার চরিত্রগত দিক থেকে গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী যা হোক না কেন তাকে বহু উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এজন্যে সরকারের কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক হয়েছে এবং সরকারের দায়িত্বও অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। জাতীয় সরকারের পক্ষে একাধিকভাবে এসব কাজ করা ও দায়িত্ব পালন করা মোটেই সম্ভব নয়। রাজধানী হতে বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সমস্যাদি অনুধাবন করাও যায় না। তাই কাজের চাপ লাঘব করে এবং স্থানীয় সমস্যাদির সুষ্ঠু সমাধান করে দেশের বিভিন্ন এলাকার উন্নতির জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব আংশিকভাবে স্থানীয় সংস্থা সমূহের নিকট হস্তান্তর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সংস্থা সমূহে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।

বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তি গণতন্ত্রের মধ্যে প্রোথিত। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হচ্ছে গণতন্ত্রকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ক্রমবর্ধমান দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনকে পল্লীর জনগণের দোড় গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা বাংলাদেশে নতুন নয়। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে অপ্রশাসনের অতি প্রশাসনের নয়।

ঔপনিবেশিক মন মানসিকতা, অর্থ ও উপযুক্ত কর্মকর্তার অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই চিন্তাভাবনা অনেক কাল অবধি কার্যকরী করা যায়নি এবং বলা যায় যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশাসন- জেলা যড় জোড় মহকুমা পর্যন্ত থেমেছিল।

থানাতে না ছিল কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান না ছিল কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। যে কয়জন কর্মকর্তা ছিলেন তাদের কার্য পরিধি ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর আদায়ে সীমাবদ্ধ।

১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। থানা পর্যায়ে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলো বটে, তবে এর প্রধান ভূমিকা ছিল ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। থানা কাউন্সিল ছিল সরকারী আমলা নিয়ন্ত্রিত এবং এর উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ যোজনা করার কোন এখতিয়ার ছিল না।

থানা পরিষদ পর্যায়ে জাতীয় সরকারের সাহায্যের পরিমাণ ছিল অপ্রতুল এবং তা ব্যবহারের উপর স্থানীয় কর্তৃত্বের পরিবর্তে জেলা মহকুমা পর্যায়ের কর্মকর্তার কর্তৃত্বই প্রবল থেকে যায়। ফলে উন্নয়নের সুফল পল্লীবাসীদের কাছে অতীতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

এই পটভূমিতেই সরকার ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে এলাকার উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, কাজ শুরু ইত্যাদি কোন কিছুর জন্যই তাকে কেন্দ্রের নির্দেশ ও সিদ্ধান্তের জন্য বসে থাকতে হবে না বলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অধিকতর সামাজিকভাবে সমদর্শী অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দরিদ্রতম গ্রুপের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কৌশলসমূহের গুরুত্বের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর জনঅংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপায় হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণ একটি মাধ্যম হিসাবে সমর্থিত হয়েছে (মোরশেদ, ১৯৯৭)। বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করার প্রধান দু'টি যুক্তি হচ্ছে–

- প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করা ও এর সুফল ছড়িয়ে দেওয়া, বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রীকরণ এবং দারিদ্র্য পীড়িত অথবা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি; এবং

- সরকারী সেবাসমূহে দরিদ্রতম গ্রুপগুলির অধিকতর অংশ নিশ্চিতকরণ ও সরকারী সেবা বন্টন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের উপায় নির্ধারণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের যুক্ত করতে হবে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ বিকেন্দ্রীকরণের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধঃস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ বা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়।

বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে এল.ডি. হোয়াইট বলেন, "বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বুঝায়- আইন, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে হস্তান্তর"।[২]

লুইস এলিন বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব থেকে ক্ষমতা নিম্ন পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে হস্তান্তরকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।"

এম,পি শর্মার ভাষায়, "বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হল- সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব হস্তান্তর, যেখানে বাস্তবে কার্যপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়"।[৩]

এল,ডি, হোয়াইট কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "সরকারের নিম্ন পর্যায় হতে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীকরণ, আর এর বিপরীত প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়"।[৪]

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুসারে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনায় প্রদেশ, জেলা, শহর এবং গ্রাম-এসব স্তরকে কর্ম পরিচালনায় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নস্তর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরী বলে বিবেচিত হয়।

৩.৩ বিকেন্দ্রীকরণের রূপ

প্রশাসন বিশেষজ্ঞ R. N. Rondinelli-এর মতে, "কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ চার প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে পারে–

১। Deconcentration (কর্তৃত্ব বিপুঞ্জিভূতকরণ)
২। Delegation (কর্তৃত্ব অর্পণ)
৩। Devolution (কর্তৃত্ব হস্তান্তর)
৪। Debureaucratization (আমলাতান্ত্রিকতা পরিহারকরণ)।"

১। Deconcentration (কর্তৃত্ব বিপুঞ্জিভূতকরণ)

এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রাখে।

২। Delegation (দায়িত্ব অর্পণ)

দায়িত্বার্পণ বলতে স্থানীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় কর্তৃত্বের উপর আইন সংগতভাবে ক্ষমতা বা কার্যাবলীর স্থানান্ত রকেই বুঝায়।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আবার আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগকে, প্রধান প্রশাসক কর্তৃক অধীনস্ত এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে ক্ষমতার হস্তান্তর বলতেও দায়িত্ব অর্পণ বুঝানো হয়।

Fred. W. Riggs-এর মতে, "মৌলিক বিষয়াবলীর উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিষয় সংহত রেখে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের দায়িত্ব অধঃস্তন কর্মীগণের উপর প্রদত্ত হয়"।[৭]

৩। Devolution (কর্তৃত্ব হস্তান্তর বা আংশিক স্বায়ত্তশাসন)

আংশিক স্বায়ত্তশাসন মূলত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের সামগ্রিক কর্তৃত্বের দিক থেকেই বিষয়টাকে দেখা দেয়।[৮] অর্থাৎ আংশিক স্বায়ত্তশাসন বলতে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির উপর তাদের নিজেদের উন্নয়নের আইনগত কর্তৃত্ব অর্পণকে বুঝায়।

অবশ্য **Fred. W. Riggs** বিশেষ কিছু বিষয়ে নীতি নির্ধারণের সর্বময় দায়িত্ব ও ক্ষমতার অংশ লাভকারী কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার অর্থেই আংশিক স্বায়ত্তশাসনকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।[৯]

এবং এই জন্য **Devolution** -কে এক কথায় কর্তৃত্বের বা সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ বলা যেতে পারে।

লোক প্রশাসনের আলোচনায় আরও ২ ধরণের **Devolution**-এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–

(ক) মধ্যস্থতা (Intermediation)

(খ) লোক হিতৈষণা (Philantropization)[১০]

Dhaka University Institutional Repository

(ক) মধ্যস্থতা (Intermediation)

স্থানীয় প্রশাসন বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের কিছু অংশ সরকারী সংগঠনের বাইরের বিভিন্ন ধরণের সংস্থার উপর অর্পিত হলে তাকে মধ্যস্থতা বলা যেতে পারে। যেমন– সেচের পানি ব্যবহারকারীদের সমিতির উপর সেচের পানি বণ্টন বা সেচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা।

(খ) লোক হিতৈষণা (Philantropization)

এই ব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কিছু অংশ বা স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ প্রবাহের বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার জন্য বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুমোদন বা উৎসাহ দান করা। যেমন– জীবন রক্ষার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় 'রক্ত ব্যাংক' পরিচালনার দায়িত্ব বহু দেশেই রেডক্রস এর মতো অলাভ ভিত্তিতে পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উপর ছেড়ে দেয়া হয়।

৪। Debureaucratization (আমলাতান্ত্রিকতা পরিহারকরণ)

এই প্রক্রিয়ার কোন কোন ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন বা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তৈরী করে বা জনসংখ্যা সৃষ্টি করে ঐসব বিষয়ে তাদের উপর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ স্থানীয় সরকার কি?

সরকার তার উন্নয়ন নীতিকে জনগণের বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করেছেন। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করতে যেয়ে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে সরকার গঠন করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন, উন্নয়ন গতিধারাকে সুসংহতকরণ (টপ ডাউন) এবং স্থানীয় জনগণের সমস্যা, সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে (বটম আপ) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিফলন ঘটানোর গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য।[১১]

উন্নয়নশীল দেশসমূহ অনুধাবন করেছে যে, বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং প্রশাসনকে জনগণের কাছে অর্থাৎ যাদেরকে সেবা প্রদান করার কথা তাদের কাছে নিয়ে আসে। ভারতে, ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়, অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১১তম সিডিউল অনুসারে ২৯টি চিহ্নিত এলাকায় পঞ্চায়েতকে (স্থানীয় সরকার) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই সংশোধনী নিশ্চিত করেছে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি। পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে সকল সক্ষম ভোটারের সমন্বয়ে গ্রাম এলাকায় গঠিত গ্রামসভা একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের অধিকতর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে। ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন, সেচের জন্য ক্ষুদ্র জলাশয় ব্যবস্থাপনা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রচলিত নীতির উপর সিদ্ধান্ত, পরিকল্পিত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, মহাজনদের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন এবং সর্বোপরি জমি অধিগ্রহণে ও খনি স্বত্ব থেকে আয়ের অধিকার নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামসভাকে সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে (মনটিস জেআর, ২০০১)। ফিলিপাইনে, ১৯৯১ সালের অক্টোবরে স্থানীয় সরকার কোড পাশ হয়। এই কোড একটি পরিপূর্ণ দলিল যা স্থানীয় সরকারের কাঠামো, কাজ ও ক্ষমতা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর আদায়ের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং জাতীয় রাজস্বের অংশ বা হিস্যা এবং আন্তঃসরকার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।[১২]

"স্থানীয় সরকার" এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার" অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ- ইউনিয়ন পরিষদ বা জেলা পরিষদকে আমরা যে কোন একটি নামে চিহ্নিত করে থাকি, কিন্তু এ দুই এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট ব্যবধান ও পার্থক্য।

৩.৫ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা

"কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একা দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তাই এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ লাঘবের জন্য দেশের সমগ্র ভূ-ভাগকে বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক বিভাগ করা হয়। এসব এলাকা ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই হল স্থানীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের দ্বারা এসব স্থানীয় সরকার পরিচালিত। সরকারী অনুদানে পরিচালিত হয় এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র। এ সরকারের স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন (নেই) যেহেতু, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সেহেতু স্থানীয় সরকারের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পিত থাকে"।[১৩]

"স্থানীয় সরকারের অর্থ হল, এটি একটি জনসংগঠন যা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে"।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

"সরকার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে জাতীয় সরকার, মধ্যে প্রাদেশিক এবং নিম্নে স্থানীয় সরকারসমূহ। একে পিরামিডের সাথে তুলনা করলে চূড়াতে কেন্দ্রীয় এবং পাদদেশে স্থানীয় সরকার দেখতে পাই। স্থানীয় সরকার বলতে আমরা বুঝি "যে সরকার ক্ষুদ্র এলাকায় থাকে এবং কিছু অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে"।[১৫]

"স্থানীয় সরকার বলতে দুটি সুস্পষ্ট বিষয়কে বুঝায় যথা, প্রথমতঃ স্থানীয় এবং দ্বিতীয়তঃ এটা একটা সরকার ব্যবস্থা। যেহেতু এটি একটি সরকার সেহেতু এর কিছু কর্তৃত্ব আছে এবং স্থানীয় শাসনে তা প্রয়োগ যোগ্য। স্থানীয় সরকার আঞ্চলিক অসার্বভৌম সরকার, যা কিছু বৈধ কর্তৃত্ব বলে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করে। ইহা স্থানীয় সরকারের সাথে জড়িত, সমগ্র দেশের সঙ্গে নয়, সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়"।[১৬]

ক্লার্কের বক্তব্য অনুসারে, "স্থানীয় সরকার হল জাতীয় সরকারের সেই অংশ যা বিশেষ কোন স্থানীয় প্রশাসনের সাথে জড়িত যা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কার্যাবলী সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। প্রশাসনকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য এরকম সরকার সৃষ্টি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করে মাত্র। ইহা কর নির্ধারণ, তহবিল সংগ্রহ এবং উপ-আইন প্রণয়ন করতে পারে না। সরকারের এজেন্টরূপে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে এবং ক্ষুদ্র কোন গণ্ডির মধ্যে এদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে"।[১৭]

বাংলাদেশের ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগ প্রভৃতি স্থানীয় সরকারের উদাহরণ।

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী "স্থানীয় সরকার হলো একটা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উপবিভাগ, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমুদয় কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষমতা, বিশেষভাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা রাখে"।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছে। যথা–

১। ব্যাপক ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার একাধারে স্থানীয় এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

২। অংশীদার পদ্ধতি

যাতে কিছু সংখ্যক কার্যাবলী জাতীয় সরকারের আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং অন্যান্য কার্যাবলী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

৩। দ্বৈত পদ্ধতি

যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদগুলি প্রত্যক্ষভাবে টেকনিক্যাল বা কারিগরি বিষয়াদি শাসন করে থাকে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উক্ত বিষয়াদি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অর্থ এবং কর্মচারী নিয়োগ করে থাকে।

৪। যৌথ প্রশাসনিক পদ্ধতি

যাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষভাবে যাবতীয় কারিগরি বিষয়াদি শাসন করে এবং যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

৩.৬ সংবিধানে স্থানীয় সরকারের অবস্থান

সংবিধানের ৫৯(১)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এলাকাংশের স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হবে।"

৬০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "এ সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদে আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতা, বাজেট প্রস্তুত ও নিজস্ব তহবিল সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন"।[১৯]

৩.৭ স্থানীয় সরকারের রূপ

পূর্বে স্থানীয় সরকার ছিল দু'স্তর বিশিষ্ট যেমন–

(ক) জেলা পরিষদ

(খ) ইউনিয়ন পরিষদ।

কিন্তু আওয়ামী সরকার স্থানীয় সরকার কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে একটি কমিশন গঠন করেন।

আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ সদস্য রহমত উল্লাহ এমপিকে স্থানীয় সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান করে এ কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্র সফর করে তাদের অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের সার্বিক উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করে। স্তরগুলো হলো–

(ক) জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ

(খ) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ

(গ) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ

(ঘ) শহর পর্যায়ে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন

(ঙ) গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ সুপারিশকৃত স্থানীয় সরকার কাঠামোর গঠন প্রকৃতি

সুপারিশকৃত স্থানীয় সরকার কাঠামোর গঠন প্রকৃতি হবে নিম্নরূপ–

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে বা ইলেক্টরাল কলেজের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং থানা ভিত্তিক একজন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া জেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা উপজেলা ও পৌরসভা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত তিন জন মহিলা সদস্য, একজন এনজিও প্রতিনিধি জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। জেলা প্রশাসক হবেন জেলা পরিষদের সচিব। জেলা পরিষদে আরো থাকবে একটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং এর সদস্য হবেন জেলার সকল সংসদ সদস্য।

উপজেলা পরিষদ

উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক নির্বাচিত মহিলা সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে ২ জন প্রতিনিধি সদস্য থাকবেন। এছাড়া উপজেলার সেবামূলক সংস্থার সরকারী কর্মকর্তা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার ও একজন এনজিও প্রতিনিধি উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন। উপজেলা পরিষদের সরকারী কর্মকর্তাদের রিপোর্ট লিখবেন উপজেলা চেয়ারম্যান।

ইউনিয়ন পরিষদ

সাবেক ইউনিয়ন বর্তমান স্থানীয় সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত ইউনিয়নের এলাকা, একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য, সাবেক ওয়ার্ডের প্রতিটি থেকে ১ জন করে ৩ জন এবং গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য থাকবেন। আরো থাকবেন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মরত সরকারী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি ১ জন, এনজিও প্রতিনিধি ১ জন, অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতিনিধি ১ জন এবং একজন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। অবশ্য এদের ভোটাধিকার থাকবে না।

গ্রাম পরিষদ

বর্তমানে গঠিত এক একটি ওয়ার্ডই হবে গ্রাম পরিষদের আওতা বা ক্ষেত্র। পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বারই হবেন গ্রাম পরিষদের চেয়ারম্যান। সদস্য থাকবেন ৯ জন এদের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মহিলা। সদস্যগণ গ্রাম পরিষদ এলাকার সাধারণ জনগণের আহুত সাধারণ সভার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা উপস্থিত ভাবে মনোনীত হবেন। এদের মধ্যে মসজিদের ইমাম, স্কুল শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সমবায় সমিতির সভাপতি, ব্লক সুপারভাইজার প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত হবেন।

গ্রাম সরকারকে অসাংবিধানিক দাবি করে ২০০৫ সালে উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করা হয়। এ মামলার রায়ে মহামান্য হাইকোর্ট গ্রাম সরকারকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থানীয় সরকার বিষয়ক উপদেষ্টা আনোয়ার-উল-ইকবাল এ ব্যাপারে বলেন, "গ্রাম সরকার নিয়ে সাংবিধানিক জটিলতা ছাড়াও এই নিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের অভিযোগ রয়েছে। তাই গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাতিলের কথা ভাবছে সরকার।"

সারাদেশে ৪৬,০০০ গ্রাম সরকার বাতিলের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চলতি অর্থ-বছরে এদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৩.১ ঃ স্থানীয় সরকার কাঠামো-১

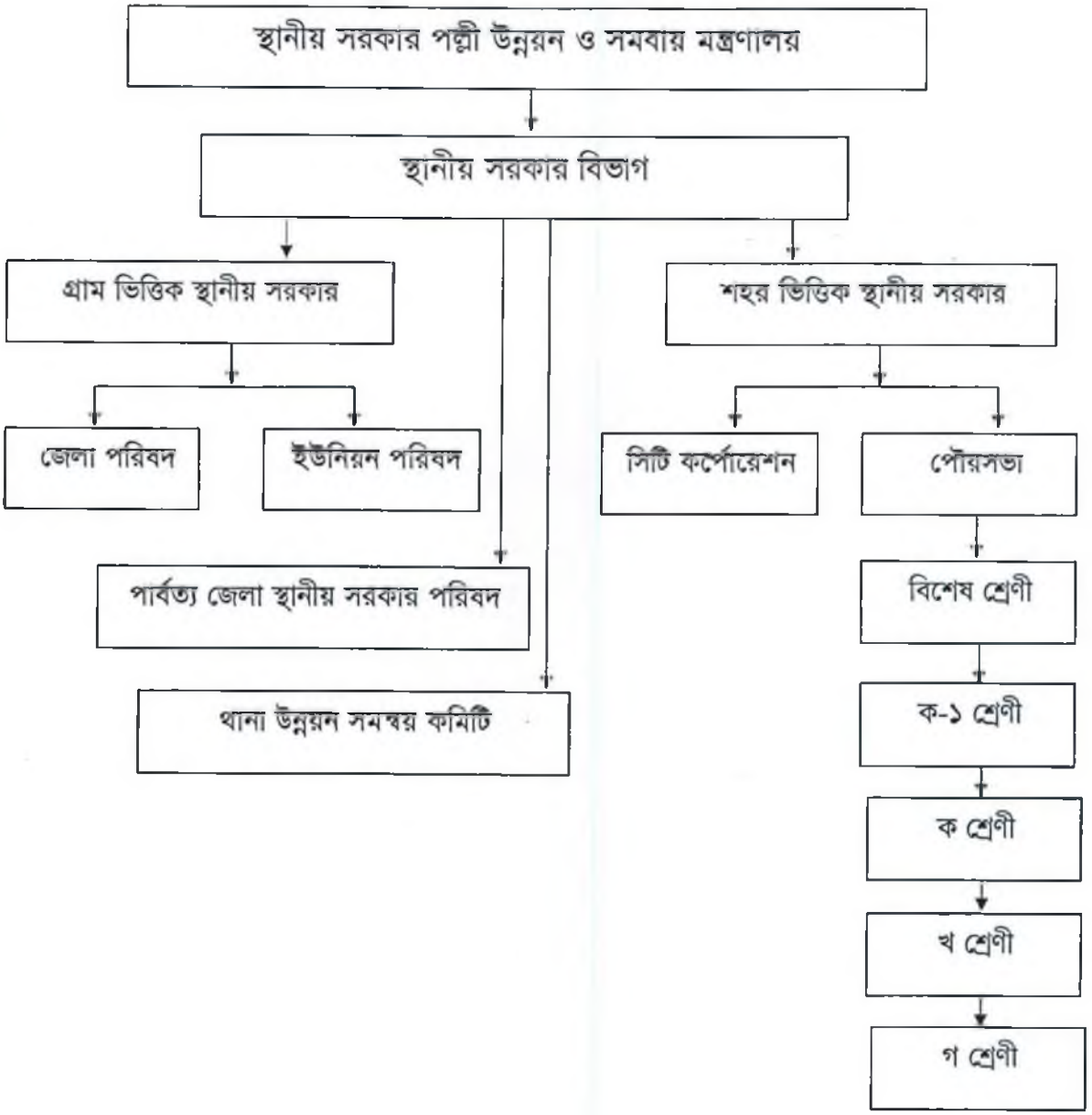

উৎস ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৩.২ ঃ স্থানীয় সরকার কাঠামো-২

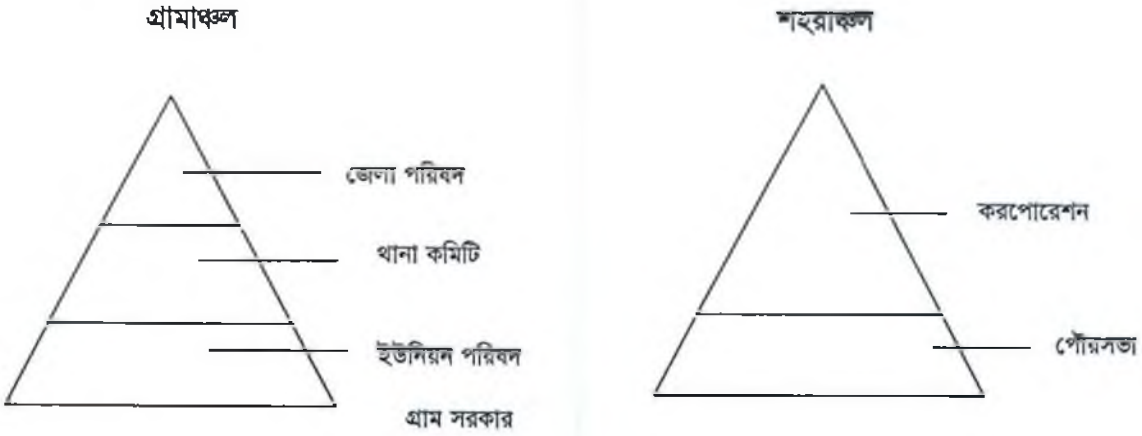

উৎস ঃ ড. খালেদ সালাহউদ্দিন ও ড. হামিদা আখতার বেগম সম্পাদিত, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ, জুলাই ১৯৯১।

৩.৯ স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

নিম্নে স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হলো–

১। সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান।

২। রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর যে কোন এলাকার সরকারী নীতি কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে কোন সংগঠনকে স্থানীয় সরকার বলে।

৩। স্থানীয় সরকার রাষ্ট্রের আঞ্চলিক বিভক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৪। ইহা অধঃস্তন সরকার বিশেষ।

৫। স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও বিধি বিধান অনুসারে।

৬। এককেন্দ্রিক ও যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের স্বরূপ বা প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। এটা সাধারণ আইন বা সনদ বলে সৃষ্টি হয় এবং ক্ষমতা লাভ করে থাকে।

৮। ইহা প্রশাসনের দায়িত্বে থাকে।

৯। এর কর আদায়ের ক্ষমতা থাকে।

১০। সর্বোপরি, এটা রাজনৈতিক স্কুল হিসেবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

৩.১০ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতির বিবর্তন

আধুনিক পদ্ধতির স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থানা পর্যায়ের খুব বেশিদিন আগে গঠিত না হলেও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও দলিলাদী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে গ্রামীণ বা স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বহুকাল আগেই বিকশিত হয়েছে।

"বৈদিক যুগে অর্থাৎ ১৫০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে গ্রাম পরিষদ বা গ্রামীণ কাউন্সিল নামে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ক্রিয়াশীল ছিল বলে তৎকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠে জানা যায়। সে সময় সভা ও মহাসভা নামে পরিচিত এসব কাউন্সিল গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসন ও অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকি করে। সভাগুলি মূলত শুধু একটি কাউন্সিলই ছিল না বরং তা ছিল তৎকালীন গ্রামীণ জনসাধারণের মিলনকেন্দ্র। গুপ্ত যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রশাসনিকভাবে বেশ কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করে শাসন ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়"।[২১]

যুক্তি (Bhukti) বিশ্ব মণ্ডল, বিথি এবং গ্রাম নামে পরিচিত এসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন, পর্যায়ক্রমিকভাবে বা স্তরক্রমিকভাবে সমগ্র প্রশাসন পরিচালনা করতো। আয়তনের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এসব প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানে বিভাগ, জেলা, মহকুমা বা উপজেলা ও গ্রামের সাথে তুলনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গুপ্ত আমলে জমি ক্রয় ও বিক্রয় প্রক্রিয়া এসব স্থানীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। পাল এবং সেন বংশের শাসনকালে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তারা স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন আনেনি।[২২]

আসলে প্রাচীনকালে যে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ গোত্রভিত্তিক বা বর্ণভিত্তিক।

৩.১১ স্থানীয় সরকারের বিকাশ ধারা

প্রাক মুঘল আমল (১৬০৮ পূর্ব)

প্রাক মুঘল আমলে এ অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জানা যায় যে, সুলতানী আমলে বাংলায় যে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের চিত্র পাওয়া যায় তাকে ঐতিহাসিক আব্দুল করিম দু'ভাগে দেখিয়েছেন। তিনি মুদ্রা ও শিলালিপির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের বর্ণনা করেছেন।

সারণী ৩.১ ঃ বাংলার স্থানীয় সরকার প্রশাসন

মুদ্রা		শিলালিপি	
এলাকা	প্রশাসন	এলাকা	প্রশাসন
ইকলিম	ওজীর	ইকলিম	ওজীর
আরশা	শার-ই-লস্কর	আরশা	শার-ই-লস্কর
শহর	ঐ	শহর	ঐ
কসবা	ঐ	কসবা	ঐ
খিত্রা	ঐ	থানা	ঐ

উৎস ঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের লোক প্রশাসন ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৩

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল আমল (১৬০০-১৭৬৪)

মোগল আমলে এই অঞ্চলকে 'বাংলা' নামে অভিহিত করে তাদের শাসনকে বাংলার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একে তাদের সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করা হয়। সে সময়ে বাংলা একটি প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে যা কিনা 'সুবা' নামে পরিচিতি পায়। সুবার শাসককে সুবাদার বলা হতো। 'সুবা' আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। আর এই বিভক্তির অংশগুলি সরকার নামে পরিচিত ছিল। সরকারের প্রশাসককে "ফোজদার" বলা হতো। আর সরকার সমূহ আবার কয়েকটি পরগনা নিয়ে গঠিত হতো যা সিকদার গণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সেই সময় প্রশাসন ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে থানা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা কিনা থানাদার দ্বারা পরিচালিত হতো, যার দায়িত্বে চৌকিদার থাকতেন। মহল্লার প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখা শুনার দায়িত্ব পালন করতেন মোহাল্লিক বা মল্লিকগণ।

সারণী ৩.২ ঃ মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন

সময় সীমা	এলাকা	প্রশাসন
১৫৭৫-১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ	সুবা	সুবেদার/নাজিম
	সরকার	ফৌজদার
	পরগণা	শিকদার (ক)
	থানা (খ)	থানাদার
	মৌজা	চৌকিদার
	মহল্লা	মহাল্লিক (মল্লিক)

উৎস ঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৪

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল শাসকগণ যেহেতু এলাকা সম্বন্ধে তেমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না, যে জন্য তারা সর্ব নিম্নস্তরের অর্থাৎ গ্রামীণ পর্যায়ের প্রশাসনে তেমন কোন পরিবর্তন আনেননি। তারা পূর্বের প্রচলিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন না করে গ্রামীণ প্রধান বা "হেডম্যান" এর উপর গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার রেখে দেন।

এই "হেডম্যান" গ্রাম পরিষদ বা পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। তিনি গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের খাজনা আদায় করতেন এবং তা সরকারী কোষাগারে জমা দিতেন। এই গ্রাম প্রধানের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন হিসাব সহকারী ছিলেন যাকে "পাটোয়ারী" বলা হতো। তিনি গ্রামের সমস্ত ধরনের রাজস্ব আদায়ের এবং শস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার হিসাব সংরক্ষণ করতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোঘল আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত থাকায় থানা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় শহরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রথমবারের মতো বিকশিত হয়। এ প্রশাসককে "কতোয়াল" বলা হতো। আর প্রতিটি মহল্লা তথা আজকের ওয়ার্ডের জন্য মীর মহল্লাহ নিযুক্ত হতেন। শহর এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করার জন্য "কাজী" নিয়োগ করা হত। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিটি শহরে একটি করে বিশ্রামাগার বা খানকাহ প্রতিষ্ঠা করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ আমল (১৮৫৮-১৯৪৭)

"ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ আমলে। স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃটিশরা বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে বলে তারা দাবী করে। এসব আইনের মধ্যে গ্রাম চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন-১৮৭১, বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৮৫ এবং দি বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট ১৯১৯- গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে দাবী করা হয়"।[২৩]

যদিও দাবী করা হয় যে, এসব বিধি বিধান প্রণীত হওয়ার ফলে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এসব আইন প্রণয়নের দ্বারা গ্রামীণ জীবনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আসলে বৃটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সারা দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার তাগিদেই এসব প্রণয়ন করেছিল বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যেহেতু সমাজে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সেহেতু তাদের প্রথম আইনটিই ছিল মূলতঃ পুলিশ শক্তিকে গ্রাম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার (গ্রামে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন-১৮৭০) লক্ষ্যে গ্রাম পুলিশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

আসলে বৃটিশদের প্রণীত এসব আইনে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। মূলতঃ মুঘল আমলের সূত্র ধরে বৃটিশ আমলে জেলা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। ১৮৬৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর লর্ড মেয়োঁ তার অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির যে প্রস্তাব করেন তার মধ্যে তিনি স্থানীয় এলাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা এখান থেকেই প্রতীয়মান হয়। লর্ড মেয়োঁ'র প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে ১৮৭০ সালের ২২শে জানুয়ারী বাংলার আইনসভায় একটি বিল উত্থাপন করা হয় এবং তার উপর আলোচনা সমালোচনার পর গ্রাম চৌকিদারী আইন ১৮৭০ নামে একটি আইন প্রণীত হয়।[২৪]

কমপক্ষে ৩ জন এবং উর্ধ্বে ৭ জন সদস্য নিয়ে সেই আইনের ধারা মোতাবেক গ্রাম এলাকায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের মনোয়ন দিতেন জেলা প্রশাসক। মূলত ১৮৭০ সালের গ্রাম চৌকিদারী আইনের মাধ্যমে আমাদের দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৫]

বৃটিশ ভাইসরয়দের মধ্যে লর্ড রিপনই সর্ব প্রথমে এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের চেয়ে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ এই লক্ষ্যে লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ১৮ই মে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর ঐতিহাসিক রেজুলেশন বা প্রস্তাবনা ঘোষণা করেন।[২৬]

নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে বিলম্বিত হয়েও ১৮৮৫ সালে বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণীত হয়। এই আইনটিই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য Bengal Local Self Government Act III,1885 নামে পরিচিত। জেলা পর্যায়ের জন্য জেলা বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ের জন্য লোকাল বোর্ড ও গ্রাম এলাকার জন্য ইউনিয়ন কমিটি এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠিত হয়। লর্ড রিপন ছিলেন এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের স্থপতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০০-১৯০১ সালে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় দু'একটি ইউনিয়ন কমিটি দেখা যায়। ১৯০৫ সালে সমগ্র বাংলায় ৫৪টি ইউনিয়ন কমিটি ছিল তার মধ্যে ৯টি ছিল পূর্ব বাংলায়।[২৭]

১৯০৮ সালে একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটিকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯১৬ সালের পূর্বে ইউনিয়ন কমিটির মোট সংখ্যা ছিল ৯০টি কিন্তু ১৯১৬-১৯১৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৬টিতে। এই ১৫৬টি কমিটির মধ্যে ৭৩টি ছিল পশ্চিম বাংলায় এবং ৮৩টি ছিল পূর্ব বাংলায়। পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে এর সংখ্যা ১৯৮টিতে দাঁড়ায় ও ১৯১৯ সালে তার সংখ্যা ৩৮৫টিতে উন্নীত হয়।

বৃটিশ শাসনামলে প্রশাসনিক একক হিসেবে জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। এমনিভাবে জেলায় মহকুমা প্রশাসন জন্ম লাভ করে কিন্তু ১৮৮৫ সালে সর্ব প্রথম লোকাল বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মহকুমা পর্যায়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গোড়া পত্তন করা হয়।[২৮] লোকাল বোর্ডের সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ছিল। তবে এই সংখ্যা ৬ এর কম নয়। তৎকালীন লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল মূলত ৯ থেকে ৩০ জনের মধ্যে, এর দুই তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। লোকাল বোর্ড গঠিত হবার পর দেখা যায় যে এর অধিকাংশ কাজের তদারকি করে জেলা বোর্ড। সুতরাং এর কার্যকাল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ১৯১৯ সালে স্বায়ত্তশাসিত আইন প্রণয়নকালে লোকাল বোর্ডের অপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে এটি বাতিল করার সুপারিশ করা হয়। মূলত ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বাতিল হয়ে যায়।

বৃটিশ শাসনামলে মহকুমার পরের প্রশাসনিক স্তর ছিল থানা। তবে থানা, পুলিশ প্রশাসনের একক হিসেবেই প্রতিভাত হতো। ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ সরকার রয়্যাল কমিশন নামে মিঃ সি. ই. হব হাউসকে সভাপতি করে একটি কমিশন গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন ১৯০৭ সালের ১৮ই নভেম্বর কাজ শুরু করে এবং ১৯০৯ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। উক্ত রিপোর্টে কমিশন সুপারিশ পেশ করে যে, প্রশাসন ব্যবস্থার সুগঠনের জন্য হয় মহকুমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক, না হয় এগুলিকে সার্কেলে বিভক্ত করতে হবে।[২৯] হব হাউস কমিশন মহকুমার জন্য সার্কেল বোর্ড গঠনের প্রস্তাবনা করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা রয়েছে। এই জেলাগুলির প্রশাসনিক বুৎপত্তি ঘটে মূলত বৃটিশ শাসনামলে। বৃটিশরা আবার মুঘল প্রশাসনের উপর ভিত্তি করে এই প্রশাসনিক ইউনিটগুলো সাজানোর প্রয়াস পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ হচ্ছে এক একটি জেলা।

লর্ড ক্লাইভের শাসনামলে রাজস্ব আদায়ের জন্য এ দেশীয় দু'জন নায়েব দেওয়ান নিয়োগ করেন, লর্ড ক্লাইভের এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য ইংরেজ শাসকরা প্রতি জেলায় একটি করে সুপারভাইজার নিয়োগ করেন। ১৭৬৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর সুপারভাইজার নিয়োগের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সে সঙ্গে দেওয়ানী ভূ-ভাগে ৮ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়।[৩০] এই সুপারভাইজারকে বর্তমানে জেলা প্রশাসকের নমুনা বলা যেতে পারে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব প্রাপ্তির পর লর্ড ক্লাইভের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বাতিল করে, সুপারভাইজার পদেরও অবসান ঘটায়। এর পরিবর্তে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস প্রতি জেলায় একজন করে কালেক্টর নিয়োগ করেন।[৩১]

১৮৮৫ সালের Bengal Local Self Government Act অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। শুধুমাত্র সিলেট জেলায় লোকাল বোর্ড বিদ্যমান ছিল। উক্ত আইনানুসারে কোন কোন জেলা বোর্ড সম্পূর্ণ মনোনীত বা আংশিক বা

Dhaka University Institutional Repository

আংশিক নির্বাচিত হতো তবে তাদের সদস্য সংখ্যা কোনভাবেই ৯ জনের কম ছিল না। এছাড়াও সংখ্যালঘুদের জন্য জেলা বোর্ডে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল। জেলা বোর্ডের সুসংগঠনের জন্য ১৯০৭-১৯০৯ সালের হব হাউস কমিশন ও ১৯১৩-১৯১৪ সালের লিভিঞ্জ কমিটির সুপারিশ ও মন্টেগু চেমস ফোর্ড (১৯১৮) রিপোর্টের মাধ্যমে ১৯১৯ সালে একটি আইন প্রণীত হয়। উক্ত আইনে বোর্ডের সংগঠন ও প্রশাসন ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে গণতান্ত্রিক করা হয়।[৩২]

পৌরসভা হচ্ছে শহর এলাকার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার। ১৬৮৮ সালে মাদ্রাজ পৌরসভা গঠিত হয়। রাস্তাঘাট সংরক্ষণ ও মেরামত, এক প্রকার কর ধার্য্য করা ও তা আদায় করা ছিল উক্ত পৌর কর্পোরেশনের প্রধান কাজ। ১৭৯৩ সালের সনদ আইন বলে গভর্ণর জেনারেলের হাতে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। শহরাঞ্চলে পুলিশের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল উক্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য। ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত ঐ আইন চালু ছিল। ১৮৪২ সালে পৌর প্রতিষ্ঠানের জন্য আরেকটি নতুন আইন প্রণীত হয়।

১৮৫০ সালে ভারতের সর্বত্র পৌরসভা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাস হয়। উক্ত আইন প্রণীত হবার ১৮ বছরের মধ্যে এদেশে পাঁচটি পৌরসভা গঠিত হয়েছিল।[৩৩] তদানীন্তন পৌরসভাগুলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, প্রকৌশলী এবং সাতজন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত হতো।

১৮৭০ সালের গ্রাম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং ১৮৮৫ সালের ইউনিয়ন কমিটি ভেঙ্গে ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল বাংলায় আইন সভায় এদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিকাশের জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত দু'টি গ্রাম পর্যায়ের সংস্থাকে ইউনিট করে নাম দেওয়া হয় "ইউনিয়ন বোর্ড"। উক্ত বিলটি "গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন ১৯১৯" নামে পাস হয়। ১৯১৯ সালের গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন

Dhaka University Institutional Repository

মালদহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ব্যতীত দেশের সকল জেলার জন্য কার্যকর ছিল।[৩৪] গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন দ্বারা ১৯১৯ সালে ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। তখন ইউনিয়ন বোর্ড ছিল গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন একক। ১০টি গ্রাম নিয়ে মূলতঃ ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ছয় ও সর্বোচ্চ নয় জন ছিল। নয়জন সদস্যের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হতেন। আবার বোর্ডের তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। এখানে প্রতি নাগরিকের ভোটাধিকার ক্ষমতা সমানভাবে ছিল না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মহিলাদের কোন ভোটাধিকার ব্যবস্থা ছিল না।

ইউনিয়নে বসবাসকারী অনুর্ধ্ব একুশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তি যিনি ইউনিয়ন রেট প্রদান করতেন, শুধুমাত্র তিনিই এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন। অনুরূপভাবে বোর্ডের সদস্য হতে হলেও তাকে এই যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হতো।

অপরদিকে ১৯৫৭ সালের মে মাসে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর পূর্ব পাকিস্তানে একটি আইন পাস হয়। ১৯১৯ সালের স্বায়ত্তশাসন আইনকে সংশোধন করে ইউনিয়ন বোর্ড সমূহে মনোনয়ন দান রহিত করেন। ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে একুশ বৎসর বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের সকল নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়। এই সংশোধিত আইনে প্রকাশ্য ভোটের পরিবর্তে ব্যালটের মাধ্যমে গোপন ভোটের ব্যবস্থা চালু করা হয়। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই আইনে সর্বপ্রথম নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জেলা বোর্ড

১৮৮৫ সালে স্বায়ত্তশাসিত আইনে যে জেলা বোর্ড গঠিত হয়েছিল তা ১৯১৯ সালে তদ্রূপ থাকে। জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হতো। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ষোল থেকে সত্তর জনের মধ্যে ছিল।[৩৫] লোকাল বোর্ডের সদস্যগণ জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করতো। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের মূল কথাই হচ্ছে জনগণ, জনগণই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে, এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

১৯১৯ সালে ভারতে স্বায়ত্তশাসনের বিস্তৃতি ঘটে তার ফলশ্রুতিতে ১৯৩২ সালে "পৌরসভা আইন" প্রণীত হয়। ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় পৌর আইন নামে শহরাঞ্চলের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাশ হয়। উক্ত আইনানুসারে শহরাঞ্চলের পৌরসভার সদস্য নয় থেকে ত্রিশ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণত পৌর সভার সদস্যদের চার ভাগের তিন ভাগ নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতো। পৌরসভার সদস্য সংখ্যা নির্বাচিত ছিল তিন চতুর্থাংশ এবং অবশিষ্ট সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ছিল।[৩৬] ১৯৩২ সালের আইনে পৌরসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটাধিকার সন্নিবেশিত ছিল। মহিলারা শুধু ভোট প্রদানের ক্ষমতাই লাভ করে নাই তদুপরি নির্বাচিত হবারও সুযোগ লাভ করে। ১৯৩৩ সালে পৌরসভার সংশোধিত আইনের ২৩ ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা যদি নিম্নরূপ হয় তবেই তিনি পৌরসভা নির্বাচনে ভোটার হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

(ক) কমপক্ষে একুশ বৎসর বয়স্ক বৃটিশ প্রজা

(খ) পৌর এলাকার কমপক্ষে এক বছর বসবাসকারী বা কোন হোল্ডিং এর মালিক।

(গ) কমপক্ষে আট আনা পরিমাণ পৌরকর বা ফি প্রদানকারী বা আয়কর প্রদানকারী বা একজন গ্রাজুয়েট বা মেট্রিকুলেশন

Dhaka University Institutional Repository

পাস কিংবা সিনিয়র মাদ্রাসা বা সংস্কৃত টাইটেল পরীক্ষায় পাস, তালিকাভুক্ত চিকিৎসক, একজন উকিল বা মোক্তার, যিনি পৌরসভা মধ্যস্থিত কোন এলাকার নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করেন।

পৌরসভার কার্যকাল অর্থাৎ মেয়াদ ছিল চার বৎসর।[৩৭]

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসকগণের অবসান ঘটলেও দেশের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে ১৯৫৭ সালে সংশোধিত আইনানুসারে। স্থানীয় স্বায়ত্তাশাসিত সরকারসমূহ খুব বেশী দিন তাদের কর্মপ্রবাহ গতিশীল রাখতে পারেনি আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র নামের অভিনব ব্যবস্থার জন্য।

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও বৃটিশ আমলের প্রণীত বিধানানুসারে দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫৭ সালের সংশোধিত আইনানুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের কারণে তার স্থায়িত্ব বেশী দিন ছিল না।

১৯৫৯ সালের ২৭শে অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে এক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রের দ্বারা গ্রাম এলাকার চার স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। যথা–

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল
২। থানা কাউন্সিল
৩। জেলা কাউন্সিল এবং
৪। বিভাগীয় কাউন্সিল

Dhaka University Institutional Repository

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল

ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল একক। প্রতি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ এবং প্রতি ইউনিয়নে দশ থেকে পনেরটি নির্বাচনী একক ছিল।[৩৮]

২। থানা কাউন্সিল

বৃটিশ শাসনামলে থানা পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন সৃষ্টি হয়েছিল অনেক পরের দিকে। ১৯০৭ সালের হব হাউজ কমিটি সর্বপ্রথম সাধারণ প্রশাসনিক স্তর মহকুমা পর্যায়ের নিম্নে আনয়নের জন্য মতামত প্রদান করেন, কারণ তখন পর্যন্ত মহকুমাই ছিল সর্বনিম্ন স্তর।[৩৯] ১৯৫৯ সালে থানা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দ্বিতীয় স্তরে ছিল থানা কাউন্সিল কিন্তু এখানে কোন নির্বাচিত সদস্য ছিল না। অর্থাৎ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব গড়ে তোলার কোন অবকাশ এখানে প্রতীয়মান হয় না।

৩। জেলা কাউন্সিল

পূর্বের জেলা বোর্ড নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশ বলে জেলা কাউন্সিল হয়। এই জেলা কাউন্সিলের সদস্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত হতো। ১৯৬৮ সালে "লোকাল কাউন্সিল সার্ভিস" নামে একটি নতুন আইন করা হয়। উক্ত আইনানুসারে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকারের জেলা কাউন্সিলের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

৪। বিভাগীয় কাউন্সিল

১৮২৯ সালের ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থার সুগঠনের জন্য বিভাগ ও প্রতিবিভাগের জন্য বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। এদের সদস্য সংখ্যাও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হতো। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশানুসারে বিভাগীয় কাউন্সিলে নির্বাচনের কোন বিধান ছিল না। মূলত: বিভাগীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল সমন্বয়কারী হিসাবে অর্থাৎ জেলা কাউন্সিল, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করাই ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের মূল কাজ। বিভাগীয় কাউন্সিলকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সরকার বলার কোন যৌক্তিকতা নেই কেননা এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি ছিল।[৪১]

পৌরসভা

পনের হাজারের কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহর হলে টাউন কমিটি ও তার অধিক হলে পৌর কমিটি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল শহরাঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন সদস্য জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচিত পৌর কমিশনারগণ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করতেন। সরকার মনোনীত ব্যক্তিই হতেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। ১৯৬০ সালে পৌরসভার জন্য একটি অধ্যাদেশ জারী করা হয়। যা পৌর প্রশাসন অধ্যাদেশ নামে প্রচলিত হয়। পৌর কমিটির কার্যকাল পাঁচ বৎসর ছিল।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আমল

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে মৌলিক গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নব্য স্বাধীন দেশে সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে সুসংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ পুনর্গঠনের জন্য তখন বেশী সময়ের প্রয়োজন ছিল বিধায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে ফলপ্রসূ করা সহজ ছিল না। ১৯৭২ সালের পহেলা জানুয়ারী স্থানীয় কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি[৪৩] ভেঙ্গে দেওয়া হয়। (রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-৭)

১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারী থেকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় ও তার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য মনোনীত হতেন। স্থানীয় সরকারের সকল ব্যবস্থাই ছিল অস্থায়ী কেননা নব্য স্বাধীন দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার গঠন করা কোন সহজসাধ্য বিষয় ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। উক্ত সংবিধানে দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়।

সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার গঠন এবং সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদে নারীর প্রতি সম অধিকার প্রদানের নিম্নোক্ত ঘোষণা দেয়া হয়।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯।(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯।(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এক্তাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে,–

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।[৪৪]

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮।(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮।(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮।(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮।(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এবং অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[৪৫]

সংবিধানের উক্ত বিধান অনুসারে দেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জুন মাসে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিধি প্রণীত হয়। উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান আমলের মৌলিক গণতন্ত্র নামক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় পূর্বের থানা কাউন্সিল বাতিল করে "থানা উন্নয়ন কমিটি" করা হয়। ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল "থানা উন্নয়ন কমিটি" গঠন করা হয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য ছিলেন থানা উন্নয়ন কমিটির প্রধান। একথা অনস্বীকার্য যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন লেশ থানা উন্নয়ন কমিটির কোন কার্যক্রমে খুঁজে পাওয়া যায়নি।[৪৬]

১৯৭২ সালের ২৮ শে এপ্রিল জেলা কাউন্সিলের পরিবর্তে 'জেলা বোর্ড' গঠন করা হয়। জেলা প্রশাসক ছিলেন এই জেলা বোর্ডের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রক জেলা বোর্ডের প্রশাসক ও সেক্রেটারী উভয়ই ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা। জেলা বোর্ডেও আমরা জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার অনুপস্থিত দেখতে পাই তাই একে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন শাখা বললে ভুল হবে না। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ঐ সালেই জেলা প্রশাসন এ্যাক্ট ১৯৭৫ জারী করা হয়। এ ব্যবস্থায় মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয়। জেলা সমূহকে জেলা গভর্ণর দ্বারা শাসন করা হবে বলে বিধান করা হয়। জেলা গভর্ণর জেলায় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন ও সহকারী হিসেবে ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

জেলা প্রশাসক। এই ব্যবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের পর একদলীয় ব্যবস্থা ও প্রবর্তিত জেলা গভর্ণর ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।[৪৭]

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে (আদেশ নং-৭) "বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বাতিল ও শাসন)" শাসনাদেশ জারি করা হয়। উক্ত আদেশ বলে পাকিস্তান আমলের সকল প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বাতিল ও এর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এই আদেশ বলেই টাউন কমিটি, শহর কমিটি ও মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা নাম দেওয়া হয় ও কার্য পরিকল্পনার জন্য সাময়িকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৪৮]

পৌরসভা গঠন করার পর এর কার্যক্রম পরিচালিত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পৌরসভা পরিচালিত করার জন্য একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান এবং কতিপয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে ইউনিয়ন কমিটির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

অপরদিকে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে (আদেশ নং-২২) "বাংলাদেশের স্থানীয় আদেশ ১৯৭৩" জারী করা হয়। উক্ত আদেশ বলে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। ১৯৭৩ সালে পূর্বে ছোট শহরের জন্য শহর কমিটি ও সভা গঠন করা হলে তার সংখ্যা পূর্বের ২৮টি থেকে ৬৯টিতে উন্নীত হয়। এই ৬৯টি পৌরসভার মধ্যে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম, খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার জন্য দুইজন মহিলা কমিশনার রাখার বিধান করা হয়। মহিলা কমিশনারগণ উক্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। এই সকল পৌরসভার মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬ সালের ২০শে নভেম্বর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ জারী করা হয়।[৫০] এই অধ্যাদেশে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদের বিলোপ সাধন করা হয় ও প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দু'জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৬ সালে প্রতিনিধি সদস্য ও সরকার সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় থানা পরিষদ। এই প্রতিনিধি সদস্যরা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য। এ সময়ে থানা পরিষদের সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন চেয়ারম্যান। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের তৃতীয় স্তর হিসেবে ছিল জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছিল নির্বাচিত সদস্য, সরকারী সদস্য এবং মহিলা সদস্যদের দ্বারা। এই মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত হতেন জেলার মহিলাদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বা কমিশনার স্বয়ং মনোনীত করতেন।[৫১]

১৯৮০ সালে (১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের) এক সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পরিষদ শব্দটির পরিবর্তন করে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" শব্দটি আরোপিত হয়। এ সময় স্বনির্ভর গ্রাম সরকার (সংগঠন ও প্রশাসন) বিধিমালা ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট।[৫২] পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সমূহের পুনর্বিন্যাসের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন।

বাংলাদেশের শহর এলাকার জন্য আছে পৌরসভা। পৌরসভা একজন চেয়ারম্যান ও কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচিত কমিশনার ও মহিলা কমিশনার সহযোগে গঠিত হয়েছিল। মহিলা কমিশনারদের সংখ্যা কোনক্রমেই নির্বাচিত কমিশনারদের দশ ভাগের এক ভাগ বেশী ছিল না। পৌরসভার অধ্যাদেশে বলা আছে, "যে সকল এলাকায় কমপক্ষে পনের হাজার লোক বসবাস করেন যেখানে জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

বর্গমাইলে অন্ততঃ দুই হাজার এবং যেখানে তিন চতুর্থাংশ জনশক্তির জীবিকার্জনের পন্থা কৃষির উপর নির্ভরশীল নয়, সেসব এলাকা শহর বলে পরিগণিত হবে"।[৫৩] আর শহর এলাকায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

১৯৮৩ সালের ৯ই আগষ্ট স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী করেন।[৫৪] পূর্বের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের সাথে এর পার্থক্য লক্ষ্যণীয় হয় মহিলা সদস্য মনোনয়নে। পূর্বে দুই জন মহিলা সদস্য মনোনয়ন দেবার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পরবর্তী অধ্যাদেশে তিন জন মহিলা সদস্য মনোনয়ন ব্যবস্থা করা হত। মহিলা সদস্যগণ নিজ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হতেন। এর কার্যকাল তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর করা হয়।[৫৫] এরশাদ সরকারের শাসনামলে মহকুমা স্তর বাতিল করে জেলায় রূপান্তর করার সুপারিশ করা হয়।[৫৬]

প্রশাসনকে সুগঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকার (থানা পরিষদ ও থানা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ জারী করা হয় ১৯৮২ সালে। আবার সকল থানাকে উন্নীত থানায় পরিণত করা হয় যার সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬০টিতে। এই সকল উন্নীত থানার নাম করা হয় উপজেলা হিসেবে। এই সকল উপজেলার অন্তর্গত সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার কাজের সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও উপজেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৭৫ সালের স্থানীয় শাসন অধ্যাদেশ জেলা পরিষদ গঠনের জন্য যাবতীয় বিধি বিধান প্রণয়ন করেন এবং প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পূর্বের মহকুমা সমূহকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয়।[৫৭] একশত পাঁচটি পৌরসভার মধ্যে প্রথমে চারটি ও পরে দুইটি পৌরসভাকে কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭৮ সালে পৌরসভার এক সংশোধনী অধ্যাদেশ অনুসারে ঢাকা পৌরসভাকে পৌর কর্পোরেশনের মর্যাদা দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের পঁচাত্তর জন নির্বাচিত কমিশনার, দশ জন মনোনীত মহিলা কমিশনার ও পাঁচ জন সরকারী সদস্য ছিলেন। নির্বাচিত সদস্যগণের মিলিত ভোটের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজন কমিশনারকে মেয়র ও তিন জনকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করা হতো। পৌরসভার কার্যকাল ছিল পাঁচ বছর।[৫৮] চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারের সংখ্যা আটত্রিশ জন, মনোনীত মহিলা কমিশনার তিন জন এবং সরকারী সদস্যের সংখ্যা সাত জন। নির্বাচিত কমিশনারগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজন মেয়র এবং একজনকে ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন।

অপরদিকে খুলনা পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারের সংখ্যা ২৯ জন। মনোনীত মহিলা কমিশনারের সংখ্যা পাঁচ জন। সরকারী সদস্যের সংখ্যা পাঁচ জন ছিল। কমিশনারদের ভোটের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল।

১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করার পর ১৯৯১ সালের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরশাদ আমলের উপজেলা পরিষদ বাতিল করা হয় ১৯৯১ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে। তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিশন দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনা করেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়।[৫৯] ১৯৯১ সালের পর নতুন বেসামরিক সরকার স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রেখে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের একটি সুযোগ পেয়েছিল। এই পর্ব ভূমিকায় Local Government Review Commissoin গঠিত হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে কমিশনের দাখিলকৃত প্রস্তাবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকল কর্মকর্তাকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা সম্বলিত দ্বিস্তর

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামোর কথা ছিল। এই Local Government Review Commissoin এর সুপারিশমালা কখনই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি।[৬০]

জাতীয় সংসদে ১৯৯৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধন এ্যাক্ট ১৯৯৩তে ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমানে তিনটির স্থলে নয়টি ওয়ার্ড গঠন এবং নয়টি ওয়ার্ড থেকে নয় জন সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়। বর্তমানে মনোনীত মহিলা সদস্যের পরিবর্তে প্রস্তাবিত আইন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে তিন জন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়।[৬১]

অন্যদিকে শহরাঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য ১৯৮৮ সালে ৩রা মার্চ বাংলাদেশের চারটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল না বললেই চলে। রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের ত্রিশটি আসনের মধ্যে সাতটি ওয়ার্ডে প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন এবং নয়টি আসনে কোন প্রার্থী না থাকায় জন্য নির্বাচন স্থগিত থাকে। অবশিষ্ট ১৪টি ওয়ার্ডে মোট ৩০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[৬২] এরশাদ সরকার পতনের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার কর্পোরেশনের মেয়র পদ বাতিল করেন। বিএনপি সরকার গঠন করার পর দেশের চারটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে মনোনয়ন দান করেন।

১৯৯২ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে সংসদে পৌর কর্পোরেশনের উপর বিল পাস হয়। বিলগুলোর শিরোনাম হল– "ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বিল সংশোধন বিল ৯২"। এতে সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ তিন থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর এবং কমিশনারদের মোট সংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের নির্বাচনের ফলাফল

Dhaka University Institutional Repository

গেজেটে প্রকাশের সাথে সাথে কর্পোরেশন পুনর্গঠিত এবং পুনর্গঠিত কর্পোরেশন কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উপর একটি বিল অনুমোদন লাভ করে। এই বিলে সিটি কর্পোরেশনের নাম পৌর কর্পোরেশন করার বিধান রাখা হয়। কিন্তু বিরোধী দলের আপত্তির মুখে সিটি কর্পোরেশন নামই অব্যাহত থাকে। এমনিভাবে চারটি শহরের জন্য সিটি কর্পোরেশন সংশোধন এ্যাক্ট ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাস হয়। এই এ্যাক্টে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়র নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কমিশনার পদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়। এই মহিলা কমিশনাররা মেয়র ও কমিশনারদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।[৬৩]

পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চেষ্টা বা যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য নির্ধারকসমূহ, বিশেষতঃ পুরুষদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ্য ভূমিকা পালন করতো, ফলে মনোনীত সদস্যরা পরিষদের সভায় আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় সুযোগ পেতেন না। এমনকি পরিষদের সভায় উপস্থিতও থাকতেন না। সাধারণত নারী সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকলেও যাদের মাধ্যমে (চেয়ারম্যান ও ইউনিয়নে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল) নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি সমর্থন দিয়ে যেতেন এবং পুরুষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধঃস্তন ভূমিকা মেনে নিতেন।[৬৪]

এর ফলে দেখা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা তার সুফল ভোগ করার সুযোগ মহিলা সদস্যরা পেতেন না। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার কারণে পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন করতেন। এরই প্রেক্ষিতে মহিলা সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জাগ্রত হতে থাকে। ১৮ শতকে ভোটাধিকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তারই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভোটে নারী সদস্য নির্বাচন এবং নারী পুরুষের ক্ষমতার সুষম বণ্টনের দাবি উঠে এসেছে।

আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন নারী সংগঠন এনজিও এবং সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি জানানো হতে থাকে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এর পেছনে আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিষয়টি সম্পৃক্ত।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সালকে নারী বর্ষ ও ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজি প্রবাহে নারী উন্নয়ন বিষয়টি নারী শিক্ষা ও নারী কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

বাংলাদেশে '৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নারী বিষয়ক কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

436747

এরই প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কার লক্ষ্যে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার রিপোর্ট ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার সুপারিশ করা হয়। এসব প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এ্যাক্টে ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ভাগ করা হয় এবং প্রতি ৩টি ওয়ার্ড থেকে ১ জন করে ৩ জন নারী সদস্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নারী ও পুরুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) এ্যাক্টের বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২০ জন নারী চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে এবং ১২,৮২৮ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচন পূর্বের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। নারীদের মধ্যে এবারই প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এ কারণে গ্রামে গ্রামে নারী ভোটারদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে ১৯৯৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় শাসন কাঠামোতে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের যে সুযোগ ছিল না, তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার মধ্য দিয়ে।

৩.১২ স্থানীয় শাসনের বিবর্তন কাল

রেখাচিত্র ৩.৩ ঃ স্থানীয় শাসনের বিবর্তন কাল

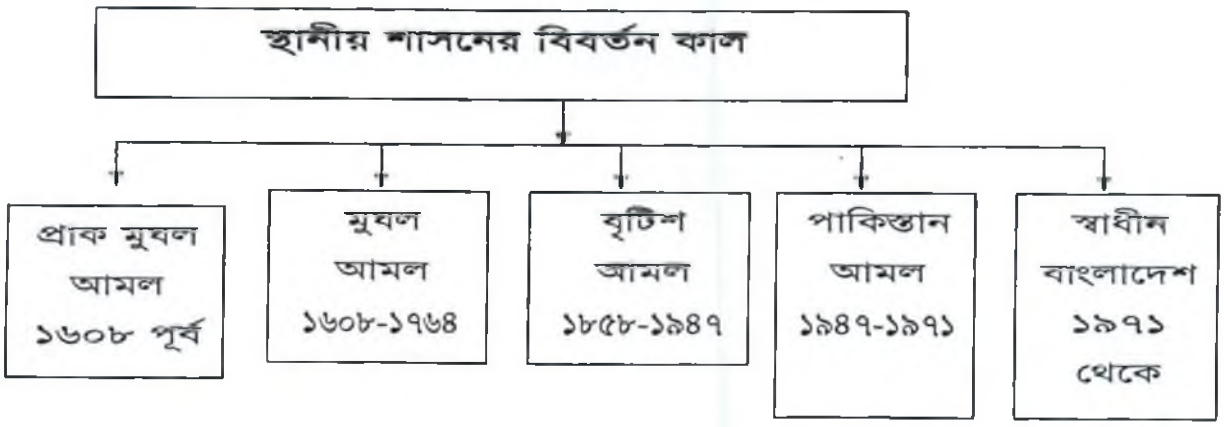

উৎস ঃ www.dhakacity.org

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৩ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কি?

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার বলতে বুঝি এমন ধরণের সরকার ব্যবস্থা যা ছোট ছোট এলাকায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থা। যেমন আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

ইন্ডিয়ান ষ্টেটুটরী কমিশনের ভাষ্য অনুসারে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অর্থ "একটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, যা স্থানীয় নির্বাচকদের নিকট দায়ী, যে ব্যবস্থা পরিচালনায় আইন, শাসন, এমনকি নিজস্ব তহবিল সৃষ্টির মানসে এলাকার জনসাধরণের উপর করারোপ করতে পারে এবং দায়িত্ব পালন ও সরকারের সামঞ্জস্য বিধানে একটি প্রশিক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে"।[৬৬]

জন ক্লার্ক বলেন, "স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার জাতীয় বা প্রাদেশিক সরকারের সেই অংশ, যা শুধু সেই কাজ করে যা স্থানীয় জনসাধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকে"।[৬৭]

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুসারে, "স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার বলতে জাতীয় বা প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ বা উপ-বিভাগকে বুঝায়, যা আইনের দ্বারা সৃষ্টি, স্থানীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ বিস্তার এবং প্রয়োজনবোধে করারোপ করতে পারে। ইহা নির্যাতিত বা মনোনীত হতে পারে"।[৬৮]

আফলানের কথানুসারে, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল বিষয় হল এটা স্থানীয় একটি সরকার ব্যবস্থা এবং তার স্বায়ত্তশাসন আছে"।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এবং স্বীয় প্রক্রিয়ায় পরিচালিত।[৭০]

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হল– "নির্বাচিত সংস্থা, সদস্যবৃন্দ স্থানীয় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তারা কার্যাদি সম্পাদনে জনগণের কাছে দায়ী"।[৭১]

স্থানীয় সরকারের মত শুধুমাত্র প্রশাসনিক একক নয়, এসবের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ ঘটে। স্থানীয় সরকারের অনুরূপ প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধঃস্তন ইউনিট নয়– যা শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করে মাত্র। বরং বলা যায়, সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংগ স্বরূপ স্থানীয় এলাকায় সামর্থ অনুসারে স্ব-শাসন বলবৎ রাখে। ইহা স্থানীয় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা এবং জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সরকার অর্থাৎ গণতন্ত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

৩.১৪ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ

পূর্বেকার ব্যবস্থায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত "ইউনিয়ন কাউন্সিল" বর্তমান ব্যবস্থায় "ইউনিয়ন পরিষদ" নামে পরিচিত।

ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার যা নির্ধারিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে এবং প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১৯৪৭ সনের স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী পূর্বের তিনটি ওয়ার্ডকে ৯টি ওয়ার্ড করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ ১৩ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। এ নতুন অবকাঠামোতে আছে মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসন। যে আসনে শুধুমাত্র মহিলারা জগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৫ ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামো

রেখাচিত্র ৩.৪ ঃ ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান কাঠামো

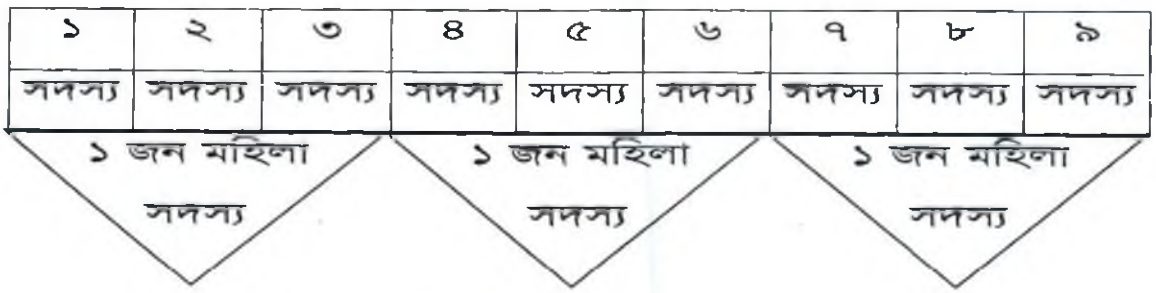

উৎস ঃ The Journal of Local Government Publication by the National Institute of Local Government. P. 65

সারণী ৩.৩ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১৯৭৩-১৯৯৭ নারী প্রার্থী ও চেয়ারপার্সনের সংখ্যা

নির্বাচন বছর	ইউপির সংখ্যা	নারী প্রার্থী	নারী চেয়ারপার্সন (সংখ্যা)
১৯৭৩	৪,৩৫০	-	১
১৯৭৭	৪,৩৫২	-	৪
১৯৮৪	৪,৪০০	-	৪+২=৬
১৯৮৮	৪,৪০১	৭৯	১
১৯৯৩	৪,৩৫২	১১৫	১৩+১১=২৪
১৯৯৭	৪,১৯৮	-	২০

উৎস ঃ সৈয়দ রওশন কাদির, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৬ ১৯৯৭ সালের ৭ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ নারী প্রথম প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। প্রথম দফায় মোট ১২ হাজার ৮৮২টি সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ৪৩ হাজার ৭৬৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এদের মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৯ এবং ১ হাজার ৬৯ জন যথাক্রমে চেয়ারম্যান, নারী ও সাধারণ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সারাদেশে যদিও ৪৩ হাজার ৯৬৯ জনেরও বেশী নারী ১২ হাজার ৮শ'র অধিক সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রায় ১৩ হাজার নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন ৫৯২ জন। ২০ জন নারী চেয়ারম্যান পদে এবং ১১০ জন নারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত হন।

সারণী নং ৩.৪ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (চেয়ারম্যান পদে মহিলা)

মোট প্রতিদ্বন্দ্বি	২৩২
মোট বিজয়ী	২২
চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর শতকরা হার	১.০৯ ভাগ (মোট প্রার্থী ২১,৩৭৬)
চেয়ারম্যান পদে মহিলা বিজয়ী প্রার্থীর শতকরা হার	০.৫২ ভাগ

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ শাখা, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং ৩.৫ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ (সাধারণ আসনের মেম্বার পদে মহিলা)

মোট প্রতিদ্বন্দ্বি	৬১৭
মোট বিজয়ী	৮৫
সাধারণ আসনের সদস্য পদে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর শতকরা হার	০.৪৫ ভাগ (মোট প্রার্থী ১,৩৭,৯০৯)
সাধারণ আসনের সদস্য পদে মহিলা বিজয়ী সদস্যের শতকরা হার	০.২২ ভাগ

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ শাখা, ঢাকা।

৩.১৭ ২০০৩ সালের ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

২৫ জানুয়ারী থেকে ১৬ মার্চ ৫১ দিন ধরে সারাদেশের মোট ৪৭০টি উপজেলার ৪ হাজার ৪৮৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ৪ হাজার ২২৮টি ইউনিয়নে নির্বাচন হয়েছে। বাকী ২৬০টি ইউনিয়নের নির্বাচন হয়নি। কিছু ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি। আবার কিছু ইউনিয়নের সীমান্ত সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ৩টি করে সংরক্ষিত নারী আসনে মোট ৩৯ হাজার ৪১৯ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৩৯ হাজার ৩৭২টি ভোটকেন্দ্রে ভোট কক্ষের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৪৯টি। মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৮০৬ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ কোটি ১৩ লাখ ৪৪ হাজার ১০৮ জন এবং নারী ভোটার ছিল ৩ কোটি ৭১ হাজার ৬৯৮ জন। ভোট দিয়েছে মোট ৪ কোটি ৯২ লাখ ৩৭ হাজার ২শত ৫৩ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন প্রার্থীর সংখ্যা মোট ১ লাখ ৯৮ হাজার ৭০৪ জন। এর মধ্যে ৪ হাজার ২২৮টি চেয়ারম্যান পদের জন্য ২১ হাজার ৩৭৬ জন। মেম্বার বা সাধারণ সদস্য পদের জন্য ১ লাখ ৩৭ হাজার ৯০৯ জন এবং ১২ হাজার ৬৮৪টি সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য ৩৯ হাজার ৪১৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (এন.আই.এল.জি)।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৩.৫ ঃ ১৯৯৭ ও ২০০৩ সালে গড়ে প্রতি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের হার এবং ভোট প্রদানের তুলনামূলক হার

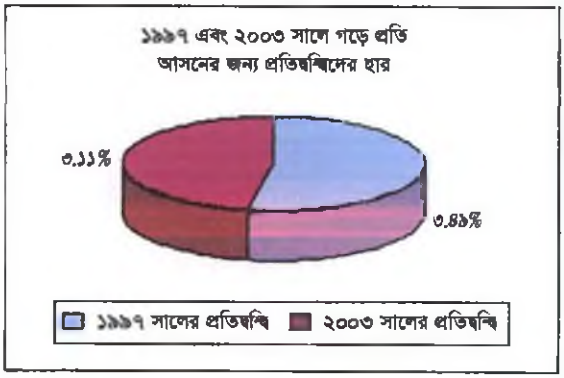

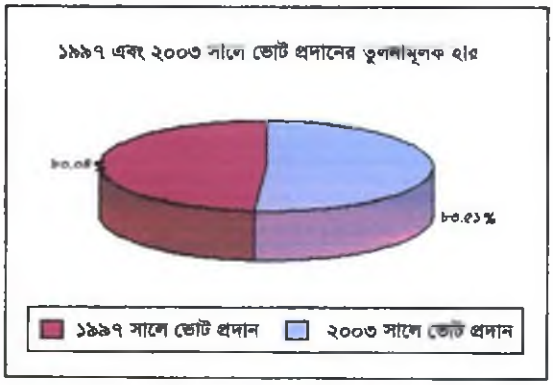

উৎস ঃ জেন্ডার এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার (জিডিআরসি) সম্পাদিত, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০০৩ : নারীর অংশগ্রহণ, মার্চ ২০০৩, পৃঃ নং ২।

৩.১৮ উপসংহার

এই অধ্যায়ে দুটো বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১। বিকেন্দ্রীকরণের মূল বিষয়গুলো

২। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিবর্তন/কাঠামো

আমাদের দেশ একটি জনবহুল দেশ। এই জনবহুল দেশে যে কোন সমস্যাকে যদি একটা কেন্দ্রীভূত সমস্যা হিসাবে দাঁড় করিয়ে ফেলা হয় তবে তার সমাধান করা কঠিন হয়ে যায়। দায়িত্ব ভাগ করে নিলে তা ছোট ছোট দায়িত্ব হয়ে যায়। আমরা তা সহজেই সমাধান করতে পারি। যেমন আমার গ্রামের শিক্ষার সমস্যা যদি আমরা নিজেরা স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে পারতাম কিংবা স্বাস্থ্য সমস্যার দায়িত্ব আমরা নিতাম, তাহলে এটা জাতীয় পর্যায়ে এত বড় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াত না। ভাগ ভাগ করে নিলে প্রত্যেকের সামনে সমস্যা কমে যেত।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি, তাই তারা সহজেই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমনঃ স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান, যৌতুক, শিশু শ্রমিক, মানুষ পাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রচারণাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ সমর্থনে জনসমাবেশ, স্থানীয় সম্পদ সমাবেশীকরণ প্রভৃতিতে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। অপরপক্ষে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যেহেতু জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান তাই সহজেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় সরকার ইউনিটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ যত বেশি সচেতন, সজাগ এবং উদ্যোগী হবে তত বেশী স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ বাড়বে।[৭২]

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারই হল যে কোন প্রকার গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রকে নিচ থেকে ভাল করে গড়ে তুলতে না পারলে কার্যকারিতা লাভ করতে পারবে না।"[৭৩]

যে কোন দেশের শাসন কাঠামোর স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত, আবার কখনও কখনও দেশের একটি বিশেষ এলাকার উন্নতি বিধানে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল পর্যায় হতে সফল হলে কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিকভাবে সাফল্য লাভ করবে। গণতন্ত্রের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রথমবারের মত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে নারীরা গণতন্ত্রের পথকে আরো সুগম ও স্বার্থক করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অবহেলিত নারী সমাজের অগ্রগতি বা ক্ষমতায়নের পথে নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক ঘটনা।

তাছাড়া সংবিধান এবং অধ্যাদেশ মহিলাদের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিষদে প্রবেশ করার পথ রুদ্ধ করেনি কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে তারা সদস্য হয়েও দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Rondinelli, Dennis A, (1981), "Government Decentralization in comparative perspective : Theory and Practice in Developing Countries" in International Review of Administrative Science, P.2

২। Encyclopaedia of social science (New York Macmillan Company, 1959) Vol. 5-6, P.43

৩। Sharma M. P, Public Administration in Theory and Practice. Alahabad : Kitab Mahal, 1976, P. 120-122

৪। White L. D Introduction to the study of public administration (New York : Macmillan and Company, 1939) P.37

৫। United Nations Organization : A Handbook of Public Administration (New York : United Nations Publications 1961) P. 63

৬। M. M. Khan "Process of Decentralization in Bangladesh in H. A Hye (ed) Decentralization, Local Government Institution and Resource Mobilization Comilla, BARD, 1985, P. 242

৭। Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries. The theory of Prismatic Society, Boston, Houghton Mifflin Co. 1964, P-342

৮। Norman Uphoff, "Local Institutions and Decentralization for Development" H.A. Hye (Ed) P. 56

৯। Ahmed Shafiqul Haque "The Illusion of Decentralization : Local Administration in Bangladesh" International Review of Administrative Sciences. Vol 52, No. 1, March 86, P. 92

১০। Norman Uphoff, "Local Institutions and Decentralization for Development" H. A. Hye (Ed), P. 52

Dhaka University Institutional Repository

১১। ড. এমাজউদ্দীন আহম্মদ (১৯৯৮) উচ্চ মাধ্যমিক পৌরনীতি, এএইচএম খলিলুর রহমান, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, পৃঃ নং ২৩৫।

১২। ড. আখতার হোসেন, গ্রন্থনা ও রচনায় "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণে গতিশীলতা ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিসরে সংযোগ", পৃঃ নং ৯।

১৩। H. F. Alderfer, Local Government in Developing Countries (New York : Mac Graw Hill Book Company, 1964), P. 178

১৪। Henry Maddick : Democracy, Decentralization and Development (Bombay : Asia Publishing House 1963) P. 26

১৫। G. D. H. Cole ; Local and Regional Government (Melbourne Cassell and Co. Ltd. 1947) P.28

১৬। W. Erick Jackson : Structure of Local Government in England and Wales (London : Longmans Green and Co. Ltd. 1962) P.1

১৭। J. J. Clarke ; Outlines of Local Government of United Kingdom (London Sir Issac Pitman and Sons Ltd. 1960) P.1

১৮। মুহাম্মদ আব্দুল কাদের থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা ৫ম বর্ষ, সংখ্যা কার্তিক, ১৪০৭, পৃঃ নং ৫৭।

১৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, পৃঃ নং ৪৩।

২০। দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ মে, ২০০৭, পৃঃ নং ১।

২১। মুহাম্মদ আব্দুল কাদের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা ৫ম বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৭, নভেম্বর, ২০০০, পৃঃ নং ৫৭-৫৮।

২২। Ibid পৃঃ নং ৫৮।

২৩। Ibid পৃঃ নং ৫৯।

২৪। The Calcutta Gazzetee, 9 March 1870 (Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1970)

Dhaka University Institutional Repository

২৫। Rokeya Rahman Kabeer : Administrative Policy of the Gevernment of Bengal (1870-1896) Dhaka : NIPA 1965, Part II, P. 8

২৬। CE Buckland : Bengal Under the Lieutenant Governments Calcutta : Kedar Nath Bose Ltd. 1902, Vol. II, P.805

২৭। মোঃ মকসুদুর রহমান, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, আলীগড় লাইব্রেরী, রাজশাহী, পৃঃ নং ৩৪।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৬।

২৯। Royal Commission Upon Decentralization in India : 1907-09 Op. Cit. Para 601

৩০। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৪২।

৩১। The Report on the Administration of Bengal (1886-87) Calcutta Bengal Secretariat Book Depot. 1888

৩২। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৪২।

৩৩। এমাজউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, ঢাকা ঃ গোল্ডেন বুক হাউজ, ১৯৮০, পৃঃ নং ৩৮৭।

৩৪। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৫২।

৩৫। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৫৩।

৩৬। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৭৭।

৩৭। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৮০।

৩৮। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ৮৩।

৩৯। M. Anisuzaman : The Circle Officer : A study of his role, Dhaka NINA, 1961, P.10

৪০। M. Anisuzaman, Ibid. P. 144

৪১। The Upazila : A Study in Political Administration Relationship in Bangladesh. The Journal of Local Government (Dhaka NILG, 1986) Special issue on Upazila P. 47

Dhaka University Institutional Repository

৪২। The Municipal Administration Ordinance 1960, Section 7-12

৪৩। "Bangladesh Local Council and Municipal Committee Dissolution and Amendment Order : 1972 January 20 Dhaka. BG Press 1972 Art 3(1)A

৪৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃঃ নং ৪৩।

৪৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃঃ নং ১৯।

৪৬। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত পৃঃ নং ২২।

৪৭। Shaikh Maqsood Ali, Deen Tralization and Peoples Participation in Bangladesh, (Dhaka NIPA, 1983, P. 57-58)

৪৮। মোঃ মকসুদুর রহমান প্রাগুক্ত পৃঃ নং ২২।

৪৯। Bangladesh Local Council and Municipal Committee Dissolution and Amendmnet Order, 1972.

৫০। Local Government Ordinance 1976 (Ordinance No. X c of 1976)

৫১। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ১৬৯।

৫২। The Pourashava Ordinance, 1977, Dhaka, Bangladesh Government Press, 1977, Section 3(1)

৫৩। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ১৯৫।

৫৪। ফিরোজা বেগম, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, ফাকলী প্রকাশনী, ২০০১, পৃঃ নং ৩৬৪।

৫৫। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৬৭।

৫৬। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৬৮।

৫৭। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৭২-৩৭৩।

৫৮। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৭৫।

৫৯। মোঃ মকসুদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ২৫০।

৬০। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৩২।

৬১। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৩৬।

৬২। ফিরোজা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ নং ৩৭৬।

৬৩। "দৈনিক সংবাদ", জুলাই ২৫, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪। জারিনা রহমান খান, বাংলাদেশ গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থার অংশগ্রহণ।

৬৫। মুহাম্মদ আনু, ১৯৯৭ নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, পৃঃ নং ৭৬।

৬৬। The Report of the Indian Statutory Commission, 1930 (Simon Commission) The Government of Bengal HMSO May, 1930, Vol. 1, P. 298 (Sir John Simon was the Chairman)

৬৭। J. J. Clarke, Outlines of Local Government of United Kingdom (London : Sir Issac Pitman and Sons Ltd. 1960 P.19

৬৮। Alderfer, Opcil, P. 176

৬৯। N. U. Akpan, Epitaph to Indirect Rule (London : Frances and Co. Ltd. 1967), P.47

৭০। Encyclopaedia Britanica, Op. cit. P.179

৭১। Sir Ivor Maud, et al, Local Government in England and Wales (Toronto : Oxford University Press, 1964) P. 5

৭২। Hye, H A, (1998), 'Good Governance : An International Conference; Local Government Division, Ministry of LGRD and Co-operatives, Dhaka.

৭৩। Bhardwaj, R. K. Municipal Administration in India, Jullander : Sterling Publisher (P.) Ltd., 1970, P.116

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (পুরুষ)

৪.১ ভূমিকা

৪.২ জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (পুরুষ)

৪.৩ সারমর্ম (পুরুষ)

এবং

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (নারী)

৪.১ ভূমিকা

৪.২ জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (নারী)

৪.৩ সারমর্ম (নারী)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (পুরুষ)

৪.১ ভূমিকা

বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী অংশগ্রহণের উপর গবেষণা কাজ করতে যেয়ে আমি মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি। নরসিংদী জেলার জিনারদী ইউনিয়ন থেকে ১০০ জনের একটি মতামত জরিপ করা হয়। এদের মধ্যে ৫০ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারী। জরিপ করতে যেয়ে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পাওয়া গেছে। এই তথ্যগুলোকে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছি এই অধ্যায়ে।

এই জরিপের প্রয়োজনে আমি উত্তরদাতাদের দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছি- পুরুষ ও নারী। যাদের বয়স ১৮ তাহাদের পুরুষ বা নারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

সারণী-৪.১ ঃ জনমত জরিপে সাক্ষাৎকারদানকারী উত্তরদাতার (পুরুষ) বয়সের বিবরণ

বয়স/বছর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১৮-৩০ বছর পর্যন্ত	১৬	৩২%
৩১-৪০ বছর	১৫	৩০%
৪১-৫০ বছর	১২	২৪%
৫১-৬০ বছর	৪	৮%
৬১- বছরের উর্ধ্বে	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

৫০ জন উত্তদাতার মাঝে সর্বোচ্চ ১৬ জনের (৩২%) বয়স ১৮-৩০ এর মধ্যে। ৩১-৪০ বছর পর্যন্ত বয়সী উত্তরদাতার সংখ্যা ১৫ জন (৩০%), ৪১-৫০ বছরের মধ্যে অবস্থানকারী সংখ্যা ১২ (২৪%), ৫১-৬০ বছরের মধ্যে আছে ৪ জন (৮%), ৬১ বছরের উর্ধ্বে আছে ৩ জন (৬%)।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী একজন নাগরিক কেবল ১৮ বৎসর হলেই ভোটাধিকার লাভ করে। সেই কারণেই ১৮ বৎসর নীচে কাউকে উত্তরদাতা হিসাবে নেইনি।

সারণী ৪.২ ঃ বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য

বৈবাহিক অবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অবিবাহিত	৮	১৬%
বিবাহিত	৪১	৮২%
বিপত্নীক	১	২%
মোট	**৫০**	**১০০%**

৫০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ৪১ জন (৮২%) উত্তর দাতাই বিবাহিত। ৮ জন (১৬%) অবিবাহিত এবং ১ জন (২%) বিপত্নীক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৩ ঃ পেশাগত পরিচিতি

পেশার নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কৃষি কাজ	১২	২৪%
ক্ষুদ্রব্যবসা	৯	১৮%
চাকুরী	৭	১৪%
শিক্ষকতা	৬	১২%
ঠিকাদার	১	২%
দিনমজুর	৩	৬%
এনজিওকর্মী	২	৪%
ছাত্র	৪	৮%
ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ	৬	১২%
মোট	৫০	১০০%

গবেষণা এলাকায় উত্তরদাতাগণ যে সকল পেশার সাথে সম্পৃক্ত তার মধ্যে- কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, চাকুরি, ঠিকাদার, দিনমজুর, এনজিওকর্মী, ছাত্র ও শিক্ষকতা পেশার সাথে সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার ১২ জন (২৪%) কৃষি কাজে নিয়োজিত। ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন ৯ জন (১৮%), চাকুরিয়ত আছেন ৭ জন (১৪%), শিক্ষকতা করছেন ৬ জন (১২%), ঠিকাদারীতে নিয়োজিত আছেন ১ জন (২%), দিনমজুর ৩ জন (৬%), এনজিওকর্মী হিসেবে কর্মরত আছেন ২ জন (৪%), ছাত্র ৪ জন (৮%), ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আছেন ৬ জন (১২%)।

আমি চেষ্টা করেছি গবেষণা এলাকায় সব ধরণের পেশার সাথে নিয়োজিত লোকদের কাছ থেকে নারী ক্ষমতায়নের ব্যাপারে মতামত জানতে যাতে একটি সঠিক চিত্র ফুটে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৪ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার স্তর	উত্তরদাতায় সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	৩	৬%
১-৫ম শ্রেণী	৮	১৬%
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী	৬	১২%
এস.এস.সি	৫	১০%
এইচ.এস.সি	৫	১০%
স্নাতক	১৬	৩২%
স্নাতকোত্তর	৬	১২%
বলেননি	১	২%
মোট	৫০	১০০%

গবেষণা এলাকায় নির্বাচিত পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জন (৬%) নিরক্ষর। ১-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে ৮ জনের (১৬%), ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীর ৬ জন (১২%), এস.এস.সি পাস ৫ জন (১০%), এইচ.এস.সি. পাস ৫ জন (১০%), স্নাতক পাস ১৬ জন (৩২%), স্নাতকোত্তর ৬ জন (১২%), বলেননি ১ জন (২%)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৫ ঃ আয় সংক্রান্ত তথ্য

বাৎসরিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজস্ব আয় নেই	৫	১০%
১,০০০ টাকা পর্যন্ত	৮	১৬%
১,০০১-৫,০০০	৭	১৪%
৫,০০১-১০,০০০	১০	২০%
১০,০০১-১৫,০০০	৬	১২%
১৫,০০১-২০,০০০	৪	৮%
২০,০০১-২৫,০০০	৪	৮%
২৫,০০১-৩০,০০০	৩	৬%
৩০,০০১ টাকার উর্ধ্বে	২	৪%
বলতে পারেনি	১	২%
মোট	৫০	১০০%

গবেষণা এলাকায় নির্বাচিত পুরুষ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫ জন (১০%) এর কোন নিজস্ব আয় নেই। ৮ জনের (১৬%) ১,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় হয়ে থাকে।

মোট উত্তরদাতার সর্বোচ্চ ১০ জনের (২০%) বাৎসরিক আয় ৫,০০১-১০,০০০ টাকা। মাত্র ২ জনের (৪%) ৩০,০০১ টাকার উর্ধ্বে আয় হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (পুরুষ)

সারণী ৪.২.১ ঃ পারিবারিক কোন্ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ছেলে মেয়ের পড়াশুনা	১২	২৪%
ছেলেমেয়ের বিয়ে	৩	৬%
সংসার খরচে অংশগ্রহণ	৩৫	৭০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৫ জন অর্থাৎ ৭০% সংসার খরচের মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে ১২ জন (২৪%) এবং ছেলেমেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে ৩ জন (৬%) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিযোজন ঃ আমাদের সমাজ যে পুরুষ শাসিত তা উপরোক্ত সারণীই প্রমাণ করছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ৭০% পুরুষরাই যেহেতু অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু সংসারের সব ধরণের সিদ্ধান্ত তাদের পছন্দ অনুসারেই হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২ ঃ রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা প্রসঙ্গে।

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সরাসরি রাজনীতি করেন	৪	৮%
সমর্থন করেন	২৮	৫৬%
রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না	১৩	২৬%
রাজনৈতিকভাবে সচেতন না	৩	৬%
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	২	৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৮ জন অর্থাৎ ৫৬% লোক রাজনীতিকে সমর্থন করেন, রাজনীতি করেন ৪ জন (৮%), রাজনীতি করতে পছন্দ করে না ১৩ জন (২৬%), রাজনৈতিকভাবে সচেতন না ৩ জন (৬%) এবং উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ২ জন (৪%)।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন করেন ঠিকই কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না।

সারণী ৪.২.৩ ঃ ভোট প্রদানে আগ্রহ আগের চেয়ে বেশী না কম?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভোট প্রদান করেন	৪২	৮৪%
করে না	৭	১৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৮৪% লোক ভোট প্রদানে আগের চেয়ে আগ্রহ বেশী বলে মত দিয়েছেন।

বিযোজন ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গ্রামীণ ভোটারগণ ভোটদানের প্রতি অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতায় পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ৪.২.৪ ঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা ছিল ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৪	৮৮%
না	৩	৬%
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	৩	৬%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৪ জন অর্থাৎ ৮৮% লোক ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতার কথা বলছে। ৩ জন অর্থাৎ ৬% লোক ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা নেই কেন জিজ্ঞেস করলে উনারা বলেন, "রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে অনেক সময় স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে না।" এদের সংখ্যা বেশি নয়।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজস্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৫ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে ভোট দেন কি ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কখনো নয়	২	৪%
মাঝে মাঝে	১৪	২৮%
সব সময়	৩৪	৬৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৪ জন (৬৮%) উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সবসময় ভোট দেন এবং মাত্র ২ জন (৪%) উত্তরদাতা কখনোই ভোট দেন না। যে সমস্ত ভোটার (৪%)কখনোই ভোট দেন না, তাদের একজন নিজের উপকার হয় না বলে ভোট দেন না এবং অপর একজন সন্ত্রাসের কারণে কখনোই ভোট দেন না।

তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের হার বেশি হওয়ার কারণ প্রধানতঃ এসব নির্বাচনের প্রার্থী তাদের পরিচিত, বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়, এজন্যই তারা ভোটদানে উৎসাহিত হন।

এছাড়া ভোটদানের হার বেশি হওয়ার আর একটি কারণ হিসাবে এনজিওদের ব্যাপক তৎপরতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

গবেষণা এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন এনজিও ভোটারকে ভোটদানে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে আসছে।

বিযোজন ঃ স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের প্রতি গ্রামীণ ভোটারেরা অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৬ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে কেন ভোট প্রদান করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নাগরিক দায়িত্ব	৩৪	৬৮%
আত্মীয়/বন্ধুত্ব	৪	৮%
এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন	১০	২০%
অন্যান্য	২	৪%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৩৪ জন (৬৮%) নাগরিক দায়িত্ব, ৪ জন (৮%) আত্মীয়/বন্ধুত্ব, ১০ জন (২০%) এলাকার স্বার্থ, ১ জন (২%) ভীতির কারণে ভোট প্রদান করেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজ স্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব ও এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

সারণী ৪.২.৭ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন ভোট দেন না ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রার্থী পছন্দনীয় নয়	২৬	৫২%
নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয়	১৩	২৬%
নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহা	১১	২২%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৬ জন (৫২%) প্রার্থী পছন্দনীয় নয় বলে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেন না। ১৩ জন (২৬%) নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয় এবং ১১ জন (২২%) নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার জন্য নির্বাচনে ভোট দেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয় এবং নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার চেয়ে প্রার্থী পছন্দনীয় নয় এর উপর সমর্থন দিয়েছেন। গ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

সারণী ৪.২.৮ ঃ ভোটদানের ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন বিষয় কি কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী	২০	৪০%
প্রার্থীর আদর্শিক বিষয়	৫	১০%
এলাকার উন্নয়ন	১৫	৩০%
নিজ গোত্র/গোষ্ঠী বা ধর্মের লোক	৪	৮%
শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য	৫	১০%
অন্যান্য	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ জন (৪০%) ভোটার প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বিবেচনা করে ভোট দিয়েছেন এবং ৫ জন (১০%) প্রার্থীর আদর্শিক বিশ্বাস, ১৫ জন (৩০%) এলাকার উন্নয়ন, ৪ জন (৮%) নিজ গোত্র/গোষ্ঠী বা ধর্মের লোক ও ৫ জন (১০%) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হবে বিবেচনা করে ভোট দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ অধিকাংশ ভোটারই প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বা আদর্শিক বিশ্বাস এবং এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন– যা গ্রামের এ যাবৎ প্রচলিত সনাতনী ধারার বিরোধী অর্থাৎ আধুনিক মানদণ্ডগুলি তাদের কাছে ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

সারণী ৪.২.৯ ঃ ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কার মতামত প্রাধান্য পায় ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজের	৪৪	৮৮%
পরিবার	৩	৬%
আত্মীয় স্বজন	৩	৬%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৪ জন (৮৮%) লোক নিজের মতানুসারে, ৩ জন (৬%) পরিবারের মতানুসারে এবং ৩ জন (৬%) আত্মীয় স্বজনের মতানুসারে ভোট দিয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আমাদের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক তাই পুরুষদের ভোটদান প্রক্রিয়াটি স্বেচ্ছাধীন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১০ ঃ আপনি কি ভোট প্রদানে অন্য কাউকে উৎসাহিত করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
না/মনে নেই	৭	১৪%
মাঝে মাঝে	১৫	৩০%
সব সময়	২৮	৫৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ৭ জন (১৪%) উত্তরদাতা ছাড়া অবশিষ্ট ৮৬% উত্তরদাতা ভোটদানের ক্ষেত্রে কম/বেশি উৎসাহিত করেছেন। এটি গ্রামীণ ভোটারদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণই ভোটদানে নিজে দানসহ অন্যকে উৎসাহিত করে থাকেন। অর্থাৎ গ্রামীণ ভোটাররা উৎসাহী অংশগ্রহণকারী।

সারণী ৪.২.১১ ঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩	৬%
না	৩৫	৭০%
মন্তব্য করছি না	১২	২৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩ জন (৬%) হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। ১২ জন (২৪%) মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। ৩৫ জন (৭০%) হুমকীর সম্মুখীন হননি বলে মত দিয়েছেন।

বিযোজন ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলিতে সন্ত্রাসের কয়েকটি বিছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন হয়ে থাকে।

সারণী ৪.২.১২ ঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে নিরুৎসাহিত করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১	২%
না	৩৯	৭৮%
মন্তব্য করছি না	১০	২০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১ জন (২%) উত্তরদাতা নির্বাচনকালীন সন্ত্রাসের কারণে অন্যদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করেন বলে জানান।

৩৯ জন (৭৮%) উত্তরদাতা নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন না। এটি গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। ১০ জন (২০%) মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

বিযোজন ঃ গ্রামীণ ভোটারদের বৃহৎ অংশটি ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন না, যা তাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১৩ ঃ আপনি কি জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জানেন	৩৬	৭২%
জানেন না	৯	১৮%
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	৫	১০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ৩৬ জন (৭২%) উত্তরদাতাই জানেন। উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ৫ জন (১০%)। জানে না ৯ জন (১৮%)। না জানার কারণ হিসাবে তারা বলেছেন নির্বাচন এবং ভোট যেহেতু তাদের কোন উপকারে আসেনা সেহেতু তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কত এবং এই নির্বাচন নিয়ে কোন উৎসাহ বোধ করেন না।

বিযোজন ঃ ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নারী সদস্যরা প্রথমবারের মত সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে গ্রামীণ জনগণ ইউনিয়নের মোট সদস্য সম্পর্কে অবহিত হয়।

সারণী ৪.২.১৪ ঃ ইউনিয়ন পরিষদে কতজন নারী সদস্য এবং কতজন পুরুষ সদস্য আছেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জানেন	৩৩	৬৬%
জানেন না	১২	২৪%
উত্তর দেননি	৫	১০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৩৩ জন (৬৬%) উত্তরদাতাই ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য এবং পুরুষ সদস্যদের সঠিক সংখ্যা বলতে পেরেছেন। ১২ জন (২৪%) উত্তরদাতা সঠিক সংখ্যা জানে না। ৫ জন (১০%) উত্তর দেননি।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের বৃহৎ অংশ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং সদস্যদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন।

সারণী ৪.২.১৫ ঃ বর্তমানে মহিলা সদস্যরা কিভাবে নির্বাচিত হন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মনোনীত	১	২%
সরাসরি ভোটে নির্বাচিত	৪৫	৯০%
জানেন না	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী এ দেখা যাচ্ছে যে, ৪৫ জন (৯০%) উত্তরদাতাই বলতে পেরেছেন যে মহিলারা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

বিযোজন ঃ নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলেন এর ফলে উত্তরদাতারা জানতে পেরেছিল নারীরা পুরুষ সদস্যদের মত নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১৬ ঃ সরকার নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা কেন করেছেন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে	২৪	৪৮%
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য	২৫	৫০%
অন্য কোন অভিমত	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৪ জন (৪৮%) নারী নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে, ২৫ জন (৫০%) নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।

সারণী ৪.২.১৭ ঃ সরাসরি ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে কি নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হচ্ছে	২৫	৫০%
হচ্ছে না	১৪	২৮%
জানি না	১১	২২%
মোট	৫০	১০০

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৫ জন (৫০%) এর মতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে, ১৪ জন (২৮%) এর মতে ক্ষমতায়ন হচ্ছে না এবং ১১ জন (২২%) বলেছে জানি না ১৪ জনের মতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শুধু সরাসরি নির্বাচনই যথেষ্ট নয় এর পাশাপাশি নারীকে শিক্ষিত করতে হবে। নারীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হবে। এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত ক্ষমতায়নের শুরুটা হয়েছে এবং যতদ্রুত সম্ভব বাকিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

সারণী ৪.২.১৮ ঃ সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য রয়েছে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪০	৮০%
না	১০	২০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে বলে ৪০ জন অর্থাৎ ৮০% হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেছেন। কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা বলেছেন– সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা মনোনীত হওয়ায় তারা চেয়ারম্যান বা পুরুষ সদস্যদের মতের বাইরে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে যখন নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে তখন নারী সদস্যরা তাদের অধিকার ফিরে পায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বেশী।

সারণী ৪.২.১৯ ঃ মহিলা সদস্যগণ এলাকায় নানাবিধ কাজকর্মে পুরুষ সদস্যদের মত সমান পারদর্শী কি না?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৩	২৬%
না	৩৭	৭৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৭ জন (৭৪%) উত্তরদাতা পুরুষই বলেছেন নারী সদস্যদের চেয়ে পুরুষ সদস্যরা কাজকর্মে বেশী পারদর্শী। এবং ১৩ জন (২৬%) বলেছেন নারীরা কাজকর্মে একাগ্র।

বিযোজন ঃ পুরুষরা সবসময়ই কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে নিজেদেরকে যোগ্য, একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল মনে করেন। তারা সবসময়ই মহিলাদেরকে দুর্বল ও অবলা ভাবেন।

সারণী ৪.২.২০ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যগণ কি কোনভাবে উপেক্ষিত হন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২৮	৫৬%
না	২২	৪৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৮ জন (৫৬%) বলেছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যগণ উপেক্ষিত হন। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি বলে চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যরা উন্নয়নমূলক কাজে আংশিকভাবে নারীদের সুযোগ দিলেও অর্থ সংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় খুব সামান্য। ফলে মহিলা সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ অর্থ সংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ সামান্য বলে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

সারণী ৪.২.২১ ঃ তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় মহিলাদের বিশেষ কোন উপকার হবে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	৭০%
না	১৫	৩০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) বলেছেন তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্যের নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় মহিলাদের যৎযাবতীয় সমস্যা সমাধানে বিশেষ উপকারে আসবে। এবং ১৫ জন (৩০%) বলেছেন কোন উপকারে আসবে না।

বিযোজন ঃ সামগ্রিক অর্থে মহিলারা শুধু মহিলাদের সমস্যা নিয়ে বেশী সময় ব্যয় করেন বলে তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২২ ঃ আপনি কি মনে করেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১০	২০%
না	৪০	৮০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০ জন (৮০%) বলেছেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নয়। কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা বলেছেন– পুরুষ সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের চেয়ে কর্মঠ ও বেশী দায়িত্বশীল। তাই এলাকায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পুরুষ প্রতিনিধিদের বিকল্প নেই।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এলাকার উন্নয়নে পুরুষ সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের চেয়ে কর্মঠ ও বেশী দায়িত্বশীল। তাই এলাকায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পুরুষ প্রতিনিধিদের বিকল্প নেই।

সারণী ৪.২.২৩ ঃ মহিলা এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে কাদেরকে প্রয়োজনে বেশি কাছে পান ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ সদস্য	৩৯	৭৮%
নারী সদস্য	১১	২২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৯ জন (৭৮%) প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদের বেশি কাছে পান বলে মত দিয়েছেন। ১১ জন অর্থাৎ ২২% বলেছেন প্রয়োজনে বেশি কাছে পান নারী সদস্যদেরকে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদের বেশি কাছে পান।

সারণী ৪.২.২৪ ঃ নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন কি ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বলতে পারছেন	২৬	৫২%
বলতে পারছেন না	১৩	২৬%
জানেন না	১১	২২%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৬ জন (৫২%) উত্তরদাতা বলছেন নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামোলা বলতে পারছে। ১৩ জন (২৬%) উত্তরদাতা বলেছেন নারীরা বলতে পারছে না। ১১ জন উত্তরদাতা (২২%) বলছেন এই ব্যাপারে তারা জানেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৫ ঃ আপনাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে কারা বেশি আন্তরিক ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ সদস্য	৩৬	৭২%
মহিলা সদস্য	১৪	২৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৬ জন (৭২%) উত্তরদাতা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ সদস্যরা বেশি আন্তরিক বলে মত দিয়েছেন। ১৪ জন (২৮%) উত্তরদাতা মহিলা সদস্যরা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিক বলে মত দিয়েছেন।

বিযোজন ঃ উপরেয় সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ সদস্যরা বেশি আন্তরিক।

সারণী ৪.২.২৬ ঃ মহিলারা সাধারণত কি ধরণের সমস্যা নিয়ে আসেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন	৩৫	৭০%
রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন	১	২%
রিলিফ বিতরণ	১১	২২%
শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড	২	৪%
নারী উন্নয়ন	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) নারী নির্যাতন, ১ জন (২%) রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন, ১১ জন (২২%) রিলিফ বিতরণ, ২ জন (৪%) শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও ১ জন (২%) নারীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, নারী নির্যাতন অর্থাৎ নারী ও মেয়ে, শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও মানসিক নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মহিলারা বেশী আসেন।

সারণী ৪.২.২৭ ঃ নারীর গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হওয়ার কারণ ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ক্ষমতাহীনতা	৯	১৮%
সামাজিক কুসংস্কার	৬	১২%
অর্থনৈতিক কারণ	১০	২০%
যৌতুক লাভের প্রবণতা	৭	১৪%
শিক্ষার অভাব	১৮	৩৬%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৯ জন (১৮%) বলেছেন ক্ষমতাহীনতা, ৬ জন (১২%) বলেছেন সামাজিক কুসংস্কার, ১০ জন (২০%) বলেছেন অর্থনৈতিক কারণ, ৭ জন (১৪%) বলেছেন যৌতুক লাভের প্রবণতা এবং ১৮ জন (৩৬%) বলেছেন শিক্ষার অভাবে নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার অভাবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৮ ঃ নারীর নিরাপত্তাহীনতার কারণ কি ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধর্মীয় কারণ	৮	১৬%
পারিবারিক শিক্ষা	৩	৬%
যৌতুক	৪	৮%
পরিবারের সমর্থন না পাওয়া	৩	৬%
অর্থনৈতিক দুর্বলতা	১৬	৩২%
সামাজিক অধঃস্তনতা	৫	১০%
এসিড নিক্ষেপ	৭	১৪%
তালাক	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬ জন (৩২%) উত্তরদাতা বলেছেন অর্থনৈতিক দুর্বলতা, ৪ জন (৮%) বলেছেন যৌতুক, ৭ জন (১৪%) বলেছেন এসিড নিক্ষেপ, ৮ জন (১৬%) বলেছেন ধর্মীয় কারণ, ৪ জন (৮%) বলেছেন তালাক, ৫ জন (১০%) সামাজিক অধঃস্তনতার কথা বলেছেন, ৩ জন (৬%) বলেছেন পারিবারিক শিক্ষার কথা এবং ৩ জন (৬%) পরিবারের সমর্থন না পাওয়ার কথা বলেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং ধর্মীয় কারণে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৯ ঃ নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে কোন বিষয়গুলো?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধর্মীয় কারণ	১৮	৩৬%
কুসংস্কার	৯	১৮%
পারিবারিক আবহ	৩	৬%
সামাজিক কারণ	৫	১০%
শিক্ষার অভাব	১৫	৩০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮ জন (৩৬%) ধর্মীয় কারণে, ১৫ জন (৩০%) শিক্ষার অভাবে, ৯ জন (১৮%) কুসংস্কারের জন্য, ৩ জন (৬%) পারিবারিক আবহ, ৫ জন (১০%) সামাজিক কারণকে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে দায়ী করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষার অভাবের জন্য নারীরা মনে করে বেশি লেখাপড়া করা দরকার নেই।

সারণী ৪.২.৩০ ঃ নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছে নারী সদস্যরা?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৯	৩৮%
না	২২	৪৪%
জানি না	৯	১৮%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯ জন (৩৮%) বলেছেন নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন। ২২ জন (৪৪%) বলেছেন নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছে না। কেন পারছে না জিজ্ঞেস করা হলে তারা বললেন নারীদের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব, অজ্ঞতা, পারিবারিক কাজের চাপের জন্য নারী সদস্যরা ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন কিনা তা ৯ জন (১৮%) জানে না বলেছেন।

বিযোজন ঃ নারীদের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব, অজ্ঞতা, পারিবারিক কাজের চাপের জন্য নির্যাতিত নারীর পক্ষে নারী সদস্যরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

সারণী ৪.২.৩১ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে ?

	উত্তরদাতা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৫	৩০%
না	৮	১৬%
জানি না	২৭	৫৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ জন (৩০%) হ্যাঁ বলেছেন, ৮ জন (১৬%) না বলেছেন। ২৭ জন (৫৪%) বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না তারা জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে কি না অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ তা জানেন না।

সারণী ৪.২.৩২ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী সদস্য	৪৬	৯২%
পুরুষ সদস্য	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৬ জন (৯২%) উত্তরদাতা বলেছেন নারী সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ৪ জন (৮%) বলেছেন পুরুষ সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ না থাকায় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উল্লেখ থাকত তাহলে তাঁরা তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকত এবং অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তা রক্ষার জন্য আন্দোলন করতে পারত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৩ ঃ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানায় আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	৭০%
না	৪	৮%
জানি না	১১	২২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) হ্যাঁ বলেছেন, ৪ জন (৮%) না বলেছেন, ১১ জন (২২%) বলেছেন তারা জানে না, দৈনন্দিন জীবন নিয়ে ব্যস্ত।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ৩৫ জন অর্থাৎ অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ মনে করেন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রামীণ জনগণকে যদি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করা যায় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে এবং গ্রামীণ জনগণও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা সেগুলি সহজে পাবে। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

সারণী ৪.২.৩৪ ঃ নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় কিভাবে ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক আবহ	৩১	৬২%
সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা	১৩	২৬%
অন্য কোন মতামত	৬	১২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১ জন (৬২%) বলেছেন নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় পারিবারিক আবহে। যেহেতু আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেহেতু নারী পিতার বাড়িতে পিতার অধীন, স্বামীর বাড়িতে স্বামীর অধীন, স্বামী মারা গেলে ছেলের অধীন। ১৩ জন (২৬%) বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়। ৬ জন (১২%) অন্য কোন মতামতকে সমর্থন করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা।

সারণী ৪.২.৩৫ ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে করণীয়?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৯	৩৮%
মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	৭	১৪%
মোটিভিশন	২	৪%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম	১৬	৩২%
রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম	৬	১২%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯ জন (৩৮%) বলেছেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৬ জন (৩২%) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, ৭ জন (১৪%) মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন। ৬ জন (১২%) রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম এবং ২ জন (৪%) মোটিভিশনের উপর জোর দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এনজিওগুলোর পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৪.২.৩৬ ঃ নারীর দল গঠনে বাধাগুলো কি ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সামাজিক	২১	৪২%
অর্থনৈতিক	৬	১২%
রাজনৈতিক	৩	৬%
ধর্মীয়	২০	৪০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২১ জন (৪২%) বলেছেন নারীর দল গঠনে প্রধান বাধা হল সামাজিক বাধা। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকার কারণে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ৬ জন (১২%) বলেছেন অর্থনৈতিক কারণে এবং ৩ জন (৬%) বলেছেন রাজনৈতিক কারণে এবং ২০ জন (৪০%) বলেছেন ধর্মীয় কারণে নারীরা দল গঠন করতে পারছেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক দল গঠনে প্রধান বাধা হলো সামাজিক এবং ধর্মীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৭ ঃ দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে কি প্রয়োজন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	১৯	৩৮%
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	১২	২৪%
সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	১৪	২৮%
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯ জন (৩৮%) উত্তরদাতা বলেছেন দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাদের মতে, নারীরা পরিবারেই ক্ষমতাহীন, তারা পরিবারের বাইরে কতটুকু নেতৃত্ব নিতে পারবে। তাই প্রথমে পরিবারে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। ১২ জন (২৪%) বলেছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ১৪ জন (২৮%) বলেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে এবং ৫ জন (১০%) বলেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে প্রথমে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৮ ঃ নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা কেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক কারণ	২২	৪৪%
ধর্মীয় বাধা নিষেধ	১০	২০%
প্রচলিত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি	৪	৮%
শিক্ষার অভাব	৪	৮%
সচেতনতার অভাব	৩	৬%
অর্থনৈতিক কারণ	২	৪%
পেশীশক্তি	১	২%
রাজনৈতিক সহিংসতা	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২২ জন (৪৪%) বলেছেন পারিবারিক কারণে, ১০ জন (২০%) ধর্মীয় বাধা নিষেধ, ৪ জন (৮%) প্রচলিত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, ৪ জন (৮%) শিক্ষার অভাব, ৩ জন (৬%) সচেতনতার অভাব, ২ জন (৪%) অর্থনৈতিক কারণ, ১ জন (২%) পেশীশক্তির কারণে ও ৪ জন (৮%) রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা পোষণ করেন।

বিযোজন ঃ উপরোক্ত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারিবারিক এবং ধর্মীয় কারণে নারীরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা পোষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৯ ঃ নারীকে কিভাবে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায় ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
শিক্ষার মাধ্যমে	২৮	৪৬%
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	৫	১০%
সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে	৭	১৪%
পারিবারিক পরিবেশ	১০	২০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৮ জন (৪৬%) শিক্ষার মাধ্যমে এবং ১০ জন (২০%) পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীকে নির্বাচনমুখী করে তোলা যাবে বলে মনে করেন। ৫ জন (১০%) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং ৭ জন সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীকে নির্বাচনমুখী করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার এবং পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করে নারীকে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪০ ঃ দলীয় পুরুষ নেতৃত্বে নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না কেন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নির্বাচনী রাজনীতি	১০	২০%
পেশীশক্তি	১৯	৩৮%
অর্থবল	২১	৪২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১০ জন (২০%) নির্বাচনী রাজনীতি, ১৯ জন (৩৮%) পেশীশক্তি এবং ২১ জন (৪২%) অর্থবলের জন্য দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসাবে শক্তিশালী মনে করেন এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না বলে মন্তব্য করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নির্ভর অর্থনীতির জন্য নারীরা যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের অধিকারী নয়। ফলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নারীরা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা। বিশেষ করে পেশীশক্তির কারণে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না নারীরা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪১ ঃ নারী অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত কেন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারীর প্রতিদিনকার কাজের অর্থনৈতিক মূল্যহীনতা	৮	১৬%
শিক্ষার অভাব	১৪	২৮%
সচেতনতার অভাব	৩	৬%
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ না করা	২৫	৫০%
মোট	**৫০**	**১০০%**

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৮ জন (১৬%) বলেছেন নারী অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত হওয়ার কারণ হলো নারীর প্রতিদিনকার কাজের অর্থনৈতিক মূল্যহীনতা। ১৪ জন (২৮%) বলেছেন শিক্ষার অভাব, ৩ জন (৬%) বলেছেন সচেতনতার অভাব এবং ২৫ জন (৫০%) বলেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪২ ঃ আপনি কি মনে করেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নিরাপদে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪২	৮৪%
না	৮	১৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪২ জন (৮৪%) বলেছেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নিরাপদভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন। কেন পারবেন এর উত্তরে বলেছেন যে, বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কর্ণধার হচ্ছেন মহিলা এবং তারা দু'জনই নিজ যোগ্যতা বলে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সফলভাবে ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন।

বিযোজন ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা আত্মবিশ্বাস থাকলে শুধু রাজনীতি নয় যে কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলারা অংশগ্রহণ করলে নিরাপদে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে।

সারণী ৪.২.৪৩ ঃ আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি সমর্থন করেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩০	৬০%
না	২০	৪০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন (৬০%) হ্যাঁ বলেছেন কারণ হচ্ছে অধিক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারী সমাজকে সচেতন করে তুলবে এবং ২০ জন (৪০%) বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেননি। কারণ হিসেবে বলেছেন– রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা। তাই অর্থনীতি ও শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেননি।

বিযোজন ঃ ব্যাপকহারে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত রূপে গড়ে তুলতে হবে।

সারণী ৪.২.৪৪ ঃ মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৫	৩০%
না	৩৫	৭০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) বলেছেন মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। তারা মনে করেন যে, এটি মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বড় পদক্ষেপ। ১৫ জন (৩০%) মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নারীদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বিযোজন ঃ রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নারীদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪৫ ঃ বর্তমান সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অবস্থান কেমন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভালো	৩০	৬০%
ভালো নয়	৫	১০%
মোটামুটি	১৫	৩০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অবস্থান সম্পর্কে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হলে ৩০ জন (৬০%) বলেছেন ভাল, ৫ জন (১০%) বলেছেন ভাল নয় এবং ১৫ জন (৩০%) বলেছেন মোটামুটি।

বিযোজন ঃ ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করায় স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে।

সারণী ৪.২.৪৬ ঃ মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
যথেষ্ট	১২	২৪%
যথেষ্ট নয়	৩০	৬০%
মোটামুটি	৮	১৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন (৬০%) বলেছেন মহিলা সদস্যরা এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাদের প্রতিশ্রুত অনেক কিছুই নানাবিধ সংকীর্ণতার জন্য করতে পারছেন না। ১২ জন (২৪%) বলেছেন যথেষ্ট কারণ মহিলারা তাদের কাজের ব্যাপারে সৎ এবং দায়িত্বশীল এবং ৮ জন (১৬%) বলেছেন মহিলা সদস্যরা এলাকাবাসীর কাছে মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য।

বিযোজন ঃ মহিলা সদস্যরা তাদের কর্মে সৎ ও দায়িত্বশীল একথা সত্য। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুত অনেক কিছুই নানাবিধ সংকীর্ণতার জন্য করতে পারছেন না বিধায় এলাকাবাসীর কাছে মহিলারা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নহে।

সারণী ৪.২.৪৭ ঃ ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে– আপনার মতামত কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৭	৭৪%
না	১৩	২৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৭ জন (৭৪%) বলেছেন ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ক্ষমতায়নের নির্দেশক হলো জাতীয় সংসদ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোয় নারীর অস্তিত্ব।

বিযোজন ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪৮ ঃ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ব্যাপক হারে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩০	৬০%
না	২০	৪০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন (৬০%) বলেছেন সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ব্যাপকহারে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ একমাত্র সাধারণ ও নির্বাচিত আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে এবং মনোনয়ন প্রাপ্ত সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। ২০ জন (৪০%) বলেছেন রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নিজেদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বিযোজন ঃ নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন।

সারণী ৪.২.৪৯ ঃ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ দেওয়া উচিত কিনা?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৫	৩০%
না	৩৫	৭০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ দেয়া উচিত কিনা– এ ব্যাপারে উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হলে ৩৫ জন (৭০%) বলেছেন মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ দেওয়া উচিত নয়। কারণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ না রেখে সামগ্রিক অর্থে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের স্বাবলম্বী রূপে গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং নারী নির্যাতন বিষয়ক সেল গঠন করে দুঃস্থ, বঞ্চিত এবং নির্যাতিত নারীদের আর্থিকভাবে সরকারীভাবে সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং ১৫ জন (৩০%) বলেছেন মহিলাদের উন্নয়নে আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ রাখা উচিত।

বিযোজন ঃ সামগ্রিক অর্থে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের স্বাবলম্বীরূপে গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং নারী নির্যাতন সেল গঠন করে দুঃস্থ, বঞ্চিত এবং নির্যাতিত নারীদের আর্থিকভাবে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই ব্যাপকভিত্তিক মহিলাদের উন্নয়ন হবে।

সারণী ৪.২.৫০ ঃ নারীদের ক্ষমতায়নে এনজিওরা কি ধরণের ভূমিকা পালন করে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সামাজিক	৫	১০%
অর্থনৈতিক	১৩	২৬%
রাজনৈতিক	৩০	৬০%
আইনগত	২	৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৫ জন (১০%) বলেছেন সামাজিক, ১৩ জন (২৬%) বলেছেন অর্থনৈতিক, ৩০ জন (৬০%) বলেছেন রাজনৈতিক এবং ২ জন (৪%) বলেছেন আইনগত ভূমিকা রাখে এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সারমর্ম (পুরুষ)

সাধারণ সারণী বিশ্লেষণে প্রাপ্ত বিযোজনের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে–

১। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিধায় সব ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পুরুষরাই নিয়ে থাকে।

২। গ্রামীণ জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন করেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না।

৩। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গ্রামীণ ভোটারগণ ভোটদানের প্রতি অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজস্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

৫। স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের প্রতি গ্রামীণ ভোটারেরা অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

৬। গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজ স্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব ও এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

৭। গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয় এবং নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার চেয়ে প্রার্থী পছন্দনীয় নয় এর উপর মত দিয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

৮। গ্রামীণ অধিকাংশ ভোটারই প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বা আদর্শিক বিশ্বাস এবং এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন– যা গ্রামের এ যাবৎ প্রচলিত সনাতনী ধারার

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী অর্থাৎ আধুনিক মানদণ্ডগুলি তাদের কাছে ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

৯। আমাদের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক তাই পুরুষদের ভোটদান প্রক্রিয়াটি স্বেচ্ছাধীন।

১০। গ্রামীণ অধিকাংশ জনগণই ভোটদানে নিজে ভোটদানসহ অন্যকে উৎসাহিত করে থাকেন। অর্থাৎ গ্রামীণ ভোটাররা উৎসাহী অংশগ্রহণকারী।

১১। গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া হুমকীর সম্মুখীন হন না।

১২। গ্রামীণ জনগণের বৃহৎ অংশটি ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন না যা তাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

১৩। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নারী সদস্যরা প্রথমবারের মত সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে গ্রামীণ জনগণ ইউনিয়নের মোট সদস্য সম্পর্কে অবহিত হন।

১৪। উত্তরদাতাদের বৃহৎ অংশ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং সদস্যদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন।

১৫। নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলেন এর ফলে উত্তরদাতারা জানতে পেরেছিল নারীরা পুরুষ সদস্যদের মত নির্বাচিত হবেন।

১৬। সরকার নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।

১৭। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত নারীর ক্ষমতায়নের শুরুটা হয়েছে এবং যতদ্রুত সম্ভব বাকীগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৮। সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। পুরুষরা সবসময়ই কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে নিজেদেরকে যোগ্য, একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল মনে করেন। তারা সবসময়ই মহিলাদেরকে দুর্বল ও অবলা ভাবেন।

২০। অর্থ সংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ সামান্য বলে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

২১। সামগ্রিক অর্থে মহিলারা শুধু মহিলাদের সমস্যা নিয়ে বেশী সময় ব্যয় করেন বলে তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

২২। এলাকার উন্নয়নে পুরুষ সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের চেয়ে কর্মঠ ও বেশী দায়িত্বশীল। তাই এলাকায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পুরুষ প্রতিনিধিদের বিকল্প নেই।

২৩। মহিলা এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদেরকে বেশি কাছে পাওয়া যায়।

২৪। নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন।

২৫। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ সদস্যরা বেশি আন্তরিক।

২৬। নারী নির্যাতন অর্থাৎ নারী ও মেয়ে, শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও মানসিক নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মহিলারা বেশী আসেন।

২৭। শিক্ষার অভাবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকায় নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

২৮। অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং ধর্মীয় কারণে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

২৯। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষার অভাবের জন্য নারীরা মনে করেন তাদের বেশি লেখাপড়া দরকার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। নারীদের প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব, অজ্ঞতা, পারিবারিক কাজের চাপের জন্য নির্যাতিত নারীর পক্ষে নারী সদস্যরা বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

৩১। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে কি না অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ তা জানেন না।

৩২। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ না থাকায় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো উল্লেখ থাকত তাহলে তাঁরা তাদের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকত এবং অধিকার ক্ষুন্ন হলে তা রক্ষার জন্য আন্দোলন করতে পারত।

৩৩। অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ মনে করেন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রামীণ জনগণকে যদি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করা যায় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে এবং গ্রামীণ জনগণও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা সেগুলি সহজে পাবে। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

৩৪। নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা।

৩৫। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এনজিওগুলোর পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩৬। নারীর রাজনৈতিক দল গঠনে প্রধান বাধা হলো সামাজিক এবং ধর্মীয়।

৩৭। দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে প্রথমে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। পারিবারিক এবং ধর্মীয় কারণে নারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অনীহা পোষণ করেন।

৩৯। শিক্ষা এবং পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীকে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়।

৪০। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নির্ভর অর্থনীতির জন্য নারীরা যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের অধিকারী নয়। ফলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নারীরা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। বিশেষ করে পেশীশক্তির কারণে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না নারীরা।

৪১। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

৪২। শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা আত্মবিশ্বাস থাকলে শুধু রাজনীতি নয় যে কোন প্রতিষ্ঠানে মহিলারা অংশগ্রহণ করলে নিরাপদে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে।

৪৩। ব্যাপকহারে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত রূপে গড়ে তুলতে হবে।

৪৪। রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নারীদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

৪৫। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করায় স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে।

৪৬। মহিলা সদস্যরা তাদের কর্মে সৎ ও দায়িত্বশীল একথা সত্য। কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুত অনেক কিছুই নানাবিধ সংকীর্ণতার জন্য করতে পারছেন না বিধায় এলাকাবাসীর কাছে মহিলারা যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নহে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮। নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সরাসরি নির্বাচন।

৪৯। সামগ্রিক অর্থে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের স্বাবলম্বীরূপে গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং নারী নির্যাতন সেল গঠন করে দুঃস্থ, বঞ্চিত এবং নির্যাতিত নারীদের আর্থিকভাবে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই ব্যাপকভিত্তিক মহিলাদের উন্নয়ন হবে।

৫০। এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার চেয়ে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (নারী)

৪.১ ভূমিকা

নারীর সামাজিকীকরণের প্রথম প্রক্রিয়াটি শুরু হয় পরিবারের পিতা এবং বিবাহ পরবর্তী সময়ে স্বামী দ্বারা। মূলতঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণেই। সামাজিকীকরণে পিতা ও মাতা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ঔচিত্য অনৌচিত্যের বিষয়টি তাঁরা এমন ভাবে নির্ধারণ করে দেন যাতে তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকে।

গবেষণা এলাকা নির্বাচিত ৫০ জন নারী উত্তর দাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য তাদের বয়স, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাৎসরিক আয়কে সূচক হিসাবে ধরা হয়েছে। নির্বাচিত নারী উত্তর দাতা সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি কি ধরণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে ইউনিয়ন পরিষদ নারী প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এই ব্যাপারে ধারণা প্রাপ্তির জন্য উল্লিখিত সূচক তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী-৪.১ ঃ জনমত জরিপে সাক্ষাৎদানকারী উত্তর দাতার (নারী) বয়সের বিবরণ

বয়স/বছর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১৮ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত	২১	৪২%
৩১-৪০ বছর পর্যন্ত	১৩	২৬%
৪১-৫০ বছর পর্যন্ত	৯	১৮%
৫১-৬০ বছর পর্যন্ত	৫	১০%
৬১ বছরের উর্ধ্বে	১	২%
বয়স সম্পর্কে ধারণা নেই	১	২%
মোট	৫০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

৫০ জন উত্তর দাতার মাঝে সর্বোচ্চ ২১ জনের (৪২%) বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে। ৩১-৪০ বছর বয়সী উত্তর দাতার সংখ্যা ১৩ (২৬%)। ৪১-৫০ বছর বয়সী উত্তর দাতার সংখ্যা ৯ জন (১৮%), ৫১-৬০ বছর বয়সী উত্তর দাতার সংখ্যা ৫ জন (১০%), ৬১ বছর বয়সের উর্ধ্বে উত্তরদাতার সংখ্যা ১ জন (২%)। মাত্র ১ জন (২%) বয়স সম্পর্কে কিছু বলতে পারেনি।

সারণী ৪.২ ঃ বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য

বৈবাহিক অবস্থা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
অবিবাহিত	১৪	২৮%
বিবাহিত	৩২	৬৪%
বিধবা	৩	৬%
স্বামী পরিত্যক্ত	১	২%
মোট	৫০	১০০%

সংখ্যাগরিষ্ঠ ৩২ জন (৬৪%) নারী উত্তর দাতাই বিবাহিত। ১৪ জন (২৮%) অবিবাহিত। ৩ জন (৬%) বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত ১ জন (২%)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪.৩ ঃ পেশাগত পরিচিতি

পেশার নাম	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
গৃহকর্ম	২৮	৫৬%
শিক্ষকতা	৬	১২%
উন্নয়ন কর্ম	১	২%
মৌসুমী কাজ	১	২%
পড়াশোনা	৫	১০%
রাজনীতি	১	২%
ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	৩	৬%
হাঁস মুরগীর ফার্ম/ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	৪	৮%
এনজিও কর্মী	১	২%
মোট	৫০	১০০%

গবেষণা এলাকায় নির্বাচিত নারী উত্তর দাতারা যে সকল পেশার সাথে সম্পৃক্ত তন্মধ্যে গৃহকর্ম, শিক্ষকতা, উন্নয়ন কর্ম, মৌসুমী কাজ, পড়াশোনা, রাজনীতি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, হাঁস মুরগীর ফার্ম/ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছেন।

সর্বোচ্চ সংখ্যক অথ্যাৎ ২৮ (৫৬%) উত্তর দাতারা বলেছেন তারা গৃহিণী। ৬ জন (১২%) বলেছেন শিক্ষকতা করেন। তার মধ্যে ৩ জন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২ জন বেসরকারী মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, ১ জন সরকারী কলেজের প্রভাষক। ১ জন (২%) উন্নয়ন কর্ম, ১ জন (২%) মৌসুমী কাজ, ৫ জন (১০%) লেখাপড়া করেন, ১ জন (২%) রাজনীতি করেন, ৩ জন (৬%) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ৪ জন (৮%) হাঁস মুরগীর ফার্ম/ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের সাথে জড়িত ও ১ জন (২%) এনজিও কর্মী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৪ ঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার স্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিরক্ষর	৫	১০%
১ম-৫ম শ্রেণী	৭	১৪%
৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী	১১	২২%
এস, এস, সি	১০	২০%
এইচ,এস,সি	৮	১৬%
স্নাতক	৫	১০%
স্নাতকোত্তর	৩	৬%
বলেননি	১	২%
মোট	৫০	১০০%

গবেষণা এলাকা নির্বাচিত নারী উত্তর দাতাদের মধ্যে ৫ জন (১০%) নিরক্ষর, শিক্ষায় স্তর বিন্যাসে দেখা যায় ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে ৭ জনের (১৪%)। ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীর ১১ জন (২২%), এস, এস, সি ১০ জন (২০%), এইচ, এস, সি ৮ জন (১৬%), স্নাতক পাস ৫ জন (১০%)। স্নাতকোত্তর ৩ জন (৬%), বলেননি ১ জন (২%)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৫ ঃ আয় সংক্রান্ত তথ্য

বাৎসরিক আয়	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজস্ব আয় নেই	২১	৪২%
১০০০ টাকা পর্যন্ত	৫	১০%
১০০১-২০০০ টাকা পর্যন্ত	৩	৬%
২০০১-৩০০০ টাকা পর্যন্ত	৪	৮%
৩০০১-৪০০০ টাকা পর্যন্ত	৫	১০%
৪০০১-৫০০০ টাকা পর্যন্ত	৩	৬%
৫০০১-৬০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
৬০০১-৭০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
৭০০১-৮০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
৮০০১-৯০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
৯০০১-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২	৪%
১০,০০১-১১,০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
১১,০০১-১২,০০০ টাকা পর্যন্ত	১	২%
১২,০০১ টাকার উর্ধ্বে	১	২%
মোট	৫০	১০০%

বাৎসরিক আয় সম্পর্কিত প্রশ্নে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিয়েছেন এমন উত্তর দাতার সংখ্যা কম। অনেকে তাদের বাৎসরিক আয় সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান থাকলেও তথ্য সংগ্রহ কালে আয়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে আয় ধারণায় উত্তরদাতাদের সহযোগিতা করে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে সংগ্রহে প্রয়াস চালানো হয়েছে। মোট উত্তর দাতার সর্বোচ্চ ২১ জনের (৪২%) নিজস্ব কোন আয় নেই। ৫ জনের (১০%) ১০০০ টাকা পর্যন্ত, ৪ জনের (৮%) ২০০১-৩০০০ টাকা পর্যন্ত বাৎসরিক আয় হয়ে থাকে। অধিকাংশ নারীরা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষ সদস্য বিশেষ করে স্বামী কিংবা পিতার উপর নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ জনমত জরিপে বিভিন্ন প্রশ্নমালা (নারী)

সারণী ৪.২.১ ঃ পারিবারিক কোন্ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ছেলে মেয়ের পড়াশুনা	২৩	৪৬%
ছেলে মেয়ের বিয়ে	১২	২৪%
সংসার খরচ বিষয়ে	১৫	৩০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৩ অর্থাৎ ৪৬% ছেলে মেয়ের পড়াশোনার প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে ১২ জন (২৪%) এবং সংসার খরচে অংশগ্রহণ করেন ১৫ জন (৩০%)।

বিযোজন ঃ আমাদের সমাজ যে পুরুষ শাসিত তা উপরোক্ত সারণীই প্রমাণ করছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরুষরা যেহেতু অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই মেয়েরা সংসার খরচে অংশ গ্রহণ করলেও খরচের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেয়ে ছেলে মেয়ের পড়াশুনা এবং মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২ ঃ রাজনীতি প্রসঙ্গে

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সরাসরি রাজনীতি করেন	১	২%
সমর্থন করেন	৩৩	৬৬%
রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না	১২	২৪%
রাজনৈতিকভাবে সচেতন না	২	৪%
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	২	৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৩ জন অর্থাৎ ৬৬% রাজনীতিকে সমর্থন করেন। রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না ১২ জন অর্থাৎ ২৪%। রাজনৈতিকভাবে সচেতন না ২ জন অর্থাৎ ৪%। রাজনীতি করেন ১ জন (২%)। উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ২ জন অর্থাৎ ৪%।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক দলগুলোকে গ্রামীণ মহিলারা সমর্থন করেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না।

সারণী ৪.২.৩ ঃ ভোট প্রদানে আগ্রহ আগের চেয়ে বেশী না কম?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বেশী	৪০	৮০%
কম	১০	২০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪০ জন উত্তরদাতা অর্থাৎ ৮০% লোক ভোট প্রদানে আগের চেয়ে আগ্রহ বেশী বলে মত দিয়েছে।

বিযোজন ঃ অর্থাৎ তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ৪.২.৪ ঃ ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা ছিল?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪১	৮২%
না	৫	১০%
উত্তর দিতে অনিচ্ছুক	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪১ জন অর্থাৎ ৮২% লোক ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা নেই কেন ৫ জনকে (১০%)কে জিজ্ঞেস করলে উনারা বলেন, রাজনৈতিক দলের প্রভাব ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে অনেক সময় ভোট দিতে পারেন না। এদের সংখ্যা বেশী নয়।

বিযোজন ঃ উপয়ের সারণী থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজ স্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৫ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলিতে ভোট দেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কখনো নয়	৪	৮%
মাঝে মাঝে	৮	১৬%
সব সময়	৩৮	৭৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৮ জন (৭৬%) উত্তরদাতা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সবসময় ভোট দেন এবং মাত্র ৪ জন (৮%) কখনোই ভোট দেন না। যে সমস্ত ভোটার (৪%) কখনোই ভোট দেন না, তাদের ৩ জন নিজের উপকার হয় না বলে ভোট দেন না এবং অপর একজন সন্ত্রাসের কারণে কখনোই ভোট দেন না।

তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের হার বেশী হওয়ার কারণ প্রধানত এসব নির্বাচনের প্রার্থী তাদের পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়। এজন্যই তাঁরা ভোটদানে উৎসাহিত হয়।

এছাড়া ভোটদানের হার বেশী হওয়ার আর একটি কারণ হিসেবে এনজিওদের ব্যাপক তৎপরতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গবেষণা এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন এনজিওগুলো ভোটদানে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে আসছে।

বিযোজন ঃ স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের প্রতি গ্রামীণ ভোটারেরা অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৬ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলিতে কেন ভোট প্রদান করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নাগরিক দায়িত্ব	৩০	৬০%
আত্মীয়তা/বন্ধুত্ব	৬	১২%
এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন	১২	২৪%
ভীতি	১	২%
অন্যান্য	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৩০ জন (৬০%) নাগরিক দায়িত্ব, ৬ জন (১২%) আত্মীয়তা/বন্ধুত্ব, ১২ জন (২৪%) এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন, ১ জন (২%) ভীতির কারণে ভোট প্রদান করেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজ স্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব ও এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

সারণী ৪.২.৭ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন ভোট দেন না ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রার্থী পছন্দনীয় নয়	২৮	৫৬%
নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয়	১৪	২৮%
নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়া	৮	১৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৮ জন (৫৬%) বলেছেন প্রার্থী পছন্দনীয় নয়, ১৪ জন (২৮%) বলেছেন নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয়, ৮ জন (১৬%) বলেছেন নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার জন্য নির্বাচনে ভোট দেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয় এবং নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার চেয়ে প্রার্থী পছন্দনীয় নয় এর উপর সমর্থন দিয়েছেন। বলা যায় গ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

সারণী ৪.২.৮ ঃ ভোটদানের ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন বিষয় কি কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী	২২	৪৪%
প্রার্থীর আদর্শিক বিষয়	৪	৮%
এলাকার উন্নয়ন	১৬	৩২%
নিজ গোত্র/গোষ্ঠী বা ধর্মের লোক	৩	৬%
শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য	৪	৮%
অন্যান্য	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২২ জন (৪৪%) ভোটার প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বিবেচনা করে ভোট দিয়েছেন এবং ৪ জন (৮%) প্রার্থীর আদর্শিক বিশ্বাস, ১৬ জন (৩২%) এলাকার উন্নয়ন, ৩ জন (৬%) নিজ গোত্র/গোষ্ঠী বা ধর্মের লোক ও ৪ জন (৮%) শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হবে বিবেচনা করে ভোট দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ অধিকাংশ ভোটারই প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বা আদর্শিক বিশ্বাস এবং এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন– যা গ্রামের এ যাবৎ প্রচলিত সনাতনী ধারার বিরোধী অর্থাৎ আধুনিক মানদণ্ডগুলি তাদের কাছে ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

সারণী ৪.২.৯ ঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কার মতামত প্রাধান্য পায়?

	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নিজের	১৮	৩৬%
বাবার বা স্বামীর	২৭	৫৪%
আত্মীয় স্বজন	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮ জন (৩৬%) বলেছেন নিজের মতানুসারে, ২৭ জন (৫৪%) বলেছেন পরিবারের মতানুসারে, ৫ জন (১০%) বলেছেন আত্মীয়স্বজনের মতানুসারে ভোট দিয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ উপরেয় সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আমাদের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক তাই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১০ ঃ আপনি কি ভোট প্রদানে অন্য কাউকে উৎসাহিত করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
না	৬	১২%
মাঝে মাঝে	১৬	৩২%
সব সময়	২৮	৫৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১২% উত্তরদাতা ছাড়া অবশিষ্ট ৮৮% উত্তরদাতাই ভোট দানের ক্ষেত্রে কম/বেশী উৎসাহিত করেছেন। এটি গ্রামীণ রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণই ভোটদানে নিজে ভোটদানসহ অন্যকে উৎসাহিত করে থাকেন। অর্থাৎ গ্রামীণ ভোটাররা উৎসাহী অংশগ্রহণকারী।

সারণী ৪.২.১১ ঃ ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনও হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	১২%
না	৩১	৬২%
মন্তব্য করছি না	১৩	২৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৬ জন (১২%) হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন। ১৩ জন (২৬%) মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। ৩১ জন (৬২%) ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হননি বলে মত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে সন্ত্রাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন হয়ে থাকে।

সারণী ৪.২.১২ ঃ আপনি কি ভোট প্রদানে কাউকে নিরুৎসাহিত করেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১	২%
না	৪১	৮২%
মন্তব্য করছি না	৮	১৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১ জন (২%) উত্তরদাতা নির্বাচনকালীন সন্ত্রাসের কারণে অন্যদের ভোটদানে নিরুৎসাহিত করেন বলে জানান। ৪১ জন (৮২%) উত্তরদাতা নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষেত্রে অন্যদের নিরুৎসাহিত করেন না। এটি গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

বিযোজন ঃ গ্রামীণ মহিলাদের বৃহৎ অংশটি ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন না যা তাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১৩ ঃ আপনি কি জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জানেন	৩১	৬২%
জানেন না	১৬	৩২%
উত্তর দেননি	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ৩১ জন (৬২%) উত্তর দাতাই জানেন। উত্তর দেননি ৩ জন (৬%) , জানেন না ১৬ জন অর্থাৎ ৩২%। না জানার কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছেন নির্বাচন এবং ভোট যেহেতু কোন উপকারে আসে না সেহেতু তাঁরা নির্বাচন নিয়ে কোন উৎসাহ বোধ করেন না।

বিযোজন ঃ ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নারী সদস্যরা প্রথম বারের মত সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে গ্রামীণ নারীরা মোট সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হন।

সারণী ৪.২.১৪ ঃ ইউনিয়ন পরিষদে কত জন নারী সদস্য ও কত জন পুরুষ সদস্য আছে ?

	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
জানেন	৩৪	৬৮%
জানেন না	১০	২০%
উত্তর দেননি	৬	১২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৩৪ জন (৬৮%) উত্তরদাতাই ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য এবং পুরুষ সদস্যদের সঠিক সংখ্যা বলতে পেরেছেন। ১০ জন অর্থাৎ (২০%) উত্তরদাতা সঠিক সংখ্যা জানেন না, ৬ জন (১২%) উত্তরদাতা কোন উত্তর দেননি।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের বৃহৎ অংশ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং সদস্যদের সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন।

সারণী ৪.২.১৫ ঃ বর্তমানে মহিলা সদস্যরা কিভাবে নির্বাচিত হন ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মনোনীত	৮	১৬%
সরাসরি ভোটে নির্বাচিত	৩৬	৭২%
জানেন না	৬	১২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৩৬ জন অর্থাৎ ৭২% উত্তরদাতাই বলতে পেরেছেন যে মহিলারা সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছিলেন এবং উত্তরদাতারা জানতে পেরেছিলেন নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মত নির্বাচিত হবেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামীণ মহিলারা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন আগের চেয়ে বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.১৬ ঃ সরকার নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা কেন করেছেন?

	উত্তরদার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে	৩৬	৭২%
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য	১৩	২৬%
অন্য কোন অভিমত	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৬ জন (৭২%) বলেছেন নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সরকার নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। কেন এই মন্তব্য করেছেন জানতে চাইলে উনারা বললেন নারী সদস্যরা নারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে নারী নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। ১৩ জন (২৬%) বলেছেন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারী নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।

সারণী ৪.২.১৭ ঃ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হচ্ছে	২৯	৫৮%
হচ্ছে না	১০	২০%
জানি না	১১	২২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৯ জন (৫৮%) বলেছেন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। ১১ জন (২২%) বলেছেন জানি না।

১০ জন (২০%) বলেছেন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে না। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে কেন এ ধরনের মন্তব্য করেছেন? তাঁরা বলেছেন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শুধু সরাসরি নির্বাচনই যথেষ্ট নয় এর পাশাপাশি নারীকে শিক্ষিত করতে হবে, নারীর কাজের অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হবে এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন করতে হবে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের শুরুটা হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব বাকিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

সারণী ৪.২.১৮ ঃ সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য রয়েছে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৫	৯০%
না	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে বলে ৪৫ জন অর্থাৎ ৯০% হ্যাঁ সূচক মন্তব্য করেছেন। কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা বলেছেন– সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা মনোনীত হওয়ায় তারা চেয়ারম্যান বা পুরুষ সদস্যদের মতের বাইরে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে যখন নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসে তখন নারী সদস্যরা তাদের অধিকার ফিরে পায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বেশী।

সারণী ৪.২.১৯ ঃ মহিলা সদস্যগণ এলাকায় নানাবিধ কাজকর্মে পুরুষ সদস্যদের মত সমান পায়দর্শী কি না?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	৭০%
না	১৫	৩০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) বলেছেন পুরুষ সদস্যদের চেয়ে মহিলা সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে বেশী একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল।

বিযোজন ঃ পুরুষ সদস্যদের চেয়ে মহিলা সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে বেশী একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল। তাই এলাকার উন্নয়নে পুরুষের চাইতে মহিলাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশী।

সারণী ৪.২.২০ ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যগণ কি কোনভাবে উপেক্ষিত হন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৮	৯৬%
না	২	৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৪৮ জন (৯৬%) বলেছেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যগণ উপেক্ষিত হন। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে নারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি বলে চেয়ারম্যান এবং পুরুষ সদস্যরা উন্নয়নমূলক কাজে আংশিকভাবে নারীদের সুযোগ দিলেও অর্থসংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় খুব সামান্য। ফলে মহিলা সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ অর্থসংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ সামান্য বলে তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

সারণী ৪.২.২১ ঃ তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় মহিলাদের বিশেষ কোন উপকার হবে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৬	১২%
না	৪৪	৮৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৪ জন (৮৮%) বলেছেন তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্যের নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় মহিলাদের বিশেষ কোন উপকার হবে না।

যেহেতু তারা ৩টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন, সেহেতু বরাদ্দের সময় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় তিনগুণ বেশী বরাদ্দ দেয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তাদের কার্য বন্টনের অনুপাত কম তো বটেই; অনেক ক্ষেত্রে তাদের ফোণঠাসা করে রাখা হয়। এ অবস্থায় অনেকে মনে করেন এর ফলে মহিলাদের বিশেষ কোন উপকার হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ যেহেতু তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা সদস্য, সেহেতু তাদের বরাদ্দের অনুপাত পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশী হওয়া উচিত।

সারণী ৪.২.২২ ঃ আপনি কি মনে করেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৫	৯০%
না	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৫ জন (৯০%) বলেছেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত। কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা বলেছেন– পুরুষ সদস্যের চেয়ে মহিলা সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে বেশী একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল। তাই মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এলাকার উন্নয়নে একনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এলাকার উন্নয়নে একনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৩ ঃ মহিলা সদস্য এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে কাদেরকে প্রয়োজনে বেশী কাছে পান?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ সদস্য	১৯	৩৮%
মহিলা সদস্য	৩১	৬২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১ অর্থাৎ ৬২% উত্তরদাতাই বলেছেন প্রয়োজনের সময় পুরুষ সদস্যদের চেয়ে নারী সদস্যদের কাছে পান বেশী।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীদের প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা এগিয়ে আসেন বেশী।

সারণী ৪.২.২৪ ঃ নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বলতে পারছেন	৩১	৬২%
বলতে পারছেন না	১৪	২৮%
জানেন না	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১ জন অর্থাৎ ৬২% বলেছেন নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন। ১৪ জন অর্থাৎ ২৮% বলেছেন নারীরা বলতে পারছেন না, ৫ জন অর্থাৎ ১০% বলেছেন এই ব্যাপারে তাঁরা জানেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন।

সারণী ৪.২.২৫ ঃ আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে কারা বেশী আন্তরিক?

	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকার হার (%)
পুরুষ সদস্য	১২	২৪%
মহিলা সদস্য	৩৮	৭৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৮ জন অর্থাৎ ৭৬% উত্তরদাতা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে নারীদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বেশী আন্তরিক বলে মত দিয়েছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের চেয়ে নারীদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বেশী আন্তরিক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৬ ঃ মহিলারা সাধারণত কি ধরণের সমস্যা নিয়ে আসেন?

	উত্তরদাতায় সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারী নির্যাতন	৩৭	৭৪%
রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন	১	২%
রিলিফ বিতরণ	৭	১৪%
শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড	৩	৬%
নারী উন্নয়ন	২	৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৭ জন (৭৪%) নারী নির্যাতন, ১ জন (২%) রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন, ৭ জন (১৪%) রিলিফ বিতরণ, ৩ জন (৬%) শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও ২ জন (৪%) নারীদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আসেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, নারী নির্যাতন অর্থাৎ নারী ও মেয়ে, শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও মানসিক নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মহিলারা বেশী আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৭ ঃ নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হওয়ার কারণগুলো কি কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ক্ষমতাহীনতা	৪	৮%
সামাজিক কুসংস্কার	৩	৬%
অর্থনৈতিক কারণ	১০	২০%
যৌতুক লাভের প্রবণতা	৬	১২%
শিক্ষার অভাব	২৭	৫৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪ জন (৮%) বলেছেন ক্ষমতাহীনতা, ৩ জন (৬%) বলেছেন সামাজিক কুসংস্কারের জন্য, ১০ জন (২০%) বলেছেন অর্থনৈতিক কারণ এবং ২৭ জন (৫৪%) বলেছেন শিক্ষার অভাব ও ৬ জন (১২%) বলেছেন যৌতুক লাভের প্রবণতায় নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শিক্ষার অভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতার কারণে নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৮ ঃ নারীর নিরাপত্তাহীনতার কারণ কি কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধর্মীয় কারণ	৫	১০%
পারিবারিক কারণ	৩	৬%
যৌতুক	৯	১৮%
পরিবারের সমর্থন না পাওয়া	৩	৬%
অর্থনৈতিক দুর্বলতা	১৭	৩৪%
সামাজিক অধঃস্তনতা	২	৪%
এসিড নিক্ষেপ	৭	১৪%
তালাক	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৫ জন (১০%) বলেছেন ধর্মীয় কারণ, ৩ জন (৬%) বলেছেন পারিবারিক শিক্ষা, ৯ জন (১৮%) বলেছেন যৌতুক, ৩ জন (৬%) বলেছেন পরিবারের সমর্থন না পাওয়া, ১৭ জন (৩৪%) বলেছেন অর্থনৈতিক দুর্বলতা, ২ জন (৪%) বলেছেন সামাজিক অধঃস্তনতা, ৭ জন (১৪%) বলেছেন এসিড নিক্ষেপ ও ৪ জন (৮%) বলেছেন তালাকের কারণে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাকেন।

বিযোজন ঃ অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং যৌতুক লাভের প্রবণতার কারণে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.২৯ ঃ নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কোন্ বিষয়গুলো?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ধর্মীয় কারণ	১৬	৩২%
কুসংস্কার	৭	১৪%
পারিবারিক আবহ	৪	৮%
সামাজিক কারণ	৯	১৮%
শিক্ষার অভাব	১৪	২৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৬ জন (৩২%) ধর্মীয় কারণে, ৭ জন (১৪%) কুসংস্কারের জন্য, ১৪ জন (২৮%) শিক্ষার অভাবের এবং ৯ জন (১৮%) সামাজিক কারণকে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসেবে দায়ী করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষার অভাবের জন্য নারীরা মনে করে বেশী লেখাপড়া করার দরকার নেই।

সারণী ৪.২.৩০ ঃ নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছে নারী সদস্যরা ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২২	৪৪%
না	২৩	৪৬%
জানি না	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২২ জন (৪৪%) বলেছেন নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন। ২৩ জন (৪৬%) বলেছেন নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছে না। কেন পারছে না জিজ্ঞেস করা হলে তারা বললেন– পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা, সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন না। নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারী পক্ষে কাজ করতে পারছেন কিনা তা ৫ জন (১০%) জানে না বলেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা এবং সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন না।

সারণী ৪.২.৩১ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৩	২৬%
না	১২	২৪%
জানি না	২৫	৫০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৩ জন (২৬%) হ্যাঁ বলেছেন, ১২ জন (২৪%) না বলেছেন। ২৫ জন (৫০%) বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও অধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না তারা জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ নিরক্ষর ও অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা জানেন না ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে কি না।

সারণী ৪.২.৩২ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় কারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
মহিলা সদস্য	৪৭	৯৪%
পুরুষ সদস্য	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৭ জন (৯৪%) উত্তরদাতা বলেছেন মহিলা সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ৩ জন (৬%) বলেছেন পুরুষ সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কারণ নারী সদস্যদেরকে পুরুষ সদস্যরা এমনিতেই ভাল চোখে দেখছেন না তার উপর ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে নারী সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে লেখা নেই বলে আরও বেশী অধিকার বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৩ ঃ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানায় আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩১	৬২%
না	৬	১২%
জানি না	১৩	২৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩১ জন (৬২%) হ্যাঁ বলেছেন, ৬ জন (১২%) না বলেছেন, ১৩ জন (২৬%) বলেছেন তাঁরা জানেন না।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ৩১ জন অর্থাৎ অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা মনে করেন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানার ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ মহিলাদের মোটিভেশন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

গ্রামীণ জনগণকে যদি ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত করা যায় তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরও কাজ করতে সুবিধা হবে এবং গ্রামীণ জনগণও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়ার কথা সেগুলি সহজে পাবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৪ ঃ নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় কিভাবে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক অবস্থা	১৯	৩৮%
সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা	৩০	৬০%
অন্য কোন মতামত	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯ জন (৩৮%) বলেছেন পারিবারিক অবস্থা দ্বারা এবং ৩০ জন (৬০%) বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা।

সারণী ৪.২.৩৫ ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫	১০%
অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৫	৩০%
মাস মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	৮	১৬%
মোটিভিশন	৬	১২%
শিক্ষার মাধ্যমে	১২	২৪%
রাজনৈতিক দলগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৫ জন (১০%) বলেছেন এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে, ১৫ জন (৩০%) বলেছেন অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে, ৮ জন (১৬%) বলেছেন মাস মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, ৬ জন (১২%) বলেছেন মোটিভিশনের মাধ্যমে, ১২ জন (২৪%) বলেছেন শিক্ষার মাধ্যমে এবং ৪ জন (৮%) বলেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব।

বিশ্লেষণ ঃ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৪.২.৩৬ ঃ নারীর দল গঠনে বাধাগুলো কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সামাজিক	১৫	৩০%
ধর্মীয়	২০	৪০%
অর্থনৈতিক	১২	২৪%
রাজনৈতিক	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৫ জন (৩০%) উত্তরদাতা বলেছেন নারীর দল গঠনে প্রধান হল সামাজিক বাধা। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকায় কারণে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ২০ জন (৪০%) বলেছেন ধর্মের ভুল ব্যাখ্যার জন্য নারীরা দল গঠন করতে পারেন না। ১২ জন (২৪%) বলেছেন অর্থনৈতিক কারণে এবং ৩ জন (৬%) বলেছেন রাজনৈতিক কারণে নারীরা দল গঠন করতে পারছে না।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নারীর রাজনৈতিক দল গঠনে প্রধান বাধা হলো ধর্মীয় এবং সামাজিক।

সারণী ৪.২.৩৭ ঃ দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে কি প্রয়োজন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	১০	২০%
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	১৫	৩০%
সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	২১	৪২%
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	৪	৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১০ জন (২০%) উত্তরদাতা বলেছেন দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে আগে। তাদের মতে, যে নারীরা পরিবারেই ক্ষমতাহীন তাঁরা পরিবারের বাইরে কতটুকু নেতৃত্ব দিতে পারবে। তাই প্রথমে পরিবারে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরী করতে হবে।

১৫ জন (৩০%) বলেছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, ৪ জন (৮%) বলেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং ২১ জন (৪২%) বলেছেন দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

সারণী ৪.২.৩৮ ঃ নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা কেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পারিবারিক কারণ	১০	২০%
ধর্মীয় বাধা নিষেধ	১৮	৩৬%
প্রচলিত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি (পুরুষদের)	৮	১৬%
শিক্ষার অভাব	৬	১২%
সচেতনতার অভাব	৪	৮%
অর্থনৈতিক কারণ	২	৪%
পেশী শক্তি	১	২%
রাজনৈতিক সহিংসতা	১	২%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১০ জন (২০%) বলেছেন পারিবারিক কারণে, ১৮ জন (৩৬%) বলেছেন ধর্মীয় বাধা নিষেধের কারণে, ৮ জন (১৬%) বলেছেন প্রচলিত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, ৬ জন (১২%) বলেছেন শিক্ষার অভাবের জন্য, ৪ জন (৮%) বলেছেন সচেতনতার অভাব, ২ জন (৪%) বলেছেন অর্থনৈতিক কারণ, ১ জন (২%) বলেছেন পেশীশক্তি এবং ১ জন (২%) রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে নারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে অনীহা পোষণ করেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় বাধা নিষেধ এবং পারিবারিক কারণে নারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে অনীহা পোষণ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৩৯ ঃ নারীকে কিভাবে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
শিক্ষার মাধ্যমে	২৬	৫২%
প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	২	৪%
সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে	১০	২০%
পারিবারিক পরিবেশ	১২	২৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২৬ জন (৫২%) শিক্ষার মাধ্যমে, ২ জন (৪%) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, ১০ জন (২০%) সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ও ১২ জন (২৪%) পারিবারিক পরিবেশের মাধ্যমে নারীকে নির্বাচনমুখী করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীকে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়।

সারণী ৪.২.৪০ ঃ দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না কেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নির্বাচনী রাজনীতি	২২	৪৪%
পেশীশক্তি	১৬	৩২%
অর্থবল	১২	২৪%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২২ জন (৪৪%) নির্বাচনী রাজনীতি, ১৬ জন (৩২%) পেশীশক্তি এবং ১২ জন (২৪%) অর্থবলের জন্য দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মন্তব্য করেছেন।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নির্ভর অর্থনীতির জন্য নারীরা যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের অধিকারী নয়। ফলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নারীরা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না।

সারণী ৪.২.৪১ ঃ নারী অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত কেন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
নারীর প্রতিদিনকার কাজের অর্থনৈতিক মূল্যহীনতা	৯	১৮%
শিক্ষার অভাব	১২	২৪%
পুরুষদের মানসিকতা	১১	২২%
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভাব	১৮	৩৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৯ জন (১৮%) নারীর প্রতিদিনকার পারিবারিক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যহীনতা, ১২ জন (২৪%) বলেছেন শিক্ষার অভাব, ১১ জন (২২%) বলেছেন পুরুষদের মানসিকতা, ১৮ জন (৩৬%) বলেছেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অভাবে নারী অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

সারণী ৪.২.৪২ ঃ আপনি কি মনে করেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নিরাপদে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৫	৩০%
না	৩৫	৭০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৫ জন (৭০%) বলেছেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নিরাপদভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে না। কেন পারবে না এর উত্তরে পারিবারিক বাধাকে প্রধান বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অশিক্ষা, নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবকে চিহ্নিত করেছেন।

বিযোজন ঃ যে নারী পরিবারেই নিরাপদ নয় সে কিভাবে সমাজে নিরাপদে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে?

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪৩ ঃ আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি সমর্থন করেন কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	২১	৪২%
না	২৯	৫৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২১ জন (৪২%) হ্যাঁ বলেছেন কারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারী সমাজকে সচেতন করে তুলবে এবং ২৯ জন (৫৮%) বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেননি। নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের অভাবের জন্য অধিকাংশ নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সমর্থন করেননি।

বিযোজন ঃ অধিকাংশ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই পুরুষদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সারণী ৪.২.৪৪ ঃ মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩০	৬০%
না	২০	৪০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন (৬০%) বলেছেন মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তারা মনে করেন রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নিজেদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে সংরক্ষিত আসন থাকতে হবে এবং পারিবারিক তথা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ২০ জন (৪০%) মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের বিপক্ষে মত দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, এটি মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

বিযোজন ঃ রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নারীদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে সংরক্ষিত আসনের বিকল্প নেই।

সারণী ৪.২.৪৫ ঃ বর্তমান সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অবস্থান কেমন?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ভালো	২৫	৫০%
ভালো নয়	১০	২০%
মোটামুটি	১৫	৩০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ২৫ জন অর্থাৎ ৫০% ভাল বলেছেন, ১০ জন অর্থাৎ ২০% বলেছেন ভাল নয় এবং ১৫ জন অর্থাৎ ৩০% বলেছেন মোটামুটি।

বিযোজন ঃ ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করায় স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪৬ ঃ মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
যথেষ্ট	৩০	৬০%
যথেষ্ট নয়	১৫	৩০%
মোটামুটি	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন (৬০%) বলেছেন যথেষ্ট কারণ তারা তাদের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সম্পূর্ণ সৎ, ১৫ জন (৩০%) বলেছেন যথেষ্ট নয় কারণ তারা তাদের প্রতিশ্রুত অনেক কিছুই নানাবিধ সংকীর্ণতার জন্য করতে পারছেন না এবং ৫ জন (১০%) বলেছেন মহিলা সদস্যরা এলাকাবাসীর কাছে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

বিযোজন ঃ মহিলা সদস্যরা তাদের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সম্পূর্ণ সৎ। তাই তারা এলাকাবাসীর কাছে ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য।

সারণী ৪.২.৪৭ ঃ ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে– আপনার মতামত কি?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৭	৯৪%
না	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৭ জন (৯৪%) বলেছেন ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ক্ষমতায়নের নির্দেশক হলো জাতীয় সংসদ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোয় নারীর অস্তিত্ব।

বিযোজন ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারণী ৪.২.৪৮ ঃ আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ব্যাপক হারে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৫	৯০%
না	৫	১০%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৫ জন (৯০%) বলেছেন সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ব্যাপকহারে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ একমাত্র সাধারণ ও নির্বাচিত আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে এবং মনোনয়ন প্রাপ্ত সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। ৫ জন (১০%) বলেছেন রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নিজেদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বিযোজন ঃ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিতকরণের কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.২.৪৯ ঃ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ দেওয়া উচিৎ?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৪৭	৯৪%
না	৩	৬%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দের সপক্ষে রায় দিয়েছেন সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৪৭ জন অর্থাৎ ৯৪% । আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ পেলে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং "নারী নির্যাতন বিষয়ক সেল" গঠন করে বঞ্চিত নির্যাতিত নারীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া যাবে।

বিযোজন ঃ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ থাকলে নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং বঞ্চিত ও নির্যাতিত নারীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া যাবে।

সারণী ৪.২.৫০ ঃ নারীদের ক্ষমতায়নে এনজিওরা কি ধরণের ভূমিকা পালন করে?

	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার (%)
সামাজিক	৬	১২%
অর্থনৈতিক	২৩	৪৬%
রাজনৈতিক	১২	২৪%
আইনগত	৯	১৮%
মোট	৫০	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, ৬ জন (১২%) বলেছেন সামাজিক, ২৩ জন (৪৬%) বলেছেন অর্থনৈতিক, ১২ জন (২৪%) বলেছেন রাজনৈতিক এবং ৯ জন (১৮%) বলেছেন আইনগত ভূমিকা রাখে এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নে।

বিযোজন ঃ উপরের সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সারমর্ম (নারী)

সাধারণ সারণী বিশ্লেষণে প্রাপ্ত বিযোজনের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে–

১। আমাদের সমাজ যেহেতু পুরুষ শাসিত এবং পুরুষরা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নারীর সংসার খরচে অংশগ্রহণের চেয়ে ছেলেমেয়ের পড়াশোনা এবং ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পুরুষদের সহযোগিতা করে থাকে।

২। গ্রামীণ মহিলারা রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন করেন কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না।

৩। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গ্রামীণ ভোটারগণ ভোটদানের প্রতি অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

৪। গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজস্বার্থ অপেক্ষা নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন।

৫। স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানের প্রতি গ্রামীণ ভোটারেরা অধিকতর আগ্রহী যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে।

৬। গ্রামীণ জনগণ ভীতি, আত্মীয়তা, সংকীর্ণ/নিজস্বার্থ গুলো নাগরিক দায়িত্ব ও এলাকায় স্বার্থ/উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন এবং সে মোতাবেক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

৭। গ্রামীণ মহিলারা নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয় এবং নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনীহার চেয়ে প্রার্থী পছন্দীয় নয় এর উপর মত দিয়েছেন। অর্থাৎ গ্রামের মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। গ্রামীণ অধিকাংশ ভোটারই প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/নেতৃত্বের গুণাবলী বা আদর্শিক বিশ্বাস এবং এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন– যা গ্রামের এ যাবৎ প্রচলিত সনাতনী ধারার বিরোধী অর্থাৎ আধুনিক মানদণ্ডগুলি তাদের কাছে ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

৯। যেহেতু আমাদের সমাজটা পুরুষতান্ত্রিক তাই ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

১০। অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলারা ভোটদানে নিজে ভোটদানসহ অন্যকে উৎসাহিত করে থাকেন। অর্থাৎ গ্রামীণ ভোটাররা উৎসাহী অংশগ্রহণকারী।

১১। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে সন্ত্রাসের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচন হয়ে থাকে।

১২। গ্রামীণ মহিলাদের বৃহৎ অংশটি ভোটদানের ক্ষেত্রে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন না যা তাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

১৩। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে নারী সদস্যরা প্রথমবারের মত সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে গ্রামীণ নারীরা মোট সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হন।

১৪। গ্রামীণ মহিলাদের বৃহৎ অংশ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন এবং সদস্যদের সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখেন।

১৫। গ্রামীণ মহিলারা নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কেও সচেতন হয়েছেন আগের চেয়ে বেশী।

১৬। সরকার নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য নারী সদস্যকে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত ক্ষমতায়নের শুরুটা হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব বাকিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা মনে করেন এর ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ মহিলাদের মটিভিশন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

১৮। সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্যদের তুলনায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে বেশী।

১৯। পুরুষ সদস্যদের চেয়ে মহিলা সদস্যরা কাজের ক্ষেত্রে বেশী একাগ্র, একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল। তাই এলাকার উন্নয়নে পুরুষের চাইতে মহিলাদের গ্রহণযোগ্যতা বেশী।

২০। অর্থ সংক্রান্ত কাজে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণ সামান্য বলে তারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন।

২১। যেহেতু তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মহিলা সদস্য, সেহেতু তাদের বরাদ্দের অনুপাত পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশী হওয়া উচিত।

২২। এলাকার উন্নয়নে একনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার জন্য মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

২৩। নারীদের প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা এগিয়ে আসেন বেশী।

২৪। নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন।

২৫। নারীদের প্রয়োজনে পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা এগিয়ে আসেন বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। নারী নির্যাতন অর্থাৎ নারী ও মেয়ে, শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও মানসিক নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে মহিলারা বেশী আসেন।

২৭। শিক্ষার অভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতার কারণে নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন।

২৮। অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং যৌতুক লাভের প্রবণতার কারণে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে।

২৯। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা এবং শিক্ষার অভাবের জন্য নারীরা মনে করেন বেশী লেখাপড়া করা দরকার নেই।

৩০। পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা ও সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিকূলতার কারণে নারী সদস্যরা নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছেন না।

৩১। অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ নিরক্ষর ও অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা জানেন না ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে কি না।

৩২। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারণ নারী সদস্যদেরকে পুরুষ সদস্যরা এমনিতেই ভালো চোখে দেখছেন না তার উপর ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে নারী সদস্যদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে লেখা নেই বলে নারীরা আরও বেশী অধিকার বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলারা মনে করেন দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ গ্রামীণ মহিলাদের মোটিভিশন করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

৩৪। নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা।

৩৫। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পাশাপাশি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩৬। নারীর রাজনৈতিক দল গঠনে প্রধান বাধা হলো ধর্মীয় এবং সামাজিক।

৩৭। দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হলে সামাজিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৩৮। ধর্মীয় বাধা নিষেধ এবং পারিবারিক কারণে নারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে অনীহা পোষণ করে থাকেন।

৩৯। শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে নারীকে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়।

৪০। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নির্ভর অর্থনীতির জন্য নারীরা যথেষ্ট অর্থ-সম্পদের অধিকারী নয়। ফলে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নারীরা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না।

৪১। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত।

৪২। যে নারী পরিবারেই নিরাপদ নয় সে কিভাবে সমাজে নিরাপদে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে?

৪৩। অধিকাংশ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে প্রথমেই পুরুষদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। রাজনীতির বিশাল মঞ্চে দাঁড়াবার আগে নারীদের যথাযথভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে সংরক্ষিত আসনের বিকল্প নেই।

৪৫। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করায় স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে।

৪৬। মহিলা সদস্যরা তাদের কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সম্পূর্ণ সৎ। তাই তারা এলাকাবাসীর কাছে ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য।

৪৭। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪৮। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিতকরণের কোন বিকল্প নেই।

৪৯। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ থাকলে নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং বঞ্চিত ও নির্যাতিত নারীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া যাবে।

৫০। এনজিওরা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে কাজের জরিপকালীন অভিজ্ঞতা

৫.১ মাঠ পর্যায়ে জরিপকালীন অভিজ্ঞতা

৫.২ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারী অংশগ্রহণ

৫.৩ নারী সচেতনতায় এনজিওদের ভূমিকা

৫.৪ খান ফাউন্ডেশন

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ভূমিকা

৫.৬ ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নারী সদস্য

৫.৭ ইউনিয়নে বিচারমূলক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

৫.৮ ইউনিয়নে কমিটি ব্যবস্থায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

৫.৯ ইউনিয়ন পরিষদের কাজে বাধা

৫.১০ অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে নারী পুরুষ দ্বন্দ্ব

৫.১১ নারী স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদের ভূমিকা

৫.১২ স্থানীয় প্রশাসন ও নারী সদস্য

৫.১৩ নারী সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরুষ জনপ্রতিনিধি ও সচিবদের মতামত

৫.১৪ উপসংহার

৫.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে কাজের জরিপকালীন অভিজ্ঞতা

৫.১ মাঠ পর্যায়ে জরিপকালীন অভিজ্ঞতা

ইউনিয়নের মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে যেয়ে আমার জরিপকালীন অভিজ্ঞতার কিছু অংশ নিয়ে এই অধ্যায়। এখানে নারীদের অসচেতনতার কারণে বা অজ্ঞতার কারণে পুরুষরা কি ভূমিকা পালন করে বা তাদের দাবিয়ে রাখতে যেয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা আমি আলোচনা করেছি। ইউনিয়নে নারীদের অবস্থান এবং তাদের কাজ আলোচনা করেছি। তাদের সচেতন করতে বিভিন্ন এনজিও এর ইতিবাচক ভূমিকা আলোচনা করেছি।

গবেষণা এলাকায় আশা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রাম বিকাশ, জাগরণী, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার প্রমুখ এনজিও কাজ করে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার সচেতনায়ন, নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইকরণ, নির্বাচন প্রচারণার কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন আচরণ বিধি সম্পর্কে অবহিত করণ প্রভৃতি কার্যক্রম এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হয়।

নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে গৃহিণীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। নারী পুরুষের কাজের ধরণ বিশ্লেষণ করলেই আমরা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারি।

সাধারণভাবে নারী পরিবার প্রতিপালন, সন্তান পালন, গবাদি পশু-পাখির পরিচর্যা, পারিবারিক হস্তশিল্প কাজে সহায়তা, কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, খাদ্য সংরক্ষণ এই সব কাজই করে থাকেন। এই সব কাজ সাধারণত কোন আয় সৃষ্টি করে না বরং ব্যয় সংকোচন ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে পুরুষেরাও সাধারণভাবে আয়মূলক কাজে নিয়োজিত থাকেন। যদিও পরিবারের নারী ও শিশুরা অনেক সময়ই তার কাজে সহায়তা করেন। তথাপি পুরুষই সম্পূর্ণ আয় ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। জমি প্রভৃতি সম্পদের মালিকানা তার এবং পুরুষই পরিবারের প্রধান এই ধারণার কারণে সংসারে তার প্রধান ভূমিকা থাকে।

বিশ্বের সব দেশেই মূলতঃ নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় দুর্বল যদিও কাজে তাদের অংশ অনেক বেশী।

জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে,–

- নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের সময়ের শতকরা ৬৭ ভাগ কাজ করে।
- নারীরা পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা ১০ ভাগ আয় করে।
- নারীরা পৃথিবীর মোট নিরক্ষরের দুই তৃতীয়াংশ।
- নারীরা পৃথিবীর মোট সম্পদের শতকরা ১ ভাগেরও কম অংশের মালিক।[১]

বাংলাদেশের সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী চরম বৈষম্যের শিকার এবং পুরুষের তুলনায় তারা নিম্নতর অবস্থানে রয়েছে। এই বৈষম্য শুরু হয় পরিবারে জন্মলগ্ন থেকেই। বাবা মা মনে করেন মেয়ে তাদের পরিবারে অতিথি। তার আসল ঠিকানা স্বামী বা শ্বশুর বাড়ী। ছেলেরা তাদের বংশধর এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করবে। এই জন্য ছেলেরা পরিবারে বিশেষ সুবিধা পায়। খাবার, শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তারাই সিংহভাগ পায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দরিদ্র পরিবারে যে সময় ছেলে স্কুলে যায়, তার বোন বাড়ীতে থেকে ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা এবং মাকে গৃহকাজে সাহায্য করে। বাবা মা মনে করেন যে, ভবিষ্যতে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েরা গৃহিণী হবে, কাজেই লেখাপড়ায় সময় এবং টাকা নষ্ট না করে ছোট বেলায় গৃহকাজ শেখাই ভাল। নিজের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত যার জগতের সীমা, যার কাজ রান্না আর ঘরদোর সামলানো। বাড়িতে অতিথি এলে যিনি কথা বলেন পর্দার আড়াল থাকে লুকিয়ে, সেইতো নারী। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এটাই ছিল নারীর প্রচলিত চিত্র, কিন্তু প্রচলিত এই রেওয়াজ ভেঙ্গে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে নারী। জীবনে যারা ভোট দিতে যায়নি সেই নারীরাই এখন নির্বাচনী লড়াইয়ে শামিল হয়েছে।

নির্বাচন করার সময় এবং নির্বাচিত হওয়ার পর যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে নারী সদস্যরা তারই চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

৫.২ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ও নারী অংশগ্রহণ

ব্যক্তি নাগরিকের নিজস্ব পছন্দ অনুসারে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও এর মাধ্যমে সুফল ভোগ করার সামর্থ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরী করে। এরই প্রেক্ষিতে গবেষণা এলাকায় নারী সদস্যদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রার্থীতা, প্রচার, বিজয়ী হওয়া ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য করা গেছে যে, নির্বাচনে প্রর্থীতার ক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য অর্থাৎ পরিবারের কোন সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন, এমন ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছা মুখ্য ভূমিকায় ছিল।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সমর্থক ও কর্মীদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দলীয় ভিত্তিতে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নারী প্রার্থী বাছাই ও তাদের পক্ষে কাজ করেছে। এছাড়া আঞ্চলিকতার প্রভাবেও নির্বাচনে নারী সদস্যগণ প্রার্থী হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওগুলো নারীর উন্নয়নে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের প্রার্থীতার ব্যাপারে উৎসাহিত করেও সমর্থন যোগায়।

কোন কোন পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যারা নিজস্ব প্রচেষ্টায় শ্রমের মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতা করে, সরাসরি লোক সহায়তা প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখে এবং এর মাধ্যমে তাদের প্রতি স্থানীয় জনগণের আস্থা ও আনুগত্য তৈরি হয়। আস্থা ও আনুগত্যজনিত কারণে তারা ঐ সকল পরিবারের সদস্যদের নির্বাচনে প্রার্থী হবার ব্যাপারে তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে থাকে।

নির্বাচনী প্রচারণায় প্রায় সকল প্রার্থী পোষ্টার ছেপেছেন। ভোটারদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করেছেন এবং ভোটারদের সামনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রচার পত্র ছেপেছেন, সভা সমাবেশ করেছেন, মিছিল সংগঠিত করেছেন। প্রার্থীদের মধ্যে যাদের নিজেদের অর্থাৎ স্বামী, পিতা, ভাই এর রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা আছে, নির্বাচনী প্রচারে তারা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পেয়েছেন।

নির্বাচনী প্রার্থীদের ব্যবহৃত প্রচারণা কৌশলের সবচেয়ে বেশী কার্যকর দিক ছিল ভোটারদের সাথে প্রার্থী ও তার সমর্থকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের যোগাযোগ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং এর মধ্যে ছিল সালিশ বিচারে নিরপেক্ষতা, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা প্রদান, গোরস্থান ও শশ্মান ঘাটের সংস্কার ও উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের রিলিফের সুষ্ঠু বিতরণ, নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য।

এছাড়া কোন কোন প্রার্থী নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, চোরের উপদ্রব্যের বিরুদ্ধে এবং দরিদ্র মানুষের কাজের ব্যবস্থা করা ও ঋণের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রভাবশালী গোষ্ঠী থেকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সমর্থকরা অপেক্ষাকৃত নিরীহ প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে জানা যায়।

গবেষণা এলাকায় প্রার্থীর বড় নির্বাচনী ব্যয় ছিল ৩৯,৫৪২ টাকা, সর্বনিম্ন ব্যয় ৩,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা।

নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের মধ্যে প্রার্থীর নিজস্ব তহবিল, স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ভাই, বোন, ভগ্নীপতিসহ নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা, জমিবন্ধক ঋণের টাকা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের অর্থ সহায়তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫.৩ নারী সচেতনতায় এনজিওদের ভূমিকা

বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীরা আগ্রহী ছিলেন না বলে কোন কোন গবেষক তাদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন।

১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। যদিও নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ খুব সহজসাধ্য ছিল না। নারীরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার, আত্মীয় স্বজন ও সমাজ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এনজিও সমূহের পক্ষ থেকে নারীদের উৎসাহিত করা হয়।

গবেষণা এলাকায় আশা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রাম বিকাশ, জাগরণী রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার প্রমুখ এনজিও কাজ করে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার সচেতনায়ন, নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইকরণ, নির্বাচন প্রচারণায় কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, নির্বাচন আচরণ বিধি সম্পর্কে অবহিতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এনজিও কর্তৃক পরিচালিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভোটার সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে নারী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে ভোট প্রদানে আগ্রহ এবং দরিদ্র নারীদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এনজিওদের সংগঠিত দলের নারী সদস্যরা নির্বাচনের দিনও নির্বাচন উত্তরকালে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

গবেষণা এলাকায় প্রার্থীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এনজিও'র সহযোগিতায় তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র নারী পুরুষ তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরেছে। ভোটারদের সামনে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখাসহ এলাকার উন্নয়নে প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি আদায়ের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

গবেষণা এলাকায় ভোটার সচেতনতা কার্যক্রমের তুলনায় প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় এনজিও অংশগ্রহণ করেছে। এনজিও সমূহ স্ব-স্ব কৌশল অবলম্বন করেছে। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ার ধরণ সকল ক্ষেত্রে একরকম ছিল না। যেমন, এনজিও গ্রুপ সদস্য কর্তৃক তাদের মধ্য থেকে প্রার্থী বাছাই, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রার্থী বাছাইয়ের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় নির্বাচনী প্রচারণা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কৌশল সম্পর্কে নারী প্রার্থীদের অবহিত করার জন্য গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন এনজিও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এনজিও সংগঠিত দলের সদস্য নয় এমন নারী প্রার্থীদেরও উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এনজিওদের প্রশিক্ষণের বিষয়সূচিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনার কৌশল, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল করতঃ স্থানীয় জনগণকে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এনজিওদের পক্ষ থেকে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের কথা জানা যায়।

এই কার্যক্রম সমূহের মধ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতবিনিময়, আলোচনা ও সংলাপের আয়োজন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা অন্যতম।

অন্যদিকে যেখানে নারী সদস্যগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে সম্মিলিতভাবে প্রশাসনের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাচ্ছেন।

৫.৪ খান ফাউন্ডেশন

গবেষণা এলাকায় দুঃস্থ নারীদের সাহায্যের জন্য ১৯৮৮ সনে আব্দুল মোমেন খান মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন (খান ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বন্যার্ত দুঃস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সংস্থাটির কার্যক্রম বিস্তৃত হতে থাকে এবং বর্তমানে সংস্থার উদ্যোগে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে।

খান ফাউন্ডেশন এর মূলমন্ত্র হলো– "উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের জন্য উন্নয়ন"। দেশের প্রকৃত গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খান ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীর মধ্যে একটি হলো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

১৯৯৪ সাল থেকেই খান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা এই কার্যক্রম বিস্তৃত করতে খান ফাউন্ডেশনকে উৎসাহিত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার উদ্যোগে *"স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নির্ধারিত মহিলা সদস্যদের কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ঃ একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়া"* প্রকল্পের আওতায় নারী সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচী দুই স্তরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে (জেলাভিত্তিক) এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নব-নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়া"

জেলা ভিত্তিক এক দিনের কর্মশালা

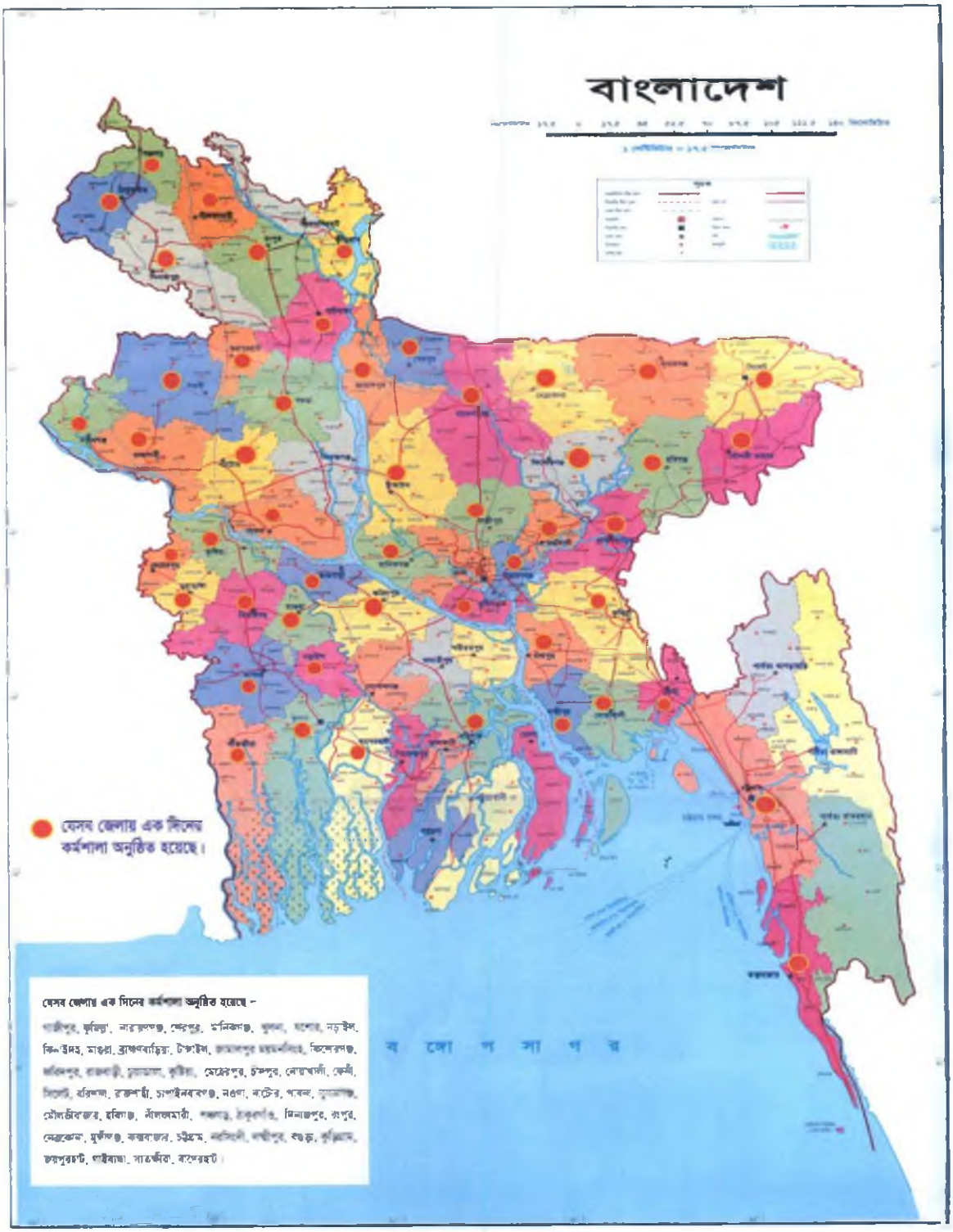

মানচিত্র নং ৫.১ ঃ এক নজরে যে সকল জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে নারী সদস্যদেরকে নিয়ে ঢাকায় ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪৮টি জেলা সদরে প্রায় ১০,০০০-এর অধিক মহিলা সদস্য খান ফাউন্ডেশন আয়োজিত একদিন ব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে তাদের দায়িত্ব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের কাছে তাদের অবস্থান কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়।

খান ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে জেলা প্রশাসন, পুলিশ সুপার ও সহকারী পরিচালক, স্থানীয় সরকার তাদের সাথে যোগাযোগ করে কর্মশালায় তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই সকল উদ্যোগের ফলে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নারী সদস্যদের পরিচিতির সুযোগ তৈরী হয় এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য তারা সহজেই প্রশাসনের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠিত করার পর ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের কার্যক্রম ও দায়িত্ব, গ্রাম আদালত, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিচালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণের পাশাপাশি শিশু অধিকার, টিকাদান কর্মসূচী ও পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে প্রশিক্ষণকালে আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ উত্তরাঞ্চলে সংস্থার মোবাইল মনিটরিং টিমের মাধ্যমে নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ পরিবীক্ষণ ও যাচাই করা হয়।

প্রশিক্ষণ ফলাবর্তনকালে নারী সদস্যদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনে তা দূর করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

নারী সদস্যরা কাজ করতে গিয়ে যখনই কোন জটিল সমস্যা ও প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন তখন তারা চিঠি দিয়ে, টেলিফোনে কিংবা সরাসরি যোগাযোগ করে তা মনিটরিং টিম দ্বারা অবহিত হয়ে থাকেন।

টিমের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন "তৃণমূল" প্রকাশিত হয় যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সংবাদ ছাপানো হয় এবং চিঠির মাধ্যমে জানানো বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়।

৫.৫ ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ভূমিকা

প্রথমে মনোনয়নের মাধ্যমে এবং পরবর্তী সময়ে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীদের ইউনিয়ন পরিষদের মতো শাসন কাঠামোয় সংযুক্ত করা হলেও উক্ত কাঠামোয় নারী সদস্যদের কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিলনা। কেননা তারা নিজস্ব যোগ্যতার পরিবর্তে চেয়ারম্যান ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের ইচ্ছায় পরিষদে সংযুক্ত হতেন।

সরাসরি নির্বাচন নারীদের স্থানীয় শাসন কাঠামোর কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করেছে এবং এর সাফল্য পরিষদে তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন, উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, জনগণের প্রত্যাশা পূরণের প্রচেষ্টা এবং নিজেদের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করার সক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

পরিষদে নারী সদস্যদের কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। পরিষদে চেয়ারম্যানের উপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যরা তাকে সহায়তা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ারম্যানের উপর অর্পিত দায়িত্ব সমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ–

(ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম।

(খ) গণসংযোগ কার্যক্রম।

(গ) রাজস্ব ও বাজেট সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

(ঙ) বিচার বিষয়ক কার্যক্রম।

এবং অন্যান্য দায়িত্ব।

পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হলেও পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও অন্যান্য বিধির অধীনে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। সদস্যদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে না দেয়ায় পরিষদে তারা কি ধরণের ভূমিকা পালন করবেন সেটা নির্ভর করে চেয়ারম্যানের ইচ্ছার উপর। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না থাকায় বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বিচারমূলক কাজে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ অনেকাংশে চেয়ারম্যানের ডাকা না ডাকার উপর নির্ভর করে।

পরিষদে নারী সদস্যদের কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৩৮(১) ধারায় ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটির অতিরিক্ত আরো ৫টি সহ মোট ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের নতুন ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত ৩ জন নারী সদস্যের প্রত্যেকে একটি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন এবং তারা সংশ্লিষ্ট কমিটির আওতাধীন বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হলেও সেগুলি কার্যকর না থাকায় পরিষদে নারী সদস্যগণের ভূমিকায় খুব একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নারী সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি হলো পরিষদের সভা। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সাধারণ ও বিশেষ এ দু'ধরণের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ অধিবেশন মাসের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ারম্যানকে সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট বিষয়সূচি সহ চিঠি প্রেরণ করতে হয়।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং ৩৭নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন ঃ কর আরোপ, বাজেট, কৃষি, শিল্প ও সমাজ উন্নয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, চুক্তি প্রণয়নের পদ্ধতি, ব্যয় অনুমোদন) পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিষদের সভায় ইতিপূর্বে মনোনীত এবং পরবর্তী সময়ে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সদস্যদের কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল সীমিত।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসায় নারী সদস্যদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে নারী সংগঠন ও এনজিও সমূহের বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করছে।

বর্তমান গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে, নারী সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। নারী সদস্যগণ গবেষণাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নিয়মিত সভা না হওয়া, পুরুষ সদস্যদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নারী সদস্যদের সে ব্যাপারে অবহিত না করায় তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের (টিএনও) এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

৫.৭ ইউনিয়নে বিচারমূলক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

গ্রামাঞ্চলে জন সাধারণের মধ্যকার বিভিন্ন ধরণের বিরোধ মীমাংসা কিংবা শাস্তি প্রদানের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দুটি পদ্ধতিই প্রচলিত।

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিটি হলো সালিশ। কোন অভিন্ন ব্যাপারে দুই পক্ষের (ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, গোষ্ঠী, প্রতিবেশী ইত্যাদি পর্যায়ের) মধ্যে অমীমাংসীয় অবস্থার সৃষ্টি হলে কিংবা সামাজিক অপরাধ, সংঘাত দেখা দিলে সালিশের মাধ্যমে এর মীমাংসা করা হয়।

সালিশে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না।

১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ বলে পরিষদ ৩ জন নারী সদস্য সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ তৈরি হয়। সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা, সচেতনতা ও গ্রামীণ মূল্যবোধের পরিবর্তনশীলতা বিচারমূলক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অভিমত্য তৈরী করে ।

গবেষণা এলাকায় নারী সদস্যদের বিচারমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। নারী সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিচার কার্য সমাধানের জন্য গ্রাম আদালতে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যরা বাদী এবং বিবাদী দলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন ইস্যুতে নারী সদস্যদের স্বেচ্ছায় বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। নারী সদস্যদের বিচারমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা পালনে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিওসমূহ তাদের প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ দিয়ে থাকে। এনজিও কর্মীরা আইনি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

গবেষণা এলাকায় দেখা গেছে সেখানে প্রধানত নারী ইস্যুতে অনুষ্ঠিত বিচার কাজেই নারী সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সালিশে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যগণ নারী সদস্যদের সম্পৃক্ত করেন না।

ইউনিয়ন পরিষদে বিরোধ নিরসনের জন্য চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পুরুষ সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। উক্ত কমিটি কত সদস্য বিশিষ্ট হবে এবং এর কার্যক্রম কি হবে সে সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নারী সদ্যদের জানানো হয় না।

নারী সদস্যদের মতে, চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা তাদের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ রাখার জন্য সালিশ কমিটিতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করেন না।

এছাড়া নারী সদস্যদের মতে, সালিশে তারা উপস্থিত থাকলে পুরুষ সদস্যরা বাদী কিংবা বিবাদীর কাছে টাকা দাবি করে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে পারেন, এ আশঙ্কা থেকে সালিশে তাদের ডাকা হয় না।

যখনই নারী সদস্যগণ সালিশে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন সালিশের দিনে তাদেরকে কেবল উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। এবং চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা উক্ত দিনে চূড়ান্ত রায় প্রদান না করে বারংবার সালিশের তারিখ পরিবর্তন করে সালিশকে দীর্ঘায়িত করেন। এভাবে নারী সদস্যদেরকে সালিশি প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ ইউনিয়নে কমিটি ব্যবস্থায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

ইউনিয়ন পরিষদের অভ্যন্তরে ক্ষমতা চর্চা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং কাজ করার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ব্রিটেন, ভারত, সুইডেনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এডহক কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার বিধান রয়েছে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে নিম্নোক্ত ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে –

১। অর্থ ও সংস্থাপন
২। শিক্ষা
৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও পয়ঃপ্রণালী
৪। নিরীক্ষা ও হিসাব
৫। কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ
৬। সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার
৭। কুটির শিল্প ও সমবায়
৮। নারী ও শিশু কল্যাণ
৯। মৎস্য ও পশুপালন
১০। বৃক্ষরোপণ
১১। ইউনিয়ন পূর্ত কর্মসূচী এবং
১২। সঠিক স্বাক্ষরতা (গণশিক্ষা)।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা এলাকায় স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হলেও কমিটির কোন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়নি। স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের পরিবর্তে পরিষদের প্রকল্প কার্যক্রম প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রতিনিধিদের আগ্রহ অধিক।

নির্বাচনী ব্যয় পুষিয়ে নেয়া, স্থানীয় জনগণের দাবির তাগিদ ও পরিষদের সদস্য হিসেবে এলাকার জন্য কিছু করছে এ কথা বোঝানোর প্রবণতা তাদেরকে প্রকল্পমুখী করে রাখছে।

প্রথম দিকে নারী সদস্যদেরকে শুধুমাত্র শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেও গত ছয় মাস তারা রাস্তা নির্মাণ, পুল ও কালভার্ট নির্মাণ, রিং কালভার্ট স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

প্রকল্পের দায়িত্ব বন্টনে লক্ষ্য করা গেছে, যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে এবং যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ সে সকল প্রকল্পের সভাপতিত্ব পুরুষ সদস্যরা ভাগ করে নেন এবং অপেক্ষাকৃত জটিল ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে না সে সকল প্রকল্পের সভাপতিত্ব নারী সদস্যদের মাঝে বন্টন করা হয়।

৫.৯ ইউনিয়ন পরিষদের কাজে বাধা

ইউনিয়নের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলেও মহিলা সদস্যরা স্বীয় যোগ্যতায় তা কাটিয়ে উঠতে পারেন। গবেষণা এলাকার ৭, ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের নারী সদস্য "মাধবী চৌধুরী" রাস্তা নির্মাণের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পান। একই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একজন পুরুষ সদস্য দাবি জানালেও পরিষদের পক্ষ থেকে নারী সদস্যকে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট পুরুষ সদস্যকে তার কাজে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সদস্যকে কোন প্রকার সহযোগিতা না করে বরং বাধার সৃষ্টি করেন এবং এলাকায় নিজের অনুসারীদের সংগঠিত করে রাস্তার কাজে মাটি দেয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন ও মাটি কাটা শ্রমিকদের কাজে বাধা দেন।

সৃষ্ট এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে নারী সদস্য পুরুষ সদস্যের সাথে যোগাযোগ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু পুরুষ সদস্য কিছুতেই সমঝোতার পক্ষে আসেননি, বরং বলেছে– "এলাকায় লোকজন বিরোধিতা করলে, মাটি দিতে না চাইলে আমার কি করার আছে"।

এরপর নারী সদস্য রাস্তা নির্মাণ কাজের গুরুত্ব তুলে ধরে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত নারীদের এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেন এবং তা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা চান। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাটি দিতে না চাওয়া এবং শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে বিদায় করে দেবার বিষয়গুলো তিনি এলাকাবাসীকে অবহিত করলে তারা তাকে সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এলাকার লোকজনকে সংগঠিত করে তাদের সহায়তা নিয়ে কাজ শুরু করায় এই প্রক্রিয়া প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেয়। ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় আর কোন বাধা আসেনি।

- ভিজিডি কর্মসূচীতে নারী সদস্যরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং স্থানীয় লোকজনের সাথে আলোচনা করে দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরি করে পরিষদে জমা দেয়ার পর চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা কখনো কখনো সে তালিকা থেকে নাম পরিবর্তন করে তাতে তাদের পছন্দের ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।
- এছাড়া নারী সদস্যদের স্বামী, ছেলে, প্রতিবেশী, আত্মীয় ও রাজনৈতিক দলের কর্মীরা তালিকা প্রস্তুতকরণে তাদেরকে প্রভাবিত করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

- একই সমস্যা দেখা দেয় বয়স্ক ভাতা প্রদানের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও। ইউনিয়ন পর্যায়ে নলকূপের স্থান নির্বাচনের জন্য গঠিত নারী অন্তর্ভুক্ত থাকলেও নলকূপ বিতরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন চেয়ারম্যান।

গবেষণা এলাকার নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে নারীরা নলকূপ স্থাপনের জন্য নারী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাদের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নলকূপের জন্য ২,০০০ টাকা প্রদান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা প্রদানের মাধ্যমে নলকূপ স্থাপনে তারা সফল হয়েছেন আবার কখনো কখনো তা সম্ভব হয়নি এবং সেসব ক্ষেত্রে টাকা ফেরত দিয়ে দেয়া হয়েছে।

পরিষদে নারী সদস্যরা প্রকল্প কোটা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প কমিটির সভাপতি বা সদস্য হলেও পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের অসহযোগিতা, বিরুদ্ধ মনোভাব, পরিষদে পুরুষ সদস্যদের তাদের নারী সদস্যদের হয়ে ক্ষমতা চর্চা করার আকাঙ্ক্ষা, প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা, স্থানীয় প্রশাসনে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের অবজ্ঞার কারণে নারী সদস্যগণ স্বাধীনভাবে ক্ষমতা চর্চার সুযোগ পান না।

৫.১০ অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে নারী পুরুষ দ্বন্দ্ব

নারী সদস্যরা পূর্বে যখন মনোনীত হয়ে আসতেন তখনও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বমূলক। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন না।

বর্তমানে এনজিও কর্মীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নারী সদস্যদের মধ্যে কাজ করার স্পৃহা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও জনগণকে সরকারী সম্পদ বন্টনে সুষম অধিকার প্রদানের দাবি স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উত্থাপন করতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও কর্মকাণ্ডের ফলে নারী সদস্যদের মাঝে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে বিধায় পরিষদে নারী সদস্যরা চেয়ারম্যান ও অধিকাংশ পুরুষ সদস্যের স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের প্রতিবাদ করছে।

৫.১১ নারী স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সদস্যদের ভূমিকা

গবেষণা এলাকায় লক্ষ্য করা গেছে, নারীরা ব্যক্তিগতভাবে নারী নির্যাতন, জমি জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ, পারিবারিক কলহ নিরাময়ের জন্য নারী সদস্যদের কাছে সালিশ বিচার রেখে থাকে।

দরিদ্র নারীরা রাস্তায় মাটি কাটার কাজে শ্রম বিক্রির সুযোগ প্রাপ্তি, ভিজিডি ও ভিজিএফ কার্ড এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার প্রদত্ত সাহায্য প্রদানের জন্য নারী সদস্যদের সহায়তা দাবি করে।

গবেষণা এলাকায় স্থানীয় মহিলাদেরকে নারী সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদের প্রয়োজনের কথা জানতে দেখা যায়। এ সকল প্রয়োজনের মধ্যে বন্যার সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ত্রাণ কাজে সহায়তা প্রদান, ছেলে মেয়ে বা স্বামী অসুস্থ হলে হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তদবির করার অনুরোধ, মেয়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

৫.১২ স্থানীয় প্রশাসন ও নারী সদস্য

বর্তমানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে ঘরের বাইরে নারীদের বিচরণের সুযোগ তৈরি হলেও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নারী সদস্যদের যোগাযোগের ক্ষেত্র সীমিত।

সীমিত যোগাযোগের কারণগুলোর মধ্যে,–

প্রথমত ঃ স্থানীয় প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আলোচনা এবং অন্যান্য সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশাসনের সাথে তদবির করার ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যদের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

তৃতীয়ত ঃ স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোয় যোগাযোগ করার মত প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে।

প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানগণ দ্রুত কার্য সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারলেও একই ধরনের কাজ নারী সদস্যদের অনভ্যস্থতার কারণেও প্রশাসনের সহযোগিতা থেকে তারা বঞ্চিত হন।

৫.১৩ নারী সদস্যদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরুষ জনপ্রতিনিধি ও সচিবদের মতামত

নারী সদস্যগণের পারফরমেন্স ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গবেষণা এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গবেষণা এলাকার চেয়ারম্যান, ৯ জন পুরুষ সদস্য এবং সচিবের মতামত গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতামত

চেয়ারম্যানের মতে নারী সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্প কমিটিতে অংশগ্রহণ, পরিষদের মাসিক সভা ও বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ, সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ, ভিজিডি, ভিজিএফ সহ অন্যান্য কার্ড বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ষ্ট্যান্ডিং কমিটিতে দায়িত্ব পালন এবং নারী ইস্যু সম্পর্কিত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, নারী সদস্যরা প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেনা, নিজে প্রকল্প কমিটির সভাপতি হয়েও পুরুষ সদস্য কিংবা এলাকার মাতব্বরদের কিংবা স্বামীকে দিয়ে কাজ সম্পাদন করেন। মাসিক সভায় নিষ্ক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

নারীদের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে যেয়ে তিনি বলেছেন, নারী সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, দক্ষতার অভাব, অভিজ্ঞতার অভাব, পারিবারিক কাজের চাপ, বাড়ির বাহিরে বিচরণে সামাজিক বাধা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, জনসংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব এবং সবার উপরে শিক্ষার অভাব।

চেয়ারম্যানের মতে, নারী সদস্যদেরকে নারী নির্যাতন কমিটি গঠন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা, স্কুলের অবিভাবকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠান, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অবকাঠামোগত কাজে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের কাজ তদারকির দায়িত্ব ভাল করে পালন করতে পারবে। এ সকল দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁরা নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনার তদন্ত ও বিচার, জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, হাঁস মুরগী ও গবাদী পশু পালনে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের মতামত

সচিবের মতে, নারী সদস্যরা প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন, সালিশ বিচার, ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতার কার্য এবং নলকূপ স্থাপনের জায়গা নির্ধারণে নারী সদস্যরা পুরুষ সদস্যের তুলনায় অধিক দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কারণ তার মতে পুরুষ সদস্যরা এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী সদস্যরা পরিষদের সড়ক নির্মাণ ও মেরামত কাজে মহিলা শ্রমিকদের কাজ তদারকির দায়িত্বও পালন করে থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের মতামত

গবেষণা এলাকার পুরুষ সদস্যদের ৯ জনের মধ্যে ৮ জন জানিয়েছেন নারী সদস্যরা প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তারা স্বামী বা পুরুষ সদস্যের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

৩ জনের মতে, নারী সদস্যদের মুখ্য দায়িত্ব পালন পরিষদের সভায় অংশগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬ জনের মতে, নারী সদস্যরা ভিজিডি, ভিজিএফ ও বয়স্ক ভাতার কার্ড বন্টনের ক্ষেত্রে স্বামীর মতামত দ্বারা প্রভাবিত হন।

৯ জনই বলেছেন, নারী সদস্যগণ নারী সংক্রান্ত বিষয়াদিতে প্রধানত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া নারী সদস্যরা পরিষদের সড়ক নির্মাণ ও মেরামত কাজে তথা মহিলা শ্রমিকদের কাজ তদারকির দায়িত্বও পালন করেন বলে মন্তব্য করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের মতে নারী সদস্যদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রদান, উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমে দায়িত্ব প্রদান, শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধকরণ ও শিক্ষার উন্নয়নে স্কুলে কার্যক্রম তদারকি, নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনার তদন্ত ও সেই সংক্রান্ত সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, বৃক্ষ রোপণ, জন্ম নিবন্ধন, ট্যাক্স আদায়ে সহায়তা এবং শ্রমিকদের কার্যক্রম তদারকি সম্পর্কিত দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী সদস্যদের দেয়া যেতে পারে বলে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতারা নারী সদস্যদের উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের পক্ষে মত দিয়েছেন। মূলত পরিষদে নিজদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার অভিপ্রায় থেকেই তারা এ ধরণের মতামত দিয়েছেন।

৫.১৪ উপসংহার

আমি মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে যেয়ে দেখি যে মহিলারা কাজ করতে চাইলেও তাদের কাজে বিভিন্নভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়। এটা নেতিবাচক পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই মনোভাব। এই মনোভাব পরিবার থেকেই শুরু হয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর খাদ্য অভ্যাস, শ্রমবিভাগ, পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার সম্পর্ক ও আচরণ প্রভৃতি নির্দিষ্ট করে রেখেছে। যেমন, পুরুষ সদস্যদের খাওয়া শেষ না হলে পরিবারের নারী সদস্যরা খান না, তাদের সে কারণে খেতে হয় সবার শেষে এবং বিলম্বে। তখন তার ভাগ্যে খাদ্যের যে অংশ জোটে তাকে উচ্ছিষ্ট বললে অত্যুক্তি হয় না। ডিম, দুধ, মাংস সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর ভাগ্যে কমই জোটে। গ্রামে নারীদের নিয়ে একটি কর্মশালায় একজন গ্রামের মহিলা বলেছিলেন, "আমি যে বড় মাছের মাথা খেতে পারি আমি জানতামই না"।[১] অর্থাৎ মাছের মাথা খাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এটা তাকে শিশুবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে যে রুই কাতলার মাথা স্বামীর পাতে তুলে দিতে হয়।

পরিবারেই যখন নারীরা নিগৃহীত তখন কি করে এরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে? সুতরাং নারীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে তাদের নিজেদের উন্নয়ন করতে হবে প্রথমে। সেক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা হবে পরিবারের। এরপর সরকার, এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদের। আর বদলাতে হবে পুরুষদের মন মানসিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১। ফরিদা আক্তার, "নারীর স্বাস্থ্য ঃ স্বাস্থ্যনীতি ও পরিচর্যা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা" ঢাকা ঃ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা ১৯৮৬ পৃঃ ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৬.১ নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৬.২ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল

৬.৩ মাসিক সভা ও কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম

৬.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.৫ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা/পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

৬.৬ দারিদ্র্য

৬.৭ মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা

৬.৮ দূরত্ব

৬.৯ মহিলা সদস্যগণের দ্বিগুণ কাজের চাপ

৬.১০ মহিলা সদস্যদেরকে নিয়ে গুজব অপবাদ

৬.১১ মহিলা মেম্বার শুধু মহিলাদের জন্য

৬.১২ ইউনিয়ন পরিষদের পরিবেশ

৬.১৩ দলীয় কর্মীদের প্রতি বিশেষ নজর

৬.১৪ সরকারী নোটিশ, সার্কুলার প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

৬.১৫ সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন

৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

৬.১ নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

কাঠামোগতভাবে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার সুযোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর অধস্তন অবস্থা বজায় রাখার জন্য চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদেরকে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে বাধা দানের চেষ্টা করেন।

কিন্তু সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসায় নারী সদস্যদের মধ্যে অধিকারবোধ কাজ করে এবং এই অধিকারবোধ থেকে তারা সমমর্যাদার পাশাপাশি ক্ষমতা চর্চার সুযোগ দাবি করেন। তাদের ক্রমাগত এই ধরণের দাবি ইউনিয়ন পরিষদে এক সময়ের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী পুরুষদের জন্য আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে তারা চাইছেন না মেয়েরা ক্ষমতার অধিকারী হোক। যে জন্য তাঁদেরকে (নারী সদস্যদের) দাবিয়ে রাখার জন্য নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন '৯৭ কিছু সংখ্যক নারী প্রতিনিধিকে দৃশ্যতঃ ক্ষমতায়িত করেছে বটে, কিন্তু তারা তাদের যথার্থ ক্ষমতা প্রয়োগে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ–

১। স্থানীয় সরকারের অধ্যাদেশ, আইন-কানুন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন নারীকে কতটুকু ক্ষমতা দিচ্ছে?
২। সামাজিক ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর ক্ষমতায়নে কি ধরণের ভূমিকা রাখছে?

Dhaka University Institutional Repository

৩। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি কি প্রকৃতির?

এই বিষয়গুলোর আলোকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হলো।

৬.২ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল

ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল প্রণীত হয়েছে- ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক উদ্দেশ্য, আদর্শ, নীতি-নির্ধারণ, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা দানের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। ফলে এ ধরনের ম্যানুয়েল সদস্যদের কোন কাজে আসছে না।

উল্লেখ্য যে, সদস্যদের যেহেতু দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয়া নেই তার অর্থ "পুরুষ সদস্যদের" জন্যও নির্দিষ্ট দায়িত্ব নেই। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়, এতকাল এ বিষয়ে কোন সমস্যা হয়নি, কারণ পুরুষ চেয়রম্যানগণ পুরুষ সদস্যদের ঠিকই কাজে যুক্ত করেছেন ও দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে নতুন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত নারী সদস্যদের প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কেননা তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নারী সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর সুস্পষ্ট উল্লেখ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে নেই, যেহেতু অধ্যাদেশেও নেই। ফলতঃ তাদের কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতার আওতাধীন কোন কাজ আছে বলে চেয়ারম্যানগণ মনে করেন না। আজকাল ম্যানুয়েল দেখিয়েই তারা এটা বলেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্যাবলী পরিষদের নামে পরিচালিত হয় এবং চেয়ারম্যান পরিষদের পক্ষে প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন সংরক্ষিত আসনে বিজয়ী নারীদের ক্ষমতা থাকছে কোথায়? তাদের নির্বাহী ক্ষমতা কী হবে? তার পরিষ্কার উল্লেখ নেই। তাই নারীর ক্ষমতায়ন ও তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন কার্যাবলী এখনই স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি কাগজেই থেকে যাবে। বাস্তবে রূপ নেবে না।[২]

৬.৩ মাসিক সভা ও কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম

প্রতিমাসে ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল সদস্য নিয়ে মাসিক সভার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে খুব কম ক্ষেত্রেই মাসিক সভা নিয়মিত হয়। সভা হলেও দেখা যায় আলোচ্য সিদ্ধান্ত সমূহ যথাযথভাবে না লিখে মনগড়া সিদ্ধান্ত লেখা হয়। এক্ষেত্রে নারী সদস্য কর্তৃক উথাপিত বিষয়সমূহ প্রায়ই বাদ দেয়া হয় বা পরিবর্তিত রূপে লেখা হয়। মাসিক সভায় মহিলা সদস্যদের ওপর কখনো কখনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয়।

তারা উপস্থিত থাকলেও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করা বা চেয়ারম্যানের মতের পরিপন্থী কোন কথা বা ধারণা প্রকাশ করতে চাইলে বিরূপ ব্যবহার বা অশালীন আচরণের শিকার হয়ে থাকেন।[৩]

ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিষয় ভিত্তিক স্থায়ী কমিটি করার বিধান রয়েছে বা যত শীঘ্র গঠন করার নির্দেশ আছে। ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ এবং ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সকল জেলা প্রশাসকের ২১শে মে, ১৯৯৮ তারিখে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৩৮(১) ধারায় ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটির

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত আরো ৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এসব কমিটি গঠিত হবার ফলে তিনজন মহিলা সদস্যসহ একটি কমিটির সভাপতি সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত ১২টি কমিটি হচ্ছে–

১। অর্থ এবং সংস্থাপন
২। শিক্ষা
৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং স্যানিটেশন
৪। নিরীক্ষা ও হিসাব
৫। কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম
৬। সমাজকল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার
৭। কুটির শিল্প
৮। নারী ও শিশু কল্যাণ
৯। মৎস ও পশুপালন
১০। বৃক্ষরোপণ
১১। পরিষদ পূর্ত কর্মসূচী
১২। সঠিক স্বাক্ষরতা (গণশিক্ষা)।

সরকারের নির্বাহী আদেশ ব্যতীত একজন একের অধিক কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না। অতএব এ নিয়মে প্রত্যেক সদস্য একটি কমিটির সভাপতি হতে পারেন। অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের অন্তত তিনটি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হতে পারেন নারী সদস্যগণ, কোন সদস্য দুয়ের অধিক কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। এতে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন নারী সদস্যদের মোট ৬টি কমিটিতে থাকার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে নারী সদস্য সহ সকল সদস্য পরিষদের কর্ম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু নারী সদস্যরা বিষয়টি জানে না, কারণ সদস্যদের শেখানো হচ্ছে "আইনে নারী সদস্যদের কাজের কথা নেই"।[৪]

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় কমিটি গঠনের নিয়ম অনুযায়ী নারী সদস্যদের ১২টি কমিটির মধ্যে মাত্র ৬টি কমিটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফলে বাকী কমিটির কার্য পরিচালনা অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন।[৫]

সুতরাং নারী সদস্যদের জন্য বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। নারী সদস্যগণ যেহেতু পুরুষ সদস্যদের তুলনায় অধিক জনগণের প্রতিনিধি সেহেতু নারীর পছন্দ অনুযায়ী সকল কমিটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সকল কমিটিতেই নারী সদস্যদের কোটা অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণ জরুরী।

৬.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আজ থেকে অনেক কাল আগে রাষ্ট্র দর্শনের গুরু প্লেটো "গণতন্ত্র"কে অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতার শাসন[৬] বলে অভিহিত করেছিলেন। তার মতে, গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খ লোকের শাসন। কারণ এক্ষেত্রে শাসন পরিচালনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ১৯৯৭ এর ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নব নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই (তাসমিমা হোসেন) বলেন, "এই বারো হাজার মেম্বারকে যদি কোন না কোন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বা ত্র্যাডভোকেসী প্রোগ্রামের মধ্যে আনা যায় পর্যায়ক্রমে, তাহলে কি আগামী পাঁচ বছরের তৃণমূল পর্যায়ে বাংলাদেশে নারী শক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন আশা করা যায় না"।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, "বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ফর লোকাল গভর্ণেন্স" প্রকল্পের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ড. সৈয়দা রওশন কাদির এবং নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর।[৮]

পরিষদের কার্যাবলী, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় বিভিন্ন বিষয় তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। এজন্য নব নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ পুরুষ সদস্য এবং চেয়ারম্যানদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। যাতে তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বোঝার পাশাপাশি অন্য সহকর্মিকে সহযোগিতাদানের গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৬.৫ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা / পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের সামাজিকীকরণ তাঁদের মনোজগতে পুরুষদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যের ধারণা সৃষ্টি করে, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব কোন মতামত থাকতে পারে কিংবা সে মতামত পুরুষের মতামত বা ইচ্ছার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিংবা উপযোগী হতে পারে, এই ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গ্রহণ করতে চায় না।

ফলে নারী সদস্যদের উপর পরিবারের পুরুষ কর্তারা (স্বামী, শ্বশুর, পিতা, ছেলে) পরিষদের পুরুষ সদস্যদের আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সামাজিকীকরণের এই প্রক্রিয়া পরিষদের নারী সদস্যদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর বিচরণের পরিপন্থী।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ দারিদ্র্য

নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের একটা বড় অংশ তুলনামূলকভাবে দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক ক্ষমতা না থাকার কারণে পরিষদে তাদেরকে দুর্বল এবং অক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে তাদের ক্ষমতাকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না তেমনি তারাও মতামত প্রকাশ ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দ্বিধাগ্রস্থতার শিকার হয়।

৬.৭ মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা

আমাদের সমাজে বিশেষত পল্লী এলাকায় একজন মহিলা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজে নানা বাধা-বিপত্তির কারণে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। নানাভাবে বাধাগ্রস্ত থাকেন। সমাজের বিভিন্ন মহলের ব্যঙ্গ, কটুক্তি, বিরূপ আচরণ ইত্যাদি ছাড়াও অনেক সময় মহিলাদের শারীরিক নিগ্রহের মুখোমুখি হতে হয়। গ্রামের বিভিন্ন সালিশ দরবার সাধারণত রাতের বেলায় হওয়ার কারণে ও বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতার কারণে তাতে অংশগ্রহণে মহিলা সদস্যরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এসবক্ষেত্রে সুষ্ঠু পদক্ষেপ বা সহায়তা না থাকার কারণে মহিলা সদস্যরা ক্রমান্বয়ে পরিষদের কিছু কিছু দায়িত্ব পালনে নিরুৎসাহিত হয়ে উঠছেন।

৬.৮ দূরত্ব

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকায় বা দূরত্বের কারণেও অনেক মহিলা সদস্য ইউনিয়ন পরিষদে সময়মত উপস্থিত হতে পারেন না।

একজন পুরুষ হেঁটে, সাইকেল চেপে, নৌকায়, রোদ-বৃষ্টিতে, ট্রলারে, বাসে যাতায়াত করতে পারে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কারণে একজন মহিলার পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন সালিশ দরবারে উপস্থিত হতে বা দূরবর্তী স্থানে যেতে মহিলা সদস্যদের জন্য কোন আলাদা ভাতার ব্যবস্থা নেই।

অনেক মহিলারই নিজস্ব উপার্জন না থাকার ফলে তিন ওয়ার্ড জুড়ে বিস্তৃত তাদের নির্বাচনী এলাকার সব কাজে উপস্থিত থাকতে পারেন না।

৬.৯ মহিলা সদস্যগণের দ্বিগুণ কাজের চাপ

মহিলাদের রাধতে হয় চুলও বাধতে হয়। পরিষদের একজন পুরুষ সদস্য যেখানে পরিষদের কাজকর্ম, এলাকার সালিশ, মামলা-মোকদ্দমা, দেন-দরবার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তা সম্পাদন করেই যেভাবে তার পরিবার ও সমাজে একজন গণ্যমান্য হয়ে উঠতে পারেন, একজন মহিলা সদস্য তা পারেন না। তাকে ঘরণী হিসেবে ঘরের দায়িত্ব আগে মেটাতে হয়।

এ কারণে সদিচ্ছা ও উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও একজন মহিলা সদস্য সময়মত তার কার্যাদি ও দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হন।

৬.১০ মহিলা সদস্যদেরকে নিয়ে গুজব অপবাদ

কিছু কিছু এলাকায় অপবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, নারী সদস্যরা টাকার বিনিময়ে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ করেছেন। এ ধরণের অপবাদ দিয়ে মহিলাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখাই হচ্ছে মহল বিশেষের উদ্দেশ্য।

কারণ, খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে মূলত মহিলা সদস্যরা গ্রামীণ মাতব্বর ও প্রভাবশালীদের কথা মেনে কার্ড বিতরণে বাধা দিচ্ছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে কার্ড প্রদানে অর্থগ্রহণের মতো মিথ্যা অভিযোগ উঠছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১১ মহিলা মেম্বার শুধু মহিলাদের জন্য

মহিলা সদস্যদের প্রায়ই নারী নির্যাতন, পরিবার পরিকল্পনা, টিকা দান ইত্যাদি বিষয়ে অংশ নিতে বলা হয়। কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, রাস্তা নির্মাণ, শিক্ষা, বাঁধ তৈরী, বাজার উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

যেমন- জলের জন্য নলকূপের স্থান নির্ধারণে মহিলা সদস্যদের মতামত উপেক্ষিত হয় অথচ তারাই বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এসব বিষয়ে তুলনামূলক সঠিক মত দিতে পারেন।

৬.১২ ইউনিয়ন পরিষদের পরিবেশ

ইউনিয়ন পরিষদকে ঘিরে এক শ্রেণীর টাউট ও বাটপার বরাবরই তৎপর। এছাড়া চেয়ারম্যান ও প্রভাবশালী পুরুষ সদস্যদের কিছু সহচরও সর্বদা সক্রিয় থাকে। প্রভাবশালীদের সহচর্য এবং স্বার্থ রক্ষায় সংশ্লিষ্টতা থাকার কারণে এরা প্রায়ই অন্যায়, জোর জুলুম, তদবির এবং পেশীশক্তি প্রদর্শন করে থাকে। পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা প্রায় ক্ষেত্রে এসব টাউট, দালালদের অন্যায় হস্তক্ষেপ, বাধাদান এমনকি অশালীন আচরণের শিকার হচ্ছেন। যার ফলে মহিলা সদস্যরা কাজ করার অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছেন না।

৬.১৩ দলীয় কর্মীদের প্রতি বিশেষ নজর

পরিষদের কার্যক্রম বণ্টনের ক্ষেত্রে দলীয় সহকর্মীদের প্রতি চেয়ারম্যানদের বিশেষ নজর থাকে। নারী সদস্যদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় কম। যার কারণে তারা সাধারণ সদস্যদের তুলনায় পরিষদের কর্মকাণ্ডে কম গুরুত্ব পেয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৪ সরকারী নোটিশ, সার্কুলার প্রতিটি সদস্যের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নোটিশ, চিঠি বা সরকারী সার্কুলার বিভিন্ন সময়ে ইউনিয়ন পরিষদে আসে। নিয়ম অনুযায়ী সার্কুলার ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের কাছে পৌঁছানোর কথা কিংবা পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো থাকবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত নারী সদস্যদের নোটিশ সম্পর্কে জানায় না। নিয়মানুযায়ী নোটিশ বোর্ডেও টানানো হয় না।

৬.১৫ সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন

ইউনিয়ন পরিষদের সবগুলো কাজের মধ্যে প্রকল্পের কাজের প্রতি নারী ও পুরুষ সদস্য সবারই আগ্রহ বেশী। কারণ প্রকল্পের কাজকে জনগণ অধিক মূল্যায়ন করে। প্রকল্পের কাজের বন্টনে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। এডিপি'র কাজের নীতিমালায় সংরক্ষিত নারী সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ কাজ পাওয়ার কথা বলা আছে। এই সুনির্দিষ্টতা আছে বলে আমরা এ অংশের দাবি জোরালোভাবে করতে পারি, যা অন্য প্রকল্পে সম্ভব নয়। আবার ভিজিএফ কার্ড প্রদানের বিষয়ে ৫০ শতাংশ কার্ডের তালিকা সংরক্ষিত নারী সদস্যদের তৈরী করার কথা বলা থাকলেও তা প্রদানের কোন ক্ষমতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। আলতাফ পারভেজ ও মোজাম্মেল হক "দেশজুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ" তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত "অনন্যা" পাক্ষিক পত্রিকা, ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃঃ নং ২৩।

২। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন" ঢাকা, পৃঃ নং ২।

৩। আলতাফ পারভেজ ও মোজাম্মেল হক "দেশজুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ" তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত "অনন্যা" পাক্ষিক পত্রিকা, ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃঃ নং ২৩।

৪। সীনা আক্তার "ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধির দায়িত্ব" দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৪ই আগস্ট ১৯৯৮।

৫। সীনা আক্তার, পূর্বোক্ত।

৬। G. H. Sabine, A History of Political Theory, 1959, P.43

৭। তাসমিমা হোসেন তাৎক্ষণিক (কলাম) "অনন্যা", পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪, ১-১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭, (তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত) ঢাকা, পৃঃ নং ১৭।

৮। আলতাফ পারভেজ ও মোজাম্মেল হক "দেশজুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ" তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত "অনন্যা" পাক্ষিক পত্রিকা, ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃঃ নং ২৪, ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

৭.১ উপসংহার

৭.২ নারীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়

৭.৩ স্থানীয় সরকারে সাংসদদের কর্তৃত্ব নয় : আইন প্রণয়নই তাঁদের আসল কাজ

৭.৪ সুপারিশসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ সমূহ

৭.১ উপসংহার

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের নারীরাও পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। তবে পেছনে পড়ে থাকার হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান খুবই করুণ। বস্তুতঃ এই পেছনে পড়ে থাকাটি যত না বেশী অর্থনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানুষের চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তুলনায় কুসংস্কার, ধর্ম এবং প্রচলিত প্রথা অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বাংলাদেশও এর থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশের সমাজে কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রভাব অত্যন্ত দৃঢ়। আর তাই ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং সংস্কারে নারীদের যেভাবে দেখা হয় সমাজেও সেভাবেই দেখা হয়।

একই যোগ্যতা সম্পন্ন নারী এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজ পরিকল্পনায় পুরুষই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এটি পুরুষ মানসিকতা এবং পুরুষ নির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য।

সমাজের যখন এই অবস্থা তখন নারীকেই তার ভাগ্য গড়তে হবে। আর এই ভাগ্য গড়ার মূল উপাদান হল শিক্ষা। অর্থাৎ নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। তাহলে সে অধিকার সচেতন হবে। কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। কাজ করতে পারলে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষমতা সবধরণের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক মুক্তি নারীকে এনে দিবে স্বাধীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে, অর্ধেক মানব সম্পদ, মজুদ, শ্রম বাহিনী এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও সমতা বিধানে রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সরাসরি নারী অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বলা যায় "সূর্য উঠেছে কেবল"। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রে নেতৃত্বদানের জন্য যোগ্য করে তুলতে পারেন, ক্রমান্বয়ে এই সূর্যের আলোই চারদিক করবে উদ্ভাসিত।

গ্রাম অধ্যুষিত বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামে। আর এই গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ হল সরকারের অন্যতম স্থানীয় প্রশাসনিক স্তর। পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান অথচ শক্তিশালী স্থানীয় সরকার নেই। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র সচেতনতা, সুশাসন ও সর্বোপরি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণে সরকারের এ উদ্যোগ গ্রহণে সদিচ্ছার প্রকাশই ঘটছে। তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং ইউনিয়ন পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করা সম্ভব হবে।

কারণ এ ব্যবস্থার অধীনে গ্রাম থেকেই যদি যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠে তবে তা ধাপে ধাপে যথার্থ অর্থেই নারীকে করবে ক্ষমতায়িত, ক্ষমতায়নের জন্য অংশগ্রহণ বৃদ্ধি প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। যদিও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি আর ক্ষমতায়ন এক কথা নয়। তবুও বলা যায় এই উদ্যোগই সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিয়ে আসবে সফলতা। সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপ, তবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নকে সংগঠিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে এবং নারীর সমস্যাকে তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি ও সর্বোপরি নারী-পুরুষ সমতা সৃষ্টি যা নারীর ক্ষমতায়নের মূল সুর।

৭.২ নারীকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে জাতির কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু এর কতটুকু বাস্তবায়ন হয় তা' খতিয়ে দেখা দরকার।
(উৎস ঃ দৈনিক আমাদের সময়, ৩য় বর্ষ, ২৯৩তম সংখ্যা, ১ মে ২০০৭, পৃঃ নং ৬, কলাম ৫)

৭.৩ স্থানীয় সরকারে সাংসদদের কর্তৃত্ব নয় : আইন প্রণয়নই তাঁদের আসল কাজ

উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ও পরবর্তী সময়ে চারদলীয় জোট সরকার আদালতের কাছ থেকে মোট ১৯ দফা সময় নিয়েছে, কিন্তু নির্বাচন করেনি।

সাংসদদের কাজ আইন প্রণয়ন হলেও দেখা গেছে যে বাংলাদেশে সাংসদেরা আইন প্রণয়নের চেয়ে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেই বেশি আগ্রহী। দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলতে চলতে স্থানীয় উন্নয়নকাজে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিই এখন সাংসদদের প্রধান কাজে পরিণত হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে উন্নয়নকাজের নামে তহবিলের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ, প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার, ভাগবাটোয়ারা, দুর্নীতি ও লুটপাটের বিষয়টিই হলো আসল কথা।

Dhaka University Institutional Repository

এই সংশ্লিষ্টতার কারণে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও যেকোনো ভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি একটি বড় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে মনোনয়ন কেনা ও টাকা ছিটিয়ে নির্বাচনে জেতার চেষ্টা করার পেছনের মূল কারণটি হচ্ছে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সুদে-মূলে বিনিয়োগ উঠিয়ে নেওয়া।

আমরা মনে করি, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার স্বার্থে এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে স্থানীয় সরকার ও উন্নয়নমূলক কাজে আইনপ্রণেতাদের সংশ্লিষ্টতা দূর করতে হবে। এটা করা গেলে প্রকৃত রাজনীতিবিদেরাই সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহী হবেন, যাঁরা দেশের স্বার্থে কাজ করবেন ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন করবেন। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে আইনপ্রণেতারা শুধু আইন প্রণয়নের কাজেই ব্যস্ত থাকেন। স্থানীয় সরকার করে স্থানীয় উন্নয়নের কাজ। আইনপ্রণেতারা তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। (দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদকীয়, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খৃঃ)

Dhaka University Institutional Repository

৭.৪ সুপারিশসমূহ

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বাস্তবে কার্যকর করতে হলে স্থানীয় সরকারকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে রূপান্তরিত করতে হবে।

২। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকৃত শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল কর্মকাণ্ডে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ, সভা সংক্রান্ত সকল তথ্য সকলকে নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে।

৪। মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে।

৫। স্থানীয় সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের সকল বাধা দূর করতে হবে।

৬। অর্পিত দায়িত্ব তারা সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা তা নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং কাজের জবাবদিহিতা রাখতে হবে।

৭। মহিলা সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যের বিরূপ মনোভাব দূর করার জন্য নিয়মিত জেন্ডার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করতে হবে।

৮। মহিলা প্রতিনিধিদের যে ভাতা/মাসোহারা দেয়া হয় তার পরিমাণ বাড়াতে হবে। কারণ বর্তমানে যে ভাতা/মাসোহারা প্রদান করা হয় তা জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মহিলা সদস্যরা জানিয়েছেন। এই অল্প ভাতার কারণে তারা আর্থিকভাবে মানসিক চাপের মুখে থাকেন বলে পরিষদের কাজে আগ্রহী হয়ে উঠছেন না।

৯। মহিলা সদস্যগণ অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হবেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। যে সকল মহিলা সদস্য প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না (এক-তৃতীয়াংশ কোটা নির্ধারণের কারণে) তাদেরকে প্রকল্প কমিটির সদস্য করতে হবে।

১১। অফিস কক্ষসহ প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

১২। উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। থানা প্রশাসনকে মহিলা সদস্যদেরকে সহযোগিতা করতে হবে।

১৪। কেন্দ্রের অযথা নিয়ন্ত্রণ থেকে স্থানীয় সরকারকে মুক্ত রাখতে হবে।

১৫। স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্য ক্ষমতাবলে যাতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৬। স্থানীয় সরকারে সাংসদদের কর্তৃত্ব নয় : আইন প্রণয়নই তাঁদের আসল কাজ

১৭। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে জাতির কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১৮। মহিলা সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এই প্রথমবারের মত নির্বাচিত হয়েছেন। সেজন্য মহিলা সদস্যদের জন্য উন্নয়ন কৌশল, নেতৃত্ব, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, স্থানীয় সরকারের অধ্যাদেশ, আইন, বিধান, ব্যবস্থাপনার আধুনিক প্রযুক্তি, হিসাব, আইনগত শিক্ষা, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য নীতি, পরিবেশ ও আবাসন নীতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। মহিলা সদস্যদের জন্য তাঁদের কার্যক্রম দায়িত্ব সমন্বয়ে একটি ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা প্রয়োজন ও ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলাদের দায়িত্ব পালনে অপারেশনাল ম্যাকানিজম কি হবে এবং সরকার, মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক থাকবে তা স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

২০। প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহিলা সদস্যদের উপর বক্তব্য থাকতে হবে। সমাজে মহিলা সদস্যদের সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অবস্থান ও সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২১। মহিলা প্রার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ফর্মশালা, মহিলা ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, গণপ্রচারের মাধ্যমে মহিলা প্রার্থীদের প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সকল মহিলা নেত্রীর জীবন ও সংগ্রাম গণমাধ্যমে তুলে ধরা প্রয়োজন।

২২। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী নিতে হবে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সরকারের পলিসি ও অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করতে হবে।

২৩। রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদেরকে সংগঠিত হতে হবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে রাজনৈতিক দল থেকে বা মহিলা সংগঠন থেকে।

২৪। ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেন মহিলা প্রতিনিধিগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে।

২৫। ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামোয় তিনজন মহিলা প্রতিনিধি রাখার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে। কেননা একজন মহিলা প্রতিনিধির পক্ষে তিনটি ওয়ার্ডের মত বৃহৎ এলাকার জনগণের সমস্যা, সুযোগ-সুবিধা, মহিলা স্বার্থসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাসহ সকল কিছু দেখাশুনা করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারকে সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে দিতে হবে।

২৭। শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবার থেকে মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

২৮। নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের দক্ষতা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও এলাকায় বসবাসকারী নারীদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততায় আগ্রহীসহ নারী-উন্নয়নমূলক কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নারী সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসতে হবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী সংগঠন ও এনজিও-সমূহকে যোগ্য ও দক্ষ নারী প্রতিনিধি বাছাইয়ে সাধারণ ভোটারদের সহযোগিতা করতে হবে।

২৯। নারী সদস্যদের নির্বাচনপূর্বকালীন দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারকে নারী সদস্যদের কোটা সিস্টেমে বা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩০। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা অযথা নারী সদস্যদের কাজে হস্তক্ষেপ করে। নারী সদস্যদের কাজে যেন চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে না পারে, সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

৩১। মহিলা প্রতিনিধিরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধার কারণে স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে না। এ সকল বাধা দূর করতে সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারী পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩২। নারী সদস্যদের দায়িত্ব/কাজের চিঠিপত্র সরাসরি নারী সদস্যদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৩। নারী সদস্যদের ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডে যাতায়াতের জন্যে সরকারীভাবে স্বতন্ত্র যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪। পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি নারী সদস্যদের উত্থাপিত সমস্যাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সরকারীভাবে নারীদের উত্থাপিত সম্যাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখা ও সমাধান করার নিয়ম করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী সদস্যদের বিভিন্ন সাব-কমিটির সভাপতি করা এবং বাধ্যতামূলকভাবে নারী সভাপতির মতামতকে গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫। ইউনিয়ন পরিষদের বিচারমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ বিভিন্ন কারণে সীমিত, এ সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৬। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য ও নারী সদস্যদের মধ্যে বিরাজমান অসহযোগিতা ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক অবসানের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৭। ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক বরাদ্দ বন্টন, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি বন্টনে মহিলা সদস্যদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এবং এসকল বরাদ্দ বন্টনে নারী সদস্য ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।

৩৮। ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কে ধারণা ও বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় মহিলা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩৯। ইউনিয়ন পরিষদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলা প্রতিনিধিদের কাজ দ্রুত সম্পাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

৪০। ২৫শে এপ্রিল '৯৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার নারী সদস্যদের সম্মেলনের দেয়া সরকারী প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সংযোজনী-১ (প্রশ্নমালা)

'ক' গ্রুপ প্রশ্নমালা (উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা)

'খ' গ্রুপ প্রশ্নমালা (উত্তরদাতাদের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ)

সংযোজনী-২ (গ্রন্থপঞ্জী)

১. বাংলা গ্রন্থাবলী

২. ইংরেজি গ্রন্থাবলী

৩. ইংরেজি জার্নাল ও রিপোর্ট

৪. বাংলা জার্নাল ও রিপোর্ট

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

৬. দৈনিক পত্রিকা

৭. ওয়েব সাইট

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-১

বিষয় ঃ বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ : একটি সমীক্ষা

ঘর নং- .....

উত্তরদাতা নং- .....

'ক' গ্রুপ প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা)

বয়স-	লিঙ্গ- পুরুষ/মহিলা-	বৈবাহিক অবস্থা-বিবাহিত/অবিবাহিত বিপত্নীক/বিধবা-

ধর্ম-	পেশা-	আয়-

শিক্ষা ঃ

নিরক্ষর-	মাদ্রাসা-	প্রাইমারী-	সেকেন্ডারী

এস. এস. সি ও তার উপর-	ডিগ্রী ও তার উপর-

'খ' গ্রুপ প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতাদের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ)

১। পারিবারিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?

ছেলেমেয়ের পড়াশুনা	ছেলেমেয়ের বিয়ে	সংসার খরচে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

২। রাজনীতি প্রসঙ্গে

রাজনীতি করতে পছন্দ করেন	সমর্থন করেন	রাজনীতি করতে পছন্দ করেন না	রাজনৈতিকভাবে সচেতন না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক

৩। ভোট প্রদানে আগ্রহ আগের চেয়ে বেশী না কম?

বেশী	কম

৪। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা ছিল?

হ্যাঁ	না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক

৫। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে ভোট দেন কি?

কখনো নয়	মাঝে মাঝে	সব সময়

৬। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলোতে কেন ভোট প্রদান করেন?

নাগরিক দায়িত্ব	আত্মীয়/বন্ধুত্ব	এলাকার স্বার্থ/উন্নয়ন	অন্যান্য

৭। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন ভোট দেন না?

প্রার্থী পছন্দসীয় নয়	নির্বাচনে সন্ত্রাসের ভয়	নৈর্বাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতি অনিহা

৮। ভোটদানের ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন বিষয়গুলো কি?

প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব/ নেতৃত্বের গুণাবলী	প্রার্থীর আদর্শিক বিষয়	এলাকার উন্নয়ন	নিজ গোত্র/গোষ্ঠী বা ধর্মের লোক	শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য	অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

৯। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে কার মতামত প্রাধান্য পায়?

নিজের	পরিবার	আত্মীয় স্বজন

১০। আপনি কি ভোট প্রদানে কাউকে উৎসাহিত করেন?

হ্যাঁ	না	মনে নেই	মাঝে মাঝে	সব সময়

১১। ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন কি?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য করছি না

১২। আপনি কি ভোট প্রদানে কাউকে নিরুৎসাহিত করেন?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য করছি না

১৩। আপনি কি জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

জানেন	জানেন না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক

১৪। ইউনিয়ন পরিষদে কতজন নারী সদস্য, কতজন পুরুষ সদস্য আছেন?

জানেন	জানেন না	উত্তর দিতে অনিচ্ছুক

১৫। বর্তমানে মহিলা সদস্যরা কিভাবে নির্বাচিত হন?

মনোনীত	সরাসরি ভোটে নির্বাচিত	জানেন না

১৬। সরকার নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা কেন করেছেন?

নারী নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে	নারীর ক্ষমতায়নের জন্য	অন্য কোন অভিমত

Dhaka University Institutional Repository

১৭। সরাসরি ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে কি নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে?

হচ্ছে	হচ্ছে না	জানি না

১৮। সংরক্ষিত আসনে মনোনীত মহিলা সদস্য এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য রয়েছে কি?

হ্যাঁ	না

১৯। মহিলা সদস্যগণ এলাকার নানাবিধ কাজকর্মে পুরুষ সদস্যদের মত সমান পারদর্শী কি না?

হ্যাঁ	না

২০। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্যগণ কি কোনভাবে উপেক্ষিত হন?

হ্যাঁ	না

২১। তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্যের নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় মহিলাদের বিশেষ কোন উপকার হবে কি?

হ্যাঁ	না

২২। আপনি কি মনে করেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত?

হ্যাঁ	না

Dhaka University Institutional Repository

২৩। মহিলা এবং পুরুষ সদস্যদের মধ্য থেকে কাদেরকে প্রয়োজনে বেশী কাছে পান?

পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য

২৪। নারী সদস্যদের কাছে নির্যাতিত নারীরা তাদের সমস্যা সম্পর্কে খোলামেলা বলতে পারছেন কি?

বলতে পারছেন	বলতে পারছেন না	জানেন না

২৫। আপনাদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পুরুষ ও নারী সদস্যদের মধ্যে কারা বেশী আন্তরিক?

পুরুষ সদস্য	মহিলা সদস্য

২৬। মহিলারা সাধারণত কি ধরণের সমস্যা নিয়ে আসেন?

নারী নির্যাতন	রাস্তাঘাট ও সড়ক উন্নয়ন	রিলিফ বিতরণ	শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড	নারী উন্নয়ন	অন্যান্য

২৭। নারীর গৃহের অভ্যন্তরে সহিংসতায় শিকার হওয়ার কারণ কি?

ক্ষমতাহীনতা	সামাজিক কুসংস্কার	অর্থনৈতিক কারণ	যৌতুক লাভের প্রবণতা	শিক্ষার অভাব

২৮। নারীর নিরাপত্তাহীনতায় কারণ কি?

ধর্মীয় কারণ	পারিবারিক শিক্ষা	যৌতুক	পরিবারের সমর্থন না পাওয়া	অর্থনৈতিক দুর্বলতা	সামাজিক অধঃস্তনতা	এসিড নিক্ষেপ	তালাক প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

২৯। নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কোন বিষয়গুলো?

ধর্মীয় কারণ	কুসংস্কার	পারিবারিক আবহ	সামাজিক কারণ	শিক্ষার অভাব

৩০। নির্যাতিত নারীর পক্ষে কাজ করতে পারছে নারী সদস্যরা?

হ্যাঁ	না	জানি না

৩১। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে মহিলা সদস্যদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ক কোন উল্লেখ আছে?

হ্যাঁ	না	জানি না

৩২। ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকায় কারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

নারী সদস্য	পুরুষ সদস্য

৩৩। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে না জানায় আপনি কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?

হ্যাঁ	না	জানি না

৩৪। নারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয় কিভাবে?

পারিবারিক আবহ	সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা	অন্য কোন মতামত

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো কি?

এনজিওগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম	মিডিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি	মোটিভিশন	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম	রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম

৩৬। নারীর দলগঠনে বাধাগুলো কি?

সামাজিক	অর্থনৈতিক	রাজনৈতিক	ধর্মীয়

৩৭। দল ও সংগঠনে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াতে কি প্রয়োজন?

পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা	রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা

৩৮। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা কেন?

পারিবারিক কারণ	ধর্মীয় বাধা নিষেধ	প্রচলিত মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি	শিক্ষার অভাব	সচেতনতার অভাব	অর্থনৈতিক কারণ	পেশীশক্তি	রাজনৈতিক সহিংসতা

৩৯। নারীকে কিভাবে নির্বাচনমুখী করে তোলা যায়?

শিক্ষার মাধ্যমে	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে	সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে	পারিবারিক পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

৪০। দলীয় পুরুষ নেতৃত্ব নারীদের প্রার্থী হিসেবে শক্তিশালী এবং দলের পক্ষে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম বলে মনে করেন না কেন?

নির্বাচনী রাজনীতি	পেশীশক্তি	অর্থবল

৪১। নারী অর্থনৈতিকভাবে দারিদ্র এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত কেন?

নারীর প্রতিদিনকার কাজের অর্থনৈতিক মূল্যহীনতা	শিক্ষার অভাব	সচেতনতার অভাব	অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করা

৪২। আপনি কি মনে করেন মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে নিরাপদে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে?

হ্যাঁ	না

৪৩। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি সমর্থন করেন কি?

হ্যাঁ	না

৪৪। মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে কি?

হ্যাঁ	না

৪৫। বর্তমান সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অবস্থান কেমন?

ভালো	ভালো নয়	মোটামুটি

Dhaka University Institutional Repository

৪৬। মহিলা সদস্যদের এলাকাবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?

যথেষ্ট	যথেষ্ট নয়	মোটামুটি

৪৭। ব্যাপক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নকে গতিশীল করছে আপনার মতামত কি?

হ্যাঁ	না	কখনও কখনও

৪৮। আপনি কি মনে করেন সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ব্যাপকহারে সাধারণ আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা উচিত?

হ্যাঁ	না

৪৯। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে সরকারী বরাদ্দ দেওয়া উচিত কি?

হ্যাঁ	না

৫০। নারীদের ক্ষমতায়নে এনজিওরা কি ধরণের ভূমিকা পালন করে?

সামাজিক	অর্থনৈতিক	রাজনৈতিক	আইনগত

ধন্যবাদ

তারিখ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সংযোজনী-২

১. বাংলা গ্রন্থাবলী

১। আহম্মদ ডঃ এমাজউদ্দিন, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, গোল্ডেন বুক হাউজ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃঃ নং ৩৮৭।

২। কাদির সৈয়দা রওশন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যাবলী।

৩। কাদির সৈয়দা রওশন, স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪।

৪। খান জারিনা রহমান, বাংলাদেশ গ্রামীণ নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থায় অংশগ্রহণ।

৫। ফাল্গুনী অদিতি, বাংলার নারী সংগ্রাম, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৪৩।

৬। বেগম মালেকা অনুদিত, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দুতাবাস, ১৯৯৭, পৃঃ নং ১৫২।

৭। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত "স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন", ঢাকা, পৃঃ নং ২।

৮। বেগম ফিরোজা, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ নং ৩৬৪।

৯। মুহাম্মদ আনু, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৭৬।

১০। মুহাম্মদ আনু, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৮০।

১১। মাসুদুজ্জামান ও হোসেন সেলিনা সম্পাদিত, নারীর ক্ষমতায়ন রাজনীতি ও আন্দোলন, পৃঃ নং ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

১২। রহমান মোঃ মকসুদুর, বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, আলীগড় লাইব্রেরী, রাজশাহী, পৃঃ নং ৩৪।

১৩। হক এম. মোফাজ্জল, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য।

১৪। হোসেন, ড. আখতার, গ্রন্থনা ও রচনায় "বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণে গতিশীলতা ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিসরে সংযোগ", পৃঃ নং ৯।

১৫। ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৬, ২০০৪, পৃঃ নং ৫৫।

২. ইংরেজি গ্রন্থাবলী

1. Alderfer H. F. Local Government in Developing Countries, Newyork, Mac Graw Hill Book Company, 1964, P. 178.
2. Ali Shaikh Maqsood, Decentralization and Peoples Participation in Bangladesh, Dhaka, NIPA, 1983, P. 57-58.
3. Akpan N. U. Epitaph to Indirect Rule, London : France as and Co. Ltd 1967, P. 47.
4. Bhardwaj, R. K. Municipal Administration in India, Jullander : Sterling Publisher (P.) Ltd., 1970, P-116.
5. Buckland CE, Bengal Under the Lieutenant Governments, Calcutta. Kedar Nath Bose Ltd. 1902, Vol. II, P. 805.
6. Cole G. D. H. Local and Regional Government, Melbourne Cassell and Co. Ltd. 1947, P. 28.
7. Clarke J. J, Out lines of Local Government of United Kingdom, London, Sir Issac Pitman and Sons Ltd. 1960, P.-1.
8. Clarke J. J, Out lines of Local Government of United Kingdom, London : Sir Issac Pitman and Sons Ltd. 1960, P. 19.
9. Fred W. Riggs, Administration in Developing Countries, The theory of prismatic society, Boston, Houghton Mifflin Co. 1964, P. 342.

Dhaka University Institutional Repository

10. Haque, Ahmed Shafiqul, "The Illusion of Decentralization : Local Administration in Bangladesh", International Review of Administrative Sciences, Vol. 52, No.1, March 1986, P. 92.

11. Hye, H A, (1998), 'Good Governance : An International Conference; Local Government Division, Ministry of LGRD and Co-operatives, Dhaka.

12. Jackson W. Erick, Structure of Local Government in England and Wales, London : Longmans Green and Co. Ltd. 1962, P. 1.

13. Khan M. M, " Process of Decentralization in Bangladesh in H. A. Hye (ed.), Decentralization, Local Government Institution and Resource Mobilization, Comilla, BARD, 1985, P. 242.

14. Kabeer Rokeya Rahman, Administrative Policy of the Government of Bengal (1870-1896), Dhaka: NIPA, 1965, Part II, P. 8.

15. Mahtab Dr. Nazmunnesa, BPSA 9th Annual Convention, Women in Politics (Bangladesh Perspective), P. 34.

16. Sharma M. P, Public Administration in theory and practice, Alahabad, Kitab Mahal, 1976, P. 120-122.

17. Maddick Henry, Democracy Decentralization and Development, Bombay : Asia Publishing House, 1963, P. 26.

18. Maud Sir Ivor, etal, Local Government in England and Wales, Toronto, Oxford University Press, 1964, P.5.

19. Rahaman, Syedur, "Governance and Local Government System" in Hasnat Abdul Hye (ed.), Governance South Asian Perspectives, University Press Ltd. Dhaka, 2000, P. 233.

20. Southard Barbara, The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal 1921-1936, University Press Ltd. Dhaka, 1996, P. 61.

Dhaka University Institutional Repository

21. Sabine G. H., A History of Political Theory, 1959, P. 43.
22. Uphaff Norman, Local Institutions and Decentralization for Development, H. A. Hye (ed.), P. 56.
23. White L. D, Introduction to the Study of Public Administration, Newyork. Mach Milan and Company, 1939, P. 37.

৩. ইংরেজি জার্নাল ও রিপোর্ট

1. Bangladesh Local Council and Municipal Committee Dissolution and Amendment Order, 20th January 1972, , Dhaka, BG Press, 1972 Art. 3(1)A.
2. Human Development in South Asia in 1999, The Crisis of Governance, University Press Ltd. Dhaka, 1999.
3. Local Government Ordinance 1976 (Ordinance No. XC of 1976)
4. Royal Commission upon Decentralization in India, 1907-1909, OP. cit Para 601.
5. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh (As modified upto 10th October, 1991).
6. The Calcutta Gazette, 9th March 1870 (Calcutta, Bengal Secretariat Press 1970).
7. The Government of Bengal HMSO, May, 1930, Vol. 1, P. 298 (Sir John Simon was the Chairman.
8. The Journal of Local Government, July – December, 1998.
9. The Journal of Local Government, January – June, 1999.
10. The Pourashava Ordinance 1977, Dhaka : Bangladesh Government Press, 1977, Section 3(1).

Dhaka University Institutional Repository

11. The Report on the Administration of Bengal (1886 -1887), Calcutta Bengal Secretariat Book Depot. 1888.

12. The Report of the Indian Statutory Commission, 1930 (Simon Commission).

৪. বাংলা জার্নাল রিপোর্ট

১। আব্দুল কাদের মুহাম্মদ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, কার্তিক ১৪০৭, নভেম্বর ২০০০, পৃঃ ৫৭-৫৮।

২। আব্দুল কাদের মুহাম্মদ, থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার, কার্তিক ১৪০৭, পৃঃ নং ৫৭।

৩। আনিসুজ্জামান মোহাম্মদ সম্পাদিত, বাংলাদেশের লোক প্রশাসন, সমাজ-নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২, পৃঃ নং ২৪।

৪। আক্তার সীমা, "ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধির দায়িত্ব", দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ই আগস্ট, ১৯৯৮।

৫। উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী–মার্চ, ২০০১, পৃঃ নং ৯।

৬। উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০১, পৃঃ নং ১৯।

৭। খানম সুলতানা মোস্তফা, নারীর ধরিত্রীর আদলে, লোকপত্র, সংখ্যা ৯ম, ২০০০, পৃঃ নং ১২-১৮।

৮। খানম সুলতানা মোস্তফা, বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : মীথ এবং বাস্তবতা, ক্ষমতায়ন, সংখ্যা ৪, ২০০২, পৃঃ নং ৪)।

৯। চৌধুরী নাজমা, উইমেন ইন ডেভেলাপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানারস (খসড়া রিপোর্ট ১৯৯৪)।

১০। পারভেজ আলতাফ ও হক মোজাম্মেল, "দেশ জুড়ে ১৩ হাজার নারীর যুদ্ধ", তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত "অনন্যা" পাক্ষিক পত্রিকা, ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৯৯, পৃঃ নং ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

১১। পারভেজ আলতাফ ও হক মোজাম্মেল, Ibid, পৃঃ নং ২৩।

১২। পারভেজ আলতাফ ও হক মোজাম্মেল, Ibid, পৃঃ নং ২৪, ২৬।

১৩। ফাল্গুনী অদিতি, ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৪৩।

১৪। মুহাম্মদ আনু, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৭৬।

১৫। মুহাম্মদ আনু, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৮০।

১৬। মুহাম্মদ আনু, নারী পুরুষ ও সমাজ, সন্দেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃঃ নং ৭৬।

১৭। সুলতানা আবেদা, "ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান", (ক্ষমতায়ন, ২০০০, সংখ্যা ৩-১২-১৬)।

১৮। সুলতানা আবেদা, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন ঃ একটি পর্যালোচনা", The journal of Local Government. (July–December, 1998), P. 5-79.

১৯। সালাহউদ্দিন ড. খালেদ ও বেগম ড. হামিদা আখতার সম্পাদিত, স্থানীয় সরকার ও নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদ, জুলাই,১৯৯১।

২০। হোসেন তাসমিমা সম্পাদিত, তাৎক্ষণিক (কলাম), অনন্যা, পাক্ষিক পত্রিকা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪, ১-১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃঃ নং ১৭।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃঃ নং ৪৩

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃঃ নং ১৯

Dhaka University Institutional Repository

৬. দৈনিক পত্রিকা

১। দৈনিক আমাদের সময়, ৩য় বর্ষ, ২৯৩তম সংখ্যা, ১লা মে, ২০০৭, পৃঃ নং ৬ (৫ম কলাম)।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৯৮।

৩। দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদকীয়, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭, পৃঃ নং ১০।

৪। দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ মে, ২০০৭, পৃঃ নং ১।

৫। দৈনিক সংবাদ, ২৫ জুলাই, ১৯৯৯।

৭. ওয়েব সাইট

1. www.dhakacitycorp.org